গোবিন্দচন্দ্র দাসের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

ড. বারিদবরণ ঘোষ
-সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৪০৮, সেপ্টেম্বর ২০০১

অঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২



গোবিন্দচন্দ্র দাসের সঙ্গে বাংলার কোনও কবির তুলনা দিতে পারা যায় না। তাঁর জীবন এবং জীবনাচরণ অন্যদের থেকে এত পৃথক যে তাঁকে এক-একসময় গ্রহচ্যুত উল্কাপিণ্ড মনে হয়—অমনি দীপ্তি, অমনি নিঃসঙ্গ এবং অমনি দুঃখী। বিশ্বসংসারে উল্কার মতোই গোবিন্দচন্দ্র কক্ষচ্যুত এক প্রতিভাধর কবি। পুরোপুরি না হলেও অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের সঙ্গে—অমনি জেদি আর একগুঁয়ে, অমনি স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় এবং আপোষহীন—অথচ জীবনরসে পরিপূর্ণ।

আলো এবং ছায়ার মতোই রাজানুগ্রহ এবং রাজরোষে গোবিন্দচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন শৈশব থেকেই নিয়ন্ত্রিত। নিরতিশয় দুঃখময় দারিদ্র্য গোবিন্দচন্দ্রের নিত্যসঙ্গী, আবার অযাচিত রাজকীয় স্নেহ তাঁর ভূষণ। কিন্তু এ দুই-এর মাঝখানে সক্রিয় ছিল আরও একটা তৃতীয় শক্তি—তার নাম ঈর্ষা। ঈর্ষা আর হিংসা এক বস্তু নয়। ঈর্ষা মনের মধ্যে একটা প্রবল অস্থিরতা সৃষ্টি করে। পাঁচ বছর বয়সে যিনি পিতাকে হারিয়েছেন তিনিই আবার ভাওয়ালের ভূস্বামী কালীনারায়ণ রায়ের সাহায্যে প্রাণধারণের সংস্থান খুঁজে পেয়েছিলেন। দরিদ্র-সন্তান গোবিন্দচন্দ্র পেলেন রাজদুহিতা কৃপাময়ী দেবীর অজস্র কৃপা এবং অযাচিত স্নেহ। বিদ্যালয়ে পাঠের সুযোগ যখন পেলেন গোবিন্দচন্দ্র, তখন রাজবাড়িতে তিনি কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে এক-শয্যায় শোবার অধিকার পেয়েছেন। ঘুঁটে-কুড়ুনির ছেলে রাজভোগ পেতে লাগলেন। কিন্তু ঘুঁটে-কুড়ুনির ছেলে যে কবিতা লিখতে পারেন। চোদ্দো-বছরের ছেলের কবিতা শুনে রাজা কালীনারায়ণ তাঁর পড়াশুনোর জন্যে পাঁচ-টাকা জলপানির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু নলের দেহে কলির প্রবেশের মতো গোবিন্দচন্দ্রের চির-অব্যবস্থিত-চিত্ত তাঁকে সুখভোগ করতে দিল না—বিদ্যালয় ত্যাগ করলেন তিনি। আর ঠিক এই সময়ই ওই তৃতীয়-শক্তিটি ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

অপ্রাপ্তবয়স্ক কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের অভিভাবক হিসেবে রাজপরিবারে বহাল হয়েছেন বান্ধব-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। রাজা গেলেন তীর্থ-পর্যটনে। বামুন ঘরে গেলেই চাষী লাঙ্গল তুলে ধরেন। রাজেন্দ্রনারায়ণ একদিকে বিলাসে মত্ত হলেন, অন্যদিকে কালীপ্রসন্ন আত্মপ্রসন্নতার আয়োজন করে চলেছেন। ফলে প্রজারা বিপন্ন, রাজ্য বিপর্যস্ত। গোবিন্দচন্দ্রের ভালো লাগল না। গ্রামের এক প্রজার স্ত্রী-কে নিয়ে খেলতে লাগলেন কালীপ্রসন্ন। গোবিন্দচন্দ্র প্রতিবাদে প্রজাবিদ্রোহ ঘটালেন—তবুও দুর্বৃত্তরা পেল নামমাত্র শাস্তি। গোবিন্দচন্দ্র রাজসরকারে চাকরি করতেন—প্রতিবাদে ইস্তফা দিলেন চাকরিতে।

ইতিমধ্যে গোবিন্দচন্দ্র বিবাহিত। শুরু হল কঠোরতম দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম। শেষে ময়মনসিংহে মুক্তাগাছার জমিদার দেবেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরি এবং পরে সুসঙ্গের জমিদার কমলকৃষ্ণ সিংহের কাছে পৌঁছে কবি-প্রতিভার পরিচয় দিলেন। অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা হল; কিন্তু পত্নীর জন্য উদ্বেগে চাকরি ত্যাগ করে চলে এলেন। আবার চাকরি, আবার ইস্তফা—লক্ষ্মীর বরপুত্রকেও লক্ষ্মী ক্ষমা করতে পারেন না। পত্নীবিয়োগ ঘটল, সহোদরকে হারালেন, হারালেন আরও আত্ম-পরিজনকে, জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রমদাকেও হারিয়েছেন। উন্মত্ত গোবিন্দদাস এসে পৌঁছেছেন কলকাতায়—প্রতিভার শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ে। দারিদ্র্যদোষ তাঁকে গুণরহিত করেনি। তখন প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রথম গীতিকাব্য 'প্রেম ও ফুল'। 'প্রেম ও ফুল' কাব্যের কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ করলেন তিনি।

কলকাতায় পরিচিতি ঘটেছিল 'নব্যভারত'-এর সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরির সঙ্গে। এঁর পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হল। কিছুকাল পর মুদ্রিত হল দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ, 'কুঙ্কুম'। এক-অবকাশে সেটি পুরনো বান্ধব রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণকে উপহার দিলেন। রাজা খুশি। কিন্তু সেই তৃতীয় শক্তি আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। সহসা অপ্রসন্ন রাজার আদেশ এল : জন্মভূমি ভাওয়াল ছেড়ে তাঁকে চিরনির্বাসনে যেতে হবে। সমস্ত অনুনয় ব্যর্থ—কালীপ্রসন্নের চাতুরি জয়যুক্ত হল। নির্বাসিত হলেন চোখের জলের সঙ্গে। শাস্তির কারণ : গোবিন্দচন্দ্র নাকি 'নবযুগ' পত্রিকায় রাজা এবং কালীপ্রসন্নের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়েছেন। অসত্য অভিযোগে উন্মত্ত হয়ে গোবিন্দচন্দ্র রাজাকে বললেন, 'আপনি বিনাদোষে আমাকে জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত করিলেন। আচ্ছা, না লিখিলেও যদি লিখিয়াছি বলিয়া মিছিমিছি দণ্ডিত হইলাম, তবে এখন হইতে আমি লিখিব। আপনি যতদূর সাধ্য করিবেন। ... এখন দেখিবেন আর কেহ লিখিতে পারে কিনা?'

এরই ফসল পাঁচদিনের মধ্যে লেখা তাঁর 'মগের মুলুক'—যা 'প্রকৃতি'-পত্রিকায় প্রকাশের ফলে পত্রিকা-সম্পাদককে ক্ষমা চাইতে হল আদালতে। এই স্যাটায়ার কাব্য 'মগের মুলুক'-এর কবি হিসেবেই গোবিন্দচন্দ্র পূর্ববঙ্গে পরিচিত। অনেক বছর পরে জন্মভূমির স্নেহনীড়ে আবার ফিরে এসেছিলেন বটে, কিন্তু ভাওয়ালের এই কবির পরমায়ু নিত্য-সংগ্রামে ক্ষয় হয়ে এসেছিল। পত্নীপ্রেম, স্ত্রীজাতির প্রতি উদগ্র ভালোবাসা, স্বদেশপ্রীতি তাঁর অন্তরের গভীরে প্রোথিত থেকে তাঁকে এক প্রতিবাদী প্রেমের কবি হিসেবে পরিচিত করে—এখানে তিনি সম্পূর্ণ একক। গোবিন্দচন্দ্র দাসকে কে-যে 'স্বভাব-কবি' নামে চিহ্নিত করেছিলেন জানি না—কারণ, কবিমাত্রই স্বভাব কবি। অবশ্য আজকাল কিছু চেষ্টা-কবিরও অবির্ভাব ঘটেছে। সম্ভবত পদাবলীকার গোবিন্দদাস থেকে পৃথক করার জন্যেই তাঁর এই বিশেষণ।

গোবিন্দচন্দ্রের কবিতাগুলিকে বিষয়-অনুসারে মোটামুটি ৬টি ভাগে বিন্যস্ত করা যায় : প্রেমমূলক, সামাজিক, শোকমূলক, দেশাত্মবোধক, বিদ্রূপাত্মক এবং নানাবিষয়ক।

গোবিন্দচন্দ্রের প্রেমভাবনা স্বকীয়। ফলে এ-ধরনের কবিতাগুলিতে পত্নীপ্রেমই মুখ্য। এ থেকেই জাত হয়েছে অপর নারীপ্রীতিমূলক কবিতাগুলি। বলা বাহুল্য, তাঁর প্রেম আদিতে দেহাশ্রয়ী—'আমি তারে ভালবাসি অস্থিমজ্জা সহ।' আসলে প্রকাশের ব্যাপারে তিনি সহজ এবং স্পষ্ট। কবিতাগুলিতে যেমন একদিকে উচ্ছল প্রেম, অন্যদিকে তেমনি পত্নীবিয়োগজনিত বিধুরতায় ভরা। এই বিধুরতাই তাঁর প্রেমভাবনাকে এক পরম বিশুদ্ধতায় উন্নীত করেছে। তাই তিনি নারীপ্রেমকে বলতে পেরেছিলেন : 'সে আমার পুণ্যময়ী প্রিয় ভাগীরথী'; অনেকটা যেন রবীন্দ্রনাথের—'নারী সে-যে মহেন্দ্রের/দান,/ এসেছে ধরিত্রী-তলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান।' অবশ্য একশ্রেণীর নারী সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বিপরীত—উচ্চগ্রামের নারী-বিদ্বেষে পূর্ণ : 'বজ্র হতে ভয়ঙ্কর, বিষ হতে বিষ, সাগরের চেয়ে নারী ডাগর জিনিস।' তবে এই ভাব সীমিত।

দারিদ্র্য এবং বড়োর পিরীতির অভিজ্ঞতা গোবিন্দচন্দ্রকে কিছুটা উন্নাসিক করে তুলেছিল। সেজন্য তাঁর সামাজিক কবিতাগুলোর অধিকাংশেই যেন তির্যক দৃষ্টি। পতিতা নারীদের অসহায় যন্ত্রণার পিছনে তথাকথিত শিক্ষিত কুলীনজনের ব্যভিচার দেখে তিনি দায়ী করেন 'পাপিষ্ঠ সমাজে'র 'পাপ-ছলনা'-কে। এখানে তাঁর মনোভাব শরৎচন্দ্রের মতোই। বাল্যবিবাহ কবির হৃদয়কে ব্যথিত করে—নারীর সতীত্বের প্রশ্নে তিনি দ্বিধান্বিত। তাঁর সামাজিক কবিতাগুলি সমাজের চৈতন্যকে নাড়া দিয়ে প্রশ্ন তোলে; মোহের অবসানে চৈতন্য জাগ্রত হয়।

গোবিন্দচন্দ্রের জীবন এবং শোক—বুঝি সমার্থক। সবদিক থেকে তাঁর অধিকাংশ কবিতাই শোকসংগীত। সেজন্য জীবনের নৈরাশ্যে তিনি মাঝে-মাঝে বিপর্যস্ত। তবে সেই মনোভাব পাশ্চাত্য পেসিমিজম্ নয়—এটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কবি দার্শনিকের মতোই প্রশ্ন করেন—'মৃত্যুই কি জীবনের শেষ' এবং 'যে যায় সে কোথায় যায়?' রবীন্দ্রনাথের মতো মৃত্যু শ্যাম-সমান তাঁর কাছে নয়, সে মৃত্যু শ্মশান-সমান।

গোবিন্দচন্দ্রের বহু কবিতা দেশপ্রেমে আপ্লুত। তাঁর স্বদেশপ্রেমে মেকি কিছু নেই। এমনকি তাঁর দেশপ্রেম কোনভাবেই বিদেশী patriotisn নয়। নির্বাসিত কবি স্বদেশকে ভালোবাসেন অস্থিমজ্জার সঙ্গে। একসময়ে তাঁর 'স্বদেশ-স্বদেশ করিস কারে? এদেশ তোদের নয়'—কবিতাটি লোকের মুখে-মুখে ফিরত। এই গানের সম্মোহন-শক্তি কত দেশপ্রেমিকের বুকে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল—তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তাঁর স্বদেশপ্রেম আত্মপ্রচারে নয়, আত্মনিবেদনে বিনত। তিনি ছদ্ম-স্বদেশী ছিলেন না; সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ মানবজাতির কবি হিসেবে দেশপ্রেমে মানবধর্ম সংস্থাপিত দেখতে চেয়েছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্রের কবিতার অন্যতম অঙ্গীরস ছিল ব্যঙ্গ। আসলে তাঁর এবং তাঁর পরিবেশের উপর তিনি যত অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার এবং অসাম্য দেখেছেন—তার মূলানুসন্ধান করে তিনি তীব্র বিদ্রূপে তার মূলোৎপাটন করতে চেয়েছেন। তিনি জানতেন pen is mighter than sword—তা না হলে কি 'মগের মুলুক'-এর মতো

কবিতা লিখতে পারতেন। যেখানেই দেখেছেন শক্তির স্বেচ্ছাচার, সেখানেই তার বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ—'কাহার তরে চাষ কর ভাই কাহার তরে চাষ?/যে জমিদার সর্বনাশা তাহার তরে চাষ।' নজরুলের কবিতা মনে পড়ে : 'মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ/মাটির মালিক তাহারাই হন।' এখানেই গোবিন্দচন্দ্র স্বাধীন স্বভাব-কবি—স্ব-ভাবের কবি।

তাঁর বিবিধবিষয়ক কবিতার মধ্যে বাঙালি নারী, বাঙালির গ্রামজীবনের নিখুঁত ছবি উল্লেখযোগ্য। ঝিঙেফুল, গোদাজামের গাছ, নির্জন নদীতীর, শূন্য মাঠ, নদীতটের শ্মশান—সবই তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। তিনি details-এর কবি নন, ভাবের কবি। সেজন্যই প্রার্থনা এবং মৃত্যু, প্রেম এবং প্রকৃতি, পূজা এবং ঈশ্বর—সবই তাঁর কবিতার দেহ নির্মাণ করে।

গোবিন্দচন্দ্র দাস আজকের এই বিপন্ন দিনগুলিতে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে আমাদের মনে হয়েছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থাবলী সুলভ নয়—যদিও 'গোবিন্দচয়নিকা' এবং 'গোবিন্দদাসের কাব্যসম্ভার' একদা পাঠকের ক্ষুধা মিটিয়েছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গোবিন্দচন্দ্র বহু তাৎক্ষণিক এবং সীমিত প্রয়োজনের কবিতা লিখেছেন। সেজন্য আমরা তাঁর কাব্যগ্রন্থাবলী থেকে বহু আয়াসে স্মরণীয় কবিতাগুলি চয়ন করে একালের পাঠকদের কাছে উপস্থিত করেছি। বাঙালির বুভুক্ষু চিত্ত তার এই বহু-বিশ্রুত স্বজাতীয় স্বভাব-কবির সমাদর করবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

১ সেপ্টেম্বর ২০০১ বারিদবরণ ঘোষ

সূ চি প ত্র

প্রেম ও ফুল (১৮৮৮)

কুঙ্কুম (১৮৯২)

মগের মুলুক (১৮৯৩)

কস্তুরী (১৮৯৫)

চন্দন (১৮৯৬)

ফুলরেণু (১৮৯৬)

বৈজয়ন্তী (১৯০৫)

অগ্রন্থিত কবিতা

এ প্রেম কেমন

দেখা দেও ওহে নাথ পতিতপাবন,
কেন হে কাঁদাও বৃথা প্রেমাধীন জন?
হেরিলে অরুণোদয়,
হেন সখা মনে লয়,
হাসি মুখে আস যেন দিতে আলিঙ্গন!
শরদে উদিলে বিধু,
মনে ভাবি মৃদু মৃদু
বরষি অমৃত রাশি কর সম্ভাষণ!
রজত-কুসুম-ভাতি,
নব তারকার পাঁতি,
দেখি যেন প্রেমময় প্রেমেরি নয়ন!
বসন্ত-সুরভি-শ্বাসে
তোমারি সুগন্ধ আসে
প্রশান্ত প্রকৃতি যেন প্রেম-কুঞ্জবন!
দেখি যেন সব ঠাঁই
তুমি ভিন্ন কিছু নাই
অথচ নাহিকো পাই—এ প্রেম কেমন?

শ্মশানে নিশান

১

শ্রাবণের শেষ দিন—মেঘে অন্ধকার,
দিনমান প্রায় শেষ, ব্যাপিয়া আকাশ দেশ,
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিছে আবার
উলঙ্গ—এলায়ে চুল, হাতে নিয়ে মহাশূল,
বিকট ভৈরব নাদে ছাড়িয়া হুঙ্কার!

নয়নে কালাগ্নি ঢালি, উন্মত্তা শ্মশান-কালী,
ধাইছে রাক্ষসী-সন্ধ্যা মূর্তি তাড়কার!
উড়িছে মেঘের কোলে বলাকা উজালা,
ভৈরবীর কালকণ্ঠে মহাশঙ্খ মালা।

২

নিরখি সে ভীম ছায়া, দিগন্ত বিস্তৃত কায়া,
ভয়ে যেন ব্রহ্মপুত্র গেছে মসী হয়ে,
আতঙ্কে কাঁপিছে বুক, নাহি শান্তি একটুক,
তরঙ্গ তুফান তার ছুটিছে হৃদয়ে!
আজি তারা শশধর, উঠেনি গগন 'পর,
অমর পেয়েছে ডর মরণের ভয়ে,
এমনি ভীষণ দৃশ্য, বুঝিবা ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব,
এখনি হইবে ধ্বংস মহান্ প্রলয়ে!

৩

হেন ঘোর অন্ধকার—এ হেন সময়,
উড়িছে শ্মশানে এক ধবল নিশান!
অর্ধদগ্ধ বংশদণ্ড, ছিন্নভিন্ন লণ্ডভণ্ড,
এখানে ওখানে পড়ে শয্যা উপাধান!
দু-চারিটি কানা কড়ি, কোথাও কলশি দড়ি,
কোথাও বা ছাই-ভস্ম অঙ্গার নির্বাণ!
কোথাও মাথার খুল, ছেঁড়া নখ, ছেঁড়া চুল,
কোথাও বা অস্থিখণ্ড রয়েছে বিতান!
ঘোর স্তব্ধতার শিরে, সে নিস্তব্ধ নদীতীরে,
স্তিমিত স্তম্ভিত ঘোর গম্ভীর সে স্থান—
উড়িতেছে পত পত শ্মশানে নিশান!

৪

'শ্মশানে নিশান কেন?' হাসে খল খল,
মড়ার মাথার খুলি, বিকাশিয়া দন্তগুলি,
বিকট বিশুষ্ক শুভ্র দীঘল দীঘল!
সবে করে উপহাস, ছাই পাঁশ কাঁচা বাঁশ,
বিছানা কলশি দড়ি মিলিয়া সকল!
কি যে সে বিকট হাসি হাসে খল খল!

৫

দিগন্তে সে অট্টহাসি হয় প্রতিধ্বনি,
বিকট ভৈরবে হাসে আসন্না-রজনী!

জ্বলে মুহুঃ বজ্রানল, গর্জ্জে মুহুঃ মেঘদল,
হইতেছে চূর্ণ চূর্ণ ভূধর মেদিনী!
প্রকৃতির বিশ্বনাশী, এ ঘোর প্রলয় হাসি,
সহিতে পারে না যেন প্রকৃতি আপনি!
বজ্রনখে বক্ষ চিরা, দেখায় যেতেছে ছিঁড়া,
প্রচণ্ড হাসির চোটে কলিজা ধমনী,
সহিতে পারে না হাসি প্রকৃতি আপনি।

৬

দেখিলাম অকস্মাৎ রজত জ্যোৎস্নায়,
উজলি উঠিল চিতা শত চন্দ্রমায়!
রজত ধুতুরা কর্ণে, বিমল রজত বর্ণে,
রজত বিভূতি মাখা তুষারের প্রায়!
রজত গিরির শিরে, রজত জাহ্নবী নীরে,
রজত শশাঙ্ক শোভা উছলিয়া যায়!
উজলি উঠিল চিতা শত চন্দ্রমায়।

৭

আহা!
কিবা সেই সৌম্য মূর্তি অমল ধবল,
ধবল বৃষভ 'পর, বিরাজিত বিশ্বম্ভর,
ধবল অস্থির মালা গলে দলমল!
ধ্যানগত আত্মা তার, নাহি দেখে ত্রিসংসার,
জ্ঞানময় মহামূর্তি, স্থির অবিচল!
বিশ্ব বিনাশের হেতু, বিবেকী সে বৃষকেতু,
আপনি ধরিয়া সেই কেতু সমুজ্জ্বল,
শ্মশানের জয়ভেরি, বাজাইয়া ত্রিপুরারি,
ভৈরবে গাহিছে গীত মরণ মঙ্গল।
আতঙ্কে অবনী যেন করে টলমল!

৮

ছুটিছে ভৈরব রাগ কাঁপায়ে বিমান
'গাও মরণের জয়, গাও শ্মশানের জয়,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ভয়ে কম্পমান!
কি দেব নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
অমর কথার কথা বোঝে না অজ্ঞান!
বাসবের বজ্র ছার, বৃথা গর্ব করে তার,

আপনি করিলে পাপ ভোগে ভগবান!
লও হে সকলে তুলি, মড়ার মাথার খুলি,
বাজাও বিকট বাদ্য কাঁপাও বিমান!
নাচ ভূতগণ মিলে, কোথা হতে কে আসিলে,
শুনাও ভৈরব কণ্ঠে সে ভূত-বিজ্ঞান!
তুলে ও চিতার ছাই, জীবেরে দেখাও তাই,
কেন করে বৃথা গর্ব বৃথা অভিমান!
গাও হে ভৈরবকণ্ঠে কাঁপায়ে বিমান।

৯

গাও হে ভৈরবকণ্ঠে গম্ভীরে সে গান,
গাও সবে পঞ্চভূত, বিজয়ী শ্মশান দূত,
সংসার জয়ের সেই সংগীত মহান্!
যাহা কিছু এই ঠাঁই, হইবেক ভস্ম ছাই,
ভয় ভক্তি ভালোবাসা ক্রোধ অভিমান!
ঘৃণা লজ্জা ঈর্ষা দ্বেষ, সুখ কিম্বা দুঃখ ক্লেশ,
যশ কিম্বা অপযশ মান অপমান!
বীরের বীরত্ব পূর্ণ, হৃদয় হইবে চূর্ণ,
ভীরুর বিভগ্ন বক্ষ রেণুর সমান।
রাজার কিরীটগর্ব, এইখানেই হবে খর্ব,
দাসের দাসত্ব ক্লেশ হবে অবসান!
জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি বল, সব যাবে রসাতল
মুছে যাবে উচ্চনীচ ভেদাভেদ জ্ঞান!
মড়ার মাথার খুলি, বাজাও সকলে তুলি,
কর সে ভৈরব নৃত্যে ধরা কম্পমান!
তুলে অই ভস্ম-ছাই, জীবেরে দেখাও তাই,
কেন করে বৃথা গর্ব বৃথা অভিমান!
দেখুক এ শ্মশানের বিজয় নিশান।”

১০

ভূতের ভৈরব কণ্ঠ কাঁপায়ে বিমান,
বিঘোর ভৈরব রাগে ছাড়িল সে তান।
‘জয় মরণের জয়, জয় শ্মশানের জয়,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ভয়ে কম্পমান,
কি দেব দানব নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর
অমর কথার কথা বোঝে না অজ্ঞান!
বাসবের বজ্র ছার, বৃথা তার অহঙ্কার,
আপনি করিলে পাপ ভোগে ভগবান!

যত কিছু এই ঠাঁই, হইবেক ভস্ম ছাই,
দেখ রে মোহান্ধ জীব নির্বোধ অজ্ঞান!
শ্মশান-নিশান-মূলে, চিতাভস্ম তুলে তুলে,
বাজায়ে মড়ার মাথা ভূত করে গান
উড়িতেছে 'পত পত' শ্মশানে নিশান!

১লা ভাদ্র, ১২৯১
ময়মনসিংহ

সারদা সুন্দরী

জন্ম—২৭শে অগ্রহায়ণ—১২৬৯ সন।
মৃত্যু—১২ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, রাত্রি ৮ ঘটিকা-
কৃষ্ণাপঞ্চমী, ১২৯২ সন।
নিশীথ সময়—চিতা সম্মুখে।

১

আজ—
কি দেখিতে আসিয়াছ ওহে শশধর?
তোমার অধিক শোভা,
ততোধিক মনোলোভা,
শোয়ায়ে দিয়েছি চাঁদ চিতার উপর!
লাবণ্য তোমার চেয়ে,
সুধা পড়ে ঠোঁট বেয়ে,
অনলে উছলে যেন রূপের সাগর!
সুনীল নয়ন দুটি,
রহিয়াছে আধ ফুটি,
শরত প্রভাত পদ্ম—ডাগর ডাগর!
উষায় উজলে কিবা,
ললাটে স্বর্গীয় দিবা,
তরুণ অরুণ বিন্দু সিন্দূর সুন্দর!
শোয়ায়ে দিয়েছি চাঁদ চিতার উপর!

আজ—
কি দেখিতে আসিয়াছ স্বর্গের দেবতা?

হৃদয়ের প্রিয় ধন,
কিসে করে বিসর্জন,
দেখ কিহে নরের সে ঘোর নিষ্ঠুরতা?
দয়ামায়া স্নেহ ভুলি,
দিয়াছি চিতায় তুলি,
এমনই মানবের আদর মমতা!
প্রাণ বলে বুকে লয়,
যেন দুই এক হয়,
পাপিষ্ঠ অসুর জানে এত আত্মীয়তা?
লুঠিয়া হৃদয় তার,
শেষে এই ব্যবহার,
কি দেখিতে আসিয়াছ স্বর্গের দেবতা?
এমনি মানবের আদর মমতা!

৩

শশধর!
দেখ মানবের এই পশু ব্যবহার,
কৃতঘ্ন ইহার কাছে,
আর কি জগতে আছে,
হেন ঘোর অবিশ্বাসী পাপী দুরাচার?
আমি গেলে দেশান্তরে,
সারদা আমারি তরে,
দিন দণ্ড পলে পলে বর্ষি অশ্রুধার,
করুণ সজল আঁখি,
ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে থাকি,
কাতরে মঙ্গল ভিক্ষা মাগিত আমার!
যেন তপস্বিনী বেশে,
নরের নরক দেশে,
ছিল পুণ্য-প্রস্রবণ মূর্তি মমতার।
জননী ভগিনী জায়া,
সকলের দয়া মায়া,
প্রেম তিলোত্তমা ছিল সারদা আমার!
কি আর বলিব হায়,
আজি পিশাচের প্রায়,
অনল দিয়াছি সেই আননে তাহার!
কৃতঘ্ন আমার চেয়ে আছে কিহে আর?

তুমি তো অনন্ত উচ্চে ওহে শশধর!
আরো কি নিখিল ভূমে,
এমন চিতার ধূমে,
দেখেছ করিতে কারে আচ্ছন্ন অম্বর?
শীতল পুণ্যের ছায়া
প্রাণময়ী প্রিয়-জায়া,
প্রীতির অপবাজিতা পারিজাত থর,
অনন্ত অমৃত সিন্ধু,
প্রেম পূর্ণিমার ইন্দু,
দেখেছ ছিঁড়িয়া দিতে চিতার উপব?
আপনার বুক চিরা,
না দিয়া ধমনী শিরা,
না দিয়া কলিজা খুলে কোন্ মূর্খ নর—
আহা হা, আমার মতো,
পিশাচ রাক্ষস এত,
কণ্ঠের কলপ লতা—কুসুমের থর
হৃদয়ের যা সর্বস্ব,
তাই করে ছাইভস্ম,
অক্লেশে ঢালিয়া দেয় চিতার উপর!
দেখেছ মানুষ হেন পাষণ্ড পামর?

৫

'বল হরি হরি!'
কি ঘোর গম্ভীর রব, ভাঙিয়া দিগন্ত সব,
উঠিয়াছে নৈশাকাশ তোলপাড় করি,
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা—'বল হরি হরি!'

৬

রোগ শোক দুঃখ ভরা, ত্যজিয়া এ বসুন্ধরা,
যায় আজ দিব্যধামে সারদা সুন্দরী!
বুঝিয়াছি শশধর,
বরষি অমৃত কর,
এসেছ লইতে তারে অভিষেক করি!
কোমল কৌমুদী রথে,
হীরা বাঁধা ছায়াপথে,
তুলিয়াছ কি সুন্দর লাবণ্য লহরি!



অই ভাসে অই যায়,
অই অনন্তের গায়,
মিশিল জন্মের মতো আহা মরি মরি!
আনন্দে অমরকুল,
বর্ষিছে তারার ফুল,
বর্ষিছে স্বর্গীয় বায়ু, সুগন্ধ বিতরি!
জননী আনন্দময়ী,
বরণী করিয়া অই,
লইতেছে পুত্রবধূ সুখে কোলে করি!
কি আনন্দ দেবভূমে,
আজি আনন্দের ধুমে,
উঠিছে ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব তোলপাড় করি,
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা—'বল হরি হরি!'

৭

রোগ শোক দুঃখ ভরা, ত্যজিয়া এ বসুন্ধরা,
যায় আজ দিব্যধামে সারদা সুন্দরী!
বল চন্দ্র বল তারা 'বল হরি হরি!'
পশু পক্ষী তরুলতা,
যে তোমরা আছ যথা,
অচল অশনি সিন্ধু বিঘোরা শর্বরী,
প্রকৃতি অনন্ত কণ্ঠে 'বল হরি হরি!'
অপ্সর কিন্নর নর,
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
ভূলোক দ্যুলোকবাসী অমর অমরী,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব—'বল হরি হরি!'

২২শে অগ্রহায়ণ—১২৯২ সন,
জয়দেবপুর

কে আছে আমার?

১

কে আছে আমার?
এই যে বিশাল ধরা, কত রাজ্য দেশভরা,

কত জনপদ গ্রাম সংখ্যা নাহি তার!
কে আছে এ পৃথিবীতে ; এ দগ্ধ জ্বলন্ত চিতে,
একটু সান্ত্বনা দিতে কে আছে আমার?
এত দুঃখে মনস্তাপে, এত কাঁদি শোকে তাপে,
এত যে ভাঙিয়া গলা করি হাহাকার!
ভ্রূক্ষেপে চাহে না ফিরে, কেহই শোনে না কিরে?
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আহা কে আছে আমার?

২

কে আছে আমার, আমি একা-অসহায়,
দেখেছি আমার দুখে, দয়া নাই কারো বুকে,
একবিন্দু অশ্রুজল নাহি এ ধরায়!
দেখেছি খুঁজিয়া ধরা, শুধু নিষ্ঠুরতা ভরা,
একটু মমতা স্নেহ নাহি পাওয়া যায়!
খুঁজিয়াছি পৃথিবীরে, অস্থিমজ্জা শিরে শিরে,
প্রতি অণু পরমাণু রেণু কণিকায়,
একটু মমতা স্নেহ নাহি পাওয়া যায়!

৩

কে আছে আমার? আমি একা—অসহায়,
যেখানে সেখানে আছি, মরি মরি—বাঁচি বাঁচি,
সংসার, তোমার তাতে কিবা আসে যায়।
আমি যাই অধঃপাতে, ক্ষতি কি তোমার তাতে,
কাঁদে না তোমার প্রাণ পাষাণের প্রায়!
ভিখারি ভিক্ষুক বেশে, ফিরিতেছি দেশে দেশে,
পাই না একটু দয়া কাঁদিয়া কোথায়!
একটি স্নেহের ভাষা, একটুকু ভালোবাসা,
একটি নিশ্বাস দীর্ঘ,—হায়, হায়, হায়,
পাই না একটু দয়া কাঁদিয়া কোথায়!

৪

একাকী সংসারে আমি, কে আছে আমার?
ভাই-হারা বন্ধু-হারা, দেশ-ছাড়া লক্ষ্মী-ছাড়া,
এমন কপালপোড়া আছে নাকি আর?
আছে কি আমার মতো, জগতে দুর্ভাগা এত,
'আমার' বলিতে যার নাহি অধিকার?
এমন 'আমার হারা', কোথা আছে আমি ছাড়া,

বিরাট বিশাল বিশ্ব খুঁজে মেলা ভার!
সামান্য পথের ধূলি, হৃদয়ে লইতে তুলি,
সঙ্কুচিত হয় চিত্ত নাহি পারি আর!
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আহা কে আছে আমার?

৫

আমি যেন সংসারে কেহ কিছু নই;
জগতে কিছুতে মম নাহি অধিকার।
রবি শশী সমুদয়, এই যে উদয় হয়,
ঘুচাইয়া সকলের আঁখি অন্ধকার;
ইহারা আমার তরে, আলো দান নাহি করে,
কে আমি এ-সংসারের---আমি কোন্ ছার!
এই যে সমীর বহে, আমার লাগিয়া নহে,
তরু, তৃণ, ফল, শস্য ধরে না আমার!
তবু বেহায়ার মতো, ঘৃণায় লজ্জায় এত,
নিষ্ঠুর জগতে আছি, ধিক্ শতবার,
এত হেয় অবজ্ঞেয় জীবন আমার!

৬

কেন এ সংসারে আছি কার মমতায়?
শৃগাল কুক্কুর ভিন্ন, বান্ধব নাহিকো অন্য,
শকুনি গৃধিনী মম শেষের সহায়!
কাকের কর্কশ রবে, সান্ত্বনা পাইতে হবে,
এই মম পরিণাম হায়, হায়, হায়,
কেন এ সংসারে আছি—কার মমতায়?

৭

কোন্ কালে ছিঁড়িয়াছে ভবের বন্ধন
মিছে সে আশায় আছি, মিছে সে আশায় বাঁচি,
মিছে শুধু দেশে দেশে করি অন্বেষণ!
এই যে বিশাল ধরা, এত নরনারী ভরা,
একটি মিলিল কই মমতা তেমন?
এদেশে আছে কি তারা, পাপিষ্ঠ মানুষ ছাড়া?
দেবতা দৈত্যের দেশে তিষ্ঠে না কখন!
মিছে শুধু দেশে দেশে করি অন্বেষণ!

৮

মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই,
যারে দেখি তারে যেয়ে, শুধুই শুধাই গিয়ে,

তুমি কিরে জগবন্ধু জীবনের ভাই?
তুমি কি ভগিনী মম, প্রাণ হতে প্রিয়তম,
পূজনীয় দেবীসম আমি যারে চাই?
দেখিলে বালিকা মেয়ে মিছা কোলে করি যেয়ে,
প্রাণের প্রমদা বলে মিছে চুমা খাই।
কেহই বলে না কথা, কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা,
অনাদরে প্রাণমন পুড়ে হল ছাই!
একটুকু ভালোবাসা, একটি স্নেহের ভাষা,
এক ফোঁটা আঁখিজল কোথাও না পাই!
সত্যই এ বসুন্ধরা কেবলি রাক্ষস ভরা,
দয়ার সে দেবতারা এ জগতে নাই!
মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই!

৯

মিছামিছি নিশি দিশি করি অন্বেষণ,
দেখিয়াছি অনিমেষে, অনন্ত আকাশ দেশে,
উঠে কত রবি শশী গ্রহ তাবাগণ,
খুঁজিয়াছি পাতি পাতি, সে নব লাবণ্য ভাতি,
একটি সারদা নাহি মিলে কদাচন।
একটি ভগিনী ভাই, অনন্ত আকাশে নাই
একটি প্রমদা নাহি তোষে প্রাণমন!
ওঠে কত শশী তারা তরুণ তপন!

১০

মিছামিছি দিশি দিশি করি অন্বেষণ,
উপবনে শত শত, দেখেছি কুসুম কত,
কামিনী গোলাপ কুন্দ করবী কাঞ্চন!
দেখিয়াছি ফুলে ফুলে, কি মঞ্জরি কি মুকুলে,
সারদার স্নেহ-সুধা মিলে না তেমন!
ভগিনী ভাইয়ের মতো, ভালোবাসা নাহি ততো,
সামান্য সৌরভে নাহি জুড়ায় জীবন।
দেখিয়াছি সরোবরে, কমল কুসুম থরে
একটি প্রমদা নাহি ফোটে কদাচন!
মালতী মাধবী জাতি, সূর্যমুখী বেলী যুথি,
বকুল বান্ধুলী বক সেঁউতি রঙ্গন,
দেখেছি কুসুম কত, উপবনে শত শত,

একটি সারদা ফুল ফোটে না কখন।
দেখেছি বসন্ত কালে ভরা উপবন

১১

শুনেছি বসন্তকালে কোকিল-কূজন,
শুনিয়াছি শাখে শাখে, পাপিয়া দয়েল ডাকে,
শ্যামার সংগীতে বটে ভুলায় জীবন,
দেখিয়াছি যথা তথা, মৃত্তমরু মৃতলতা,
মঞ্জরি মুকুলে ফুলে জাগে উপবন।
কিন্তু এ পাখির গানে, সে সুধা পশে না প্রাণে,
সারদা প্রমদা সুধা ঢালিত যেমন!
ভগিনী ভাইয়ের ভাষা, মিটাইত যত আশা,
কলকণ্ঠে সে পিপাসা হয় না বারণ!
শুনেছি বসন্তকালে কোকিল কূজন!

১২

মিছামিছি দিশি দিশি ভ্রমি অকারণ,
দেখিয়াছি অন্বেষিয়া, অমর ভুবনে গিয়া,
দেবতা ছত্রিশ কোটি সুরবালাগণ,
অমর ঐশ্বর্যচয়, দেখিয়াছি সমুদয়,
দেখিয়াছি কুসুমিত দেব উপবন!
সারদা ভগিনী ভাই, প্রমদা সেখানে নাই,
অমর জানে না আহা মমতা তেমন।
দেখিয়াছি পরখিয়া, দেবতার সুধা দিয়া,
প্রাণের জ্বলন্ত জ্বালা নহে নিবারণ!
দেবতা জানেন আহা মমতা তেমন!

১৩

মিছামিছি দেশে দেশে কবি অন্বেষণ,
দেখেছি খুঁজিয়া স্বর্গ, মিলে বটে চতুর্বর্গ,
মিলে সুখ মিলে শান্তি অনন্ত জীবন!
দেখিয়াছি অন্বেষিলে, সালোক্য সাযুজ্য মিলে,
মিলে সে নির্বাণ মুক্তি করিলে সাধন!
কিন্তু সে ত্রিদিব ধামে, জনক জননী নামে,
দেবের দেবতা নাহি মিলে কদাচন!
কোথা সে পবিত্র ঠাঁই, কল্পনায় নাই পাই,
কোথা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব করিছে পূজন,
দেবের দেবতা তারা কোথায় এখন!

১৪

মিছামিছি দেশে দেশে করি অন্বেষণ,
ত্রিদিবেও নাহি যারা, বৃথা খুঁজি বসুন্ধরা,
কে আছে অমন মূর্খ আমার মতন?
শুধু এ দৈত্যের দেশে, মানব মানবী বেশে,
দানব দানবী আছে ভরিয়া ভুবন!
করুণা মমতা শূন্য, নাহি জানে পাপ পুণ্য,
পিশাচ রাক্ষসগুলা কাহার সৃজন?
মিছামিছি দেশে দেশে করি অন্বেষণ !

১৫

কেন এ সংসারে আছি, কার মমতায়?
শৃগাল কুক্কুর ভিন্ন, বান্ধব নাহিকো অন্য,
শকুনি গৃধিনী মম শেষের সহায়!
কাকের কর্কশ রবে, সান্ত্বনা পাইতে হবে,
এই মম পরিণাম—হায়! হায়! হায়!
কেন এ সংসারে আছি,—কার মমতায়?

৫ই ফাল্গুন—১২৯৩ সন,
শীতলপুর—বাগানবাটী

শ্মশান-সংগীত

কে বলে ভয়ের বাস ভীষণ শ্মশানভূমি,
যেখানে মিশিয়ে আছ প্রাণের প্রেয়সি তুমি!
যেখানে তোমারে গিয়ে, হৃদয়ে পাইব প্রিয়ে,
কে জানে তাহারে আহা কত ভালোবাসি আমি!
যেখানে তোমার কাছে, প্রাণের প্রমদা আছে,
মেয়ে নিয়ে খেল প্রিয়ে আদরে বদন চুমি!
জনক জননী যথা, ভগিনী মমতা লতা,
ডাকিছে লইতে কোলে 'এস বৎস! এস তুমি!'
ডাকিছে প্রাণের ভাই, 'এস দাদা! ভয় নাই,
আমরা সকলে আছি,—কেন গো একাকী তুমি?'
সুখ শান্তি যদি থাকে, যদি কোথা স্বর্গ থাকে,
তবে সে শ্মশানভূমি! তবে সে শ্মশানভূমি!

প্রজ্বলিত সে অনলে, শোক তাপ যাবে জ্বলে,
আনন্দ, অমৃত, প্রেম দিবে সে শ্মশানভূমি।

১২৯২ সন

স্মৃতি-সংগীত

আহা! গেল সে কোথায়?
এই যে আছিল বুকে, হাসিমাখা সোনামুখে,
এই যে এখনো তার দাগ দেখা যায়!
এই যে পড়েছে হাসি, এই যে সে সুধারাশি,
এই যে এখনো প্রাণ মাখা-মাখা তায়!
এই যে সে দেহগন্ধ, মোহময় মৃদুমন্দ,
এখনো এখনো যেন উছলে হিয়ায়।
এই যে এখনো কানে, বাজে সে ত্রিদিব তানে,
করুণ কোমল ভাষা হায়, হায়, হায়।
দেখি যেন কাছে কাছে, সে মূর্তি এখনো আছে,
নয়নে নয়নে যেন ভাসিয়া বেড়ায়!
চাহিতে পশ্চাৎভাগে, দেখি যেন যায় আগে,
কি জানি কেমনে আহা কোথায় মিশায়!
মলয় বাতাসে আসে, চাঁদের কিরণে ভাসে,
ফুলের সুরভি শ্বাসে বুকে আসে যায়!
আহা! গেল সে কোথায়?

১২৯২ সন

স্বপ্ন-সংগীত

রাগিণী পিলু বারোঁয়া— তাল কাওয়ালি

প্রিয়ে! কি তুমি এসেছিলে?
নহিলে অমৃত হেন প্রাণে কে পশিলে?
কাল রেতে দু-পহরে, দেখিনু ঘুমের ঘোরে,
গভীর নিশীথে সেই সবে ঘুমাইলে,
কে যেন আসিয়া হায়, বসি মোর বিছানায়,

কানে কানে কি কহিয়া ঘুম ভেঙে দিলে!
ঠিক তব রূপরাশি, তোমারি মতন হাসি!
চকোর চঞ্চল হয় সেও লো হাসিলে!
ধবল বসন পরা, বেলি-বাস গায় ভরা,
আঁধারে আলোক হয় সেও দেখা দিলে!
সরলা তোমারি মতো, লাজে আঁখি অবনত,
পরান কাড়িয়া নেয় একটু চাহিলে!
সুন্দর গোলাপি গাল, তোমারি মতন লাল,
জানি না বিধাতা জানি কিসে বানাইলে!
হাসিয়া সে সোনামুখে ঢলিয়া পড়িল বুকে,
গলিয়া অমৃত ধারা পরানে পশিলে!
সরলা! সত্যই কাল তুমি এসেছিলে?

১১ই শ্রাবণ, ১২৮৯ সন
ময়মনসিংহ

সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেবের নৃত্য

"মহাদেবঃ সতীদেহং স্কন্ধে নিধায় নৃত্যতি।"

১

এমন, সুন্দর নাগর কে হে?
প্রেমে ঢল ঢল, প্রেমেই বিহ্বল,
পরান পাগল স্নেহে!
স্কন্ধ বিলম্বিনী, প্রিয় প্রণয়িনী,
যেন, প্রেমের প্রবাহ দেহে!
এমন, উদার প্রেমিক কে হে?

২

প্রেমের ধেয়ান, প্রেমের গেয়ান,
প্রেমিক তাপসবর,
তাধিয়া তাধিয়া, শিঙা বাজাইয়া
বড় সুন্দর নাচিছে হর!
পিশাচ ভূত প্রেত অযুত,
বাজায় ডমরু গাল,

বিকট রঙ্গে, প্রমথ সঙ্গে,
নাচিছে তাল বেতাল!
বিশ্ব প্রেমিক, পিনাকধৃক্,
পঞ্চমে ধরিছে তান,
উথলে রুদ্র স্বর সমুদ্র,
প্রথমে গাহিছে গান!
বিকট দম্ভে, ধরণী কম্পে,
ক্ষুব্ধ চরণ ভরে,
নাহিকো শব্দ, সমীর স্তব্ধ,
বাসুকি কাঁপিছে ডরে!
এমন, প্রেমের পাগল কে হে?

৩

প্রেমে ঢল ঢল, রক্ত উজ্জ্বল,
ঊর্ধ্ব নয়ন দ্বয়,
বিশ্ব দাহ, বহ্নি প্রবাহ,
ললাট ভাসায়ে বয়!
বিরহ কঙ্কাল, গলে অস্থি মাল,
দুলিতেছে দলম্মল,
মহা কালকূট, কলঙ্ক গরল,
করেছে কণ্ঠের তল!
পর উপহাস, পরা দিক্‌বাস
লজ্জায় কেহ না চায়,
মাথার উপর, গর্জে বিষধর,
ভ্রুক্ষেপ নাহিকো তায়!
রূপ রুদ্রাক্ষে রুদ্র কটাক্ষে,
লুপ্ত কলুষ মোহ,
জ্ঞান চৈতন্য প্রেমিকের জন্য,
নেত্রে গলিত লোহ!
প্রেম প্রশান্তি, বিনোদ কান্তি,
অকলঙ্ক শশধর,
শোভিছে কপালে, স্নিগ্ধ কর জালে,
জগৎ উজ্জ্বলতর!
স্বার্থ, সুরতি, ভস্ম বিভূতি,
রঞ্জিত সুন্দর কায়,
শিরে, প্রেমেরি গঙ্গা, চল তরঙ্গা,
ত্রিলোক উদ্ধারি ধায়!

এ নব বেশ, ভোলা মহেশ,
প্রেমের রজত রবি,
প্রণয় মগ্ন, হৃদয় ভগ্ন,
আদরে বন্দিছে কবি!

৪

এমন, প্রেমের পাগল কে হে!
নাহি দিন রাত, নাহি শীত রাত,
সুস্থান কুস্থান জ্ঞান,
নাচিয়া গাইয়া, শিঙা বাজাইয়া
পাগল করিল প্রাণ।
আপনি মাতিল, পরে মাতাইল,
কি জাদু করিল হর,
আকাশ পাতাল, সকলি মাতাল,
দেবতা গন্ধর্ব নর!
বাজে রুদ্র তাল মত্ত মহাকাল,
মুগ্ধ জগৎ নাচে,
ছাড়িয়া যে যাহার, ছুটিল সংসার,
পাগল ভোলার পাছে!
সমীর ধায় হু হু, বজ্র গর্জে মুহুঃ,
বিজলি চলিল হেসে,
তারকা কোটি কোটি, করিছে ছুটাছুটি,
আকাশে উন্মত্ত বেশে!
গ্রহ উপগ্রহ, ভ্রমিছে অহরহ,
চৌদিকে সর্বদা তার,
বসন্ত ঋতু ছয়, মুগ্ধ হৃদয়,
মাস পক্ষ তিথি বার!
ছুটিছে নদীকূল, করিয়ে কুল্ কুল্,
গাইয়া প্রেমের গান,
নীরধি প্রেমাকুল, নিরখি সে অকূল
আহ্লাদে ডাকিছে বান,
শ্যামল তরুদল, লইয়ে ফুলফল,
অঞ্জলি করিয়ে আছে,
লতিকা পুষ্পবতী, উদার প্রেমে সতী,
তুলেছে ভোলার নাচে!
কোকিলা করে গান, পাপিয়া ধরে তান,
শ্যামা সুন্দর ভাবে,

খঞ্জন শিঞ্জিবধু,		নাচে মৃদুমৃদু,
তাহারি প্রেম বিলাসে!
স্বর্গে দেবগণ,		পাতালে নাগগণ,
মর্ত্তে মানবচয়,
তুলিয়া ঊর্ধ্বে হাত,		গাহিছে এক সাথ,
'জয় প্রেমেরি জয়।'
বাজিছে রুদ্রতাল,		নাচিছে প্রেতপাল,
চিত্ত প্রেমেতে লয়,
গলিত শব গন্ধে,		পিশাচ মহানন্দে,
গাইছে প্রেমেরি জয়!
প্রেমেরি সুধা স্বাদে,		প্রেমেরি প্রসাদে,
হয়ে হর মৃত্যুঞ্জয়,
তুলিয়া ঊর্ধ্বে হাত,		গাহিছে বিশ্বনাথ,
'জয় প্রেমেরি জয়!'
নিঃস্বার্থ প্রেমে তার,		কাম ছারখার
হৃদয় বৈরাগ্যময়,
সেই নিষ্কাম প্রেম ছবি,	নিরখি গায় কবি,
'জয় প্রেমেরি জয়।'

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০ সন
কলিকাতা

বসন্ত-পূর্ণিমা

আ ছি ছি, শশধর, অত কেন হাসি?
একটু থাম না ভাই, আর কি সময় নাই,
স্বর্গের দেবতা কিহে এতই বিলাসী?
বসন্তের হাওয়া খাওয়া, নিশিতে বেড়াতে যাওয়া,
তোমার এ বাবুগিরি নাহি ভালোবাসি!
অই দেখ কত তারা, বালিকা রূপসী যারা,
পলাইছে তব ডরে পাড়ার পড়শি।
আকাশের ক্ষুদে মেয়ে, কি বলিবে ঘরে যেয়ে,
ভেঙেছে আছাড় খেয়ে কাঁকের কলশি।
আ ছি ছি! শশধর, অত কেন হাসি?

বোঝ না যে ভাই তুমি অই বড় দুখ,
পথেঘাটে একা পেয়ে, গৃহস্থের বউ মেয়ে,
কে থাকে অমন চেয়ে নিলাজ্জ কামুক?

*　　　*　　　*

খেলে কি লাজের মাথা, আ ছি, শোন না কথা,
এখন রাখিয়া দাও তামাসা কৌতুক,
বোঝ না যে শশধর অই বড় দুখ।

৩

আ ছি ছি! শশধর, অত কেন হাসি?
বহুদিন হতে ভাই, ফিরিয়া ফিরিয়া যাই,
বলিতে একটি কথা প্রতিদিন আসি!
বলিতে পারি না নিতি, এ তোমার কি যে রীতি,
শোন না কাজের কথা শুধু হাসাহাসি!
না লও কিছুর তত্ত্ব, সদা আছে উন্মত্ত,
মানব হইতে যেন ভোগ অভিলাষী!
আসে কি সত্যই হায়, দক্ষিণ মলয় বায়,
তোমার গায়ের গন্ধ পরিমল রাশি?
মাখিয়াছ পমেটম্, লেভেন্ডার ডি-কলন্,
বাঙালি বাবুর মতো তুমিও বিলাসী?
হেমময়ী তারাগুলি, রূপের বাজার খুলি,
মিলেছে মেলায় ওকি পারিসে রূপসী?
আকাশের আকবর, তুমি কিহে শশধর,
আজি তব খোশ্‌রোজ নিশি পৌর্ণমাসী?
আ ছি ছি! শশধর অত কেন হাসি?

৪

কি লাগিয়া অত হাসি হাস শশধর?
লাজ নাই লজ্জা নাই, ছি ছি লাজে মরে যাই,
বড়ই নিলাজ ভাই তুমি সুধাকর!
গৃহস্থ মেয়ের কাছে, অত কি হাসিতে আছে,
স্বর্গের দেবতা কি হে এতই বর্বর?
শশাঙ্ক, তোমারে নরে, বৃথা নিন্দা নাহি করে,
চির কলঙ্কীর বল কলঙ্কে কি ডর?

৫

আ ছি ছি। অত হাসি কেন শশধর?
পাষাণ বাঁধিয়া বুকে, হাস তুমি কোন্ সুখে,
মর্ত্তের মানব আমি চক্ষের উপর।
দুঃখ দরিদ্রতা ভরা, দেখ নাকি বসুন্ধরা,
নানা রোগে শোকে হেথা ক্লিষ্ট কলেবর!
কাঁদে কত পুত্রহীনা, ভগিনী সোদর বিনা,
দিবানিশি বিধবার নয়ানে নির্ঝর!
বিড়ম্বিত মোব মতো, আছে হতভাগ্য কত,
প্রাণভরা ধু-ধু করে মরু ভয়ঙ্কর!
হায় হায় কত পাপে, বর্ষে অশ্রু অনুতাপে,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে কত নারী নর।
ইহা দেখিয়া নিত্য হয় না ব্যথিত চিত্ত,
বসন্তের হাওয়া খেয়ে বেড়াও নাগর?
কঠিন শিলার সম, প্রাণ তব নিরমম,
ধিক্ দেবতার নামে ওহে শশধর!
নির্ম্মম দানব মতো, দৃক্‌পাত নাহি ততো,
দুয়ারে দরিদ্র মরে ক্ষুধায় কাতর!
ধিক্ তব দেবনেত্রে ওহে শশধর!

৬

বল শশি, বল শুনি হাস কোন্ প্রাণে?
ঘৃণা লজ্জা ঈর্ষা দ্বেষ, পাতকের একশেষ,
চৌর্য হত্যা দস্যুবৃত্তি নিয়ত যেখানে,
ভগিনী ভ্রাতার সনে, কথা কয় পাপ মনে,
প্রবঞ্চিত করে জায়া প্রেম প্রতিদানে,
নরের সে অধোগতি, নিরখিয়া নিশাপতি,
সত্যই করুণা কিহে হইল না প্রাণে?
হৃদয় বেঁধেছ হায় এমনি পাষাণে?

৭

কি করে কঠিন এত হলে শশধর?
আহা-হা ভারত-ভূমি, কি করে দেখিয়া তুমি,
ধৈরয ধরিয়া আছ, কাঁদে না অন্তর?
যে দেশের বসুন্ধরা, গোলকুণ্ডা হীরা ভরা,
বহিছে কনক-রেণু পর্বত-নির্ঝর!
যে দেশে তোমার মতো, ওঠে শশী শত শত,

ইন্দিরা অমৃত সহ মথিলে সাগর!
যে দেশে শ্মশান-ভস্মে, সুন্দর সবুজ শস্যে,
হেমন্তে এখনো হাসে দিগন্ত প্রান্তর!
সেই দেশে হায় হায়, সন্তান চিবায়ে খায়,
ক্ষুধার্ত জননী নিত্য পূরিতে উদর!
বল শুনি কোন্ প্রাণে, চেয়ে সে মায়ের পানে,
কি করিয়া এত হাসি হাস শশধর,
নর দুঃখে অমর কি হয় না কাতর?

৮

সত্যই ভারত দেখে কাঁদে না কি প্রাণ?
অযোধ্যার রাজগৃহে, সত্যই কখনো কিহে,
এক বিন্দু অশ্রুজল করনি প্রদান?
কখনো কি কুরুক্ষেত্রে, দেখনি সজল নেত্রে,
আপনার বংশ ধ্বংস—সন্তান শ্মশান?
সত্যই দেখিয়া শশি কাঁদেনি কি প্রাণ?
যে দেশের বীর নারী, বর্ম চর্ম অসি ধরি,
বণরঙ্গে রণচণ্ডী করেছে সংগ্রাম,
অস্ত্রের বিধির ডরে, সেই দেশে শোভা করে,
তালপত্র তরবারি কালীর কৃপাণ'
যে জাতির পদভরে, বাসুকি কাঁপিত ডরে,
অদ্যাপিও ভূমিকম্পে ধরা কম্পমান,
তাহাদেরি আজ হায়, পদাঘাতে প্রাণ যায়,
শৃগাল শঙ্কায় কাঁপে সিংহের সন্তান!
কিসে ইহা দেখি শশি, হাসিতেছ অত হাসি,
এতই কি অমরের হৃদয় পাষাণ,
পতিত ভারত দুঃখে নাহি কাঁদে প্রাণ?

৯

নাহি কাঁদে না কাঁদুক—কিন্তু শশধর,
জিজ্ঞাসি কথাটি সেই দাও না উত্তর?
শুনেছি লোকের কাছে, তোমার হে সুধা আছে,
সুধার আকর নাকি তুমি সুধাকর?
যে সুধায় মরা বাঁচে, তাই কি তোমার আছে,
জিজ্ঞাসি সরল মনে দাও না উত্তর?
যে সুধায় ওহে সোম, বাঁচিল গিরিশ রোম,
সেই সুধা আছে নাকি ওহে শশধর,
নীরবে রহিলে কেন—দাও না উত্তর?

১০

মিছা কথা—প্রবঞ্চনা!
কিছুতে বিশ্বাস মম হয় না কখন!
তুমি সুধাকর সেই সুধা প্রস্রবণ!
তোমার (ও) কৌমুদী হাসি, সঞ্জীবনী সুধারাশি,
স্পর্শিলে শবের অঙ্গ লভে সে জীবন,
প্রাণ ভরা যে দুর্ভোগ, অধীনতা মহারোগ,
তব ও কিরণ স্পর্শে করে পলায়ন।

১১

শশধর!
যদি তাই সত্য হবে, তা হলে কি আর,
সোনার ভারত এত হ'ত ছারখার?
নিত্য হাস এত হাসি, ছড়াও কৌমুদী রাশি,
অমৃতে ছাইয়ে ফেল কানন কান্তার!
কোথা সে কোশল দেশ, ইন্দ্রপ্রস্থ ভস্মশেষ,
জাগিল না এ জনমে জাঠ মাড়বার!
এই যে ভারত ভরা, শশধর! এত মরা,
এত চিতা ভস্মরাশি এত পোড়া হাড়,
কে বাঁচিল—কই, কই, বল শুনে সুখী হই,
জাগিল কি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পুনর্বার?
মৃত কি জাগিল কেহ অমৃতে তোমার?

১২

আ ছি ছি!
তবে কেন অত হাসি হাস শশধর?
জ্ঞানহীন লজ্জাহীন মূর্খ তুমি চিরদিন,
সুধা নাই তবু ধর নাম সুধাকর ;
দেবতার ভোগ্য যাহা, চণ্ডালে দিয়াছ তাহা,
ভাবিতে পারি না, চিত্ত কাঁপে থর থর!
এখন তোমারি বলে, তোমারে গ্রাসে কবলে,
প্রবঞ্চক ধূর্ত রাহু কৃতঘ্ন পামর!
সে চণ্ডাল স্পর্শে হায়, আরো দেখ শুভ্রকায়,
মেখেছ কলঙ্ক কালি কত শশধর,
ছি! ছি! ছি! তথাপি হাস নিলাজ অমর?

১৩

যাও তুমি দূর হও,
ভারত আকাশে এসে উঠিয়ো না আর,
মিলে সব ভাই ভাই, সিন্ধু বঙ্গ একঠাই,
যদি শক্তি থাকে তবে ফিরে পুনর্বার,
উত্তোলিব নবশশী মথি পারাবার!
যে সুধায় বাঁচে মরা, সে বিধু সে সুধা ভরা,
সৌভাগ্য পূর্ণিমা দিনে হাসিবে আবার,
বিনা শিব সুদর্শনে রাহু দুরাচার!
মৃত এ কৌমুদী রাশি, এ হইতে ভালোবাসি,
অমা রজনীর সেই ঘোর অন্ধকার,
সুধাশূন্য সুধাকর হাসিয়ো না আর।

১৮ই মাঘ, ১২৯১ সন
ময়মনসিংহ

আমি তোমার

১

শান্তিময় ঈশ্বর! প্রেমময় ঈশ্বর!
দীনবন্ধু! দীননাথ!
সংসারের এই পাপের পরানে,
স্বর্গীয় শিশির শীতল তোমার,
করহে করুণা নয়ন পাত!

২

জানি না কেন যে হৃদয় এমন,
উদাস উদাস করে,
আশার আলোক নিবিয়ে গিয়েছে,
অনন্ত কালের তরে!
সংসার আমার অনলে বেড়া,
সংসার আমার কণ্টকে ঘেরা,
সংসার আমার বিষের সাগর,
অনন্ত উষর ভূমি,
স্বর্গীয় শীতল করুণা তোমার,

বিশল্যকরণী করুণা তোমার,
মৃতসঞ্জীবনী করুণা তোমার,
অশ্রুপ্রবাহিণী করুণা তোমার,
করহে করুণা,—আমিও তোমার—
করুণা-সাগর তুমি!

৩

'আমি তোমার!'
নিঃশঙ্কপ্রাণে, নির্ভয়প্রাণে, মুক্তকণ্ঠে,
প্রাণ ভরিয়া, মন ভরিয়া, হৃদয় ভরিয়া,
আবার আজি তোমায় বলিলাম,
'আমি তোমার!'
শান্তিময় ঈশ্বর! প্রেমময় ঈশ্বর!
নিষ্ঠুর পাষাণ মানুষের মতো,
করিয়ো না ইহা অস্বীকার!

৪

নাথ!
সংসারে কেহই চাহে না কাহারে,
সাধিয়াছি কত ভাসি অশ্রুধারে,
নিষ্ঠুর সংসার,
দেয়নি আশ্রয়, লয়নি আমার
এই আত্ম-উপহার!
নহে এক দিন, নহে দুই দিন,
কত সাধিয়াছি সবে করে ঘৃণা,
অনেক সয়েছি আর তো পারি না,
দেও হে আশ্রয় প্রাণেশ আমার,
লও হে পাপীর আত্ম-উপহার,
লও নাথ একবার,
'আমি তোমার!'

৫

জীবনাধার!
জননী করে না হৃদয়ে গ্রহণ,
সহোদর করে কত অযতন,
সঁপিয়াছিলাম যারে প্রাণমন,
ঘৃণা করে সেই সুহৃদ সুজন,
ফিরিয়া চাহে না একবার!

দিয়েছি প্রাণের কপাট খুলিয়া,
দিয়েছি আহ্লাদে দু-হাতে তুলিয়া,
হৃদয়েব এই উপহার!

৬

প্রাণেশ!
কৌমুদী বসনা যামিনীরে কত,
বলিয়েছি নিশি, আমি তোমার!
রজত কুসুম হাসি শশধরে,
বলিয়েছি শশি আমি তোমার!
মণিময় জ্যোতি তারকা সুন্দরে,
বলিয়েছি কত আমি তোমার!—
জ্যোছ্না মাখানো ফুল্ল কুমুদীরে,
বলিয়েছি কত আমি তোমার!
কেহই তো নাথ করে না গ্রহণ,
পাপের উচ্ছিষ্ট দগ্ধ প্রাণমন,
হৃদয়ের এই উপহার!

৭

তরুণ অরুণে প্রভাত সময়,
অমল কমলে—পরিমলময়,
স্বচ্ছ সরসীরে—সরল হৃদয়,
বলিয়েছি কত আমি তোমার!
শিশির মাখানো কত কামিনীরে,
কুসুম রূপসী চামেলী বেলীরে,
উপবন শোভা গোলাপ কলিরে,
বলিয়াছি কত আমি তোমার।
অনন্ত উন্নত গিরি হিমালয়ে,
রজত সলিল নির্ঝর নিচয়ে,
নব পল্লবিত তরুলতাগণে,
শ্যামল সুন্দর চারু উপবনে,
মৃদুল বাহিত মঙ্গল অনিলে,
শ্যামা বুল্‌বুল্‌ দয়েল কোকিলে,
হেমন্তে বসন্তে শিশিরে শরদে,
আঁধারে আলোকে তড়িতে নীরদে,
বলিয়াছি কত আমি তোমার!
সবাই আমারে করে নাথ ঘৃণা,
অনেক সয়েছি, আর তো পারি না,

দেও হে আশ্রয় প্রাণেশ আমার,
লও তবে নাথ প্রীতি পারাবার,
হৃদয়ের এই উপহার
'আমি তোমার!'

৮

নাথ!—সাগরে যেমন নদ নদীচয়,
কেহ কর্দমাক্ত কেহ স্বর্ণময়,
ঢালিছে জীবন; তেমনি হৃদয়,
তোমাতে মিশাব, করুণাসাগর তুমি!
বড়ই সরল নীল পারাবাব,
বড়ই তাহার হৃদয় বিস্তার,
সকলে সমান আদর তাহার,
তেমনি তুমিও করহে গ্রহণ,
যদিও
আবিল জীবন প্রবাহ আমার,
প্রবাহি পাপের পঙ্কিল ভূমি!
নিরাশ্রয় এই জীবন আমার,
সাগরের তৃণ কূল নাই আর,
চারি দিকে দেখি মহা অন্ধকাব,
চারি দিকে দেখি অকূল পাথার,
কোথা হে জীবনাধার!
কোথা শান্তিময় প্রিয় প্রাণেশ্বর,
দেখ ভয়ে কত কাঁপিছে অন্তর,
তোল করুণার প্রসারিয়ে কর,
বাঁচাও জীবন,—আমি তোমার!

১২৮৬ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

কুঙ্কুম

"কুঙ্কুম-পঙ্ক-কলঙ্কিত-দেহা।"

কে আর তোমারে ভালোবাসিবে কুঙ্কুম?
আশা, চিন্তা, সুখ—সব, যত কিছু—অভিনব,
দেশময় নূতনের জবর জুলুম!
যাহারা পুরানো দল, সকলেই বেদখল,
নাহি আর আগেকার সে ভারত ভূম!
তোমারো সে দিন নাই, কপালে পড়েছে ছাই,
কামিনী কৌতুকে পরে 'ক্যানেঙ্গা' কুসুম!
লেভেন্ডার ম্যাকেসার, সুইট্ ব্রায়ার্ ওয়াটার,
পাউডার এসেন্সের মহা মরসুম!
কে আর তোমারে খোঁজে? প্রমত্ত অট.-ডি.-রোজে,
পারফিউমের দেশে পড়িয়াছে ধুম!
সর্বথা বিলাতি গন্ধ, ভারত করেছে অন্ধ,
কে আর তোমার ভালোবাসিবে কুঙ্কুম?

১১৯৮ সাল

রমণীর মন

রমণীর মন,
কি যে ইন্দ্রজালে আঁকা, কি যে ইন্দ্রধনু ঢাকা,
কামনা-কুয়াশা মাখা মোহ-আবরণ,
কি যে সে মোহিনীমন্ত্র রয়েছে গোপন!
কি যে সে অক্ষর দুটি, নীল নেত্রে আছে ফুটি,
ত্রিভুবনে কার সাধ্য করে অধ্যয়ন?
কত চেষ্টা যত্ন করি, উলটি পালটি পড়ি,
কিছুতে পারি না অর্থ করিতে গ্রহণ!

কি যে সে অজ্ঞাত ভাষা, দেব কি দৈত্যের আশা,
ঝলকে ঝলকে যেন করে উদ্‌গিরণ!
অতি ক্ষুদ্র দুই বিন্দু, অকূল অসীম সিন্ধু
উথলি উঠিছে তাহে প্রলয় প্লাবন!
ত্রিদিবের সুধা নিয়া, ধরণীর ধূলা দিয়া,
রসাতল নিঙারিয়া করিয়া মিলন,
ঢালিয়াছি কত ছাঁচে, মৃত্তিকা কাঞ্চন কাচে,
পারিনি তেমন আর করিতে গঠন,
রমণীর মন!

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সাল
কলিকাতা

গোলাপ

১

চাহি না গোলাপ! তোরে চাহি না রে আর,
বড়ই বিঁধেছে প্রাণে কণ্টক তোমার!
আজো সে মরম গত, আজো সে প্রাণের ক্ষত
শুকায়নি, ঝরিতেছে সদ্য রক্ত তার,
হৃদয় শতধা ছিন্ন কণ্টকে তোমার!

২

চাহি না গোলাপ তোরে চাহি না রে আর,
ভুলেও যাব না আর নিকটে তোমার!
হৃদয়ের স্তরগত, প্রাণের লুকানো ক্ষত
প্রাণেই লুকায়ে রাখি বেদনা তাহার।
বলি না কাহারো কাছে হৃদয়ে যে ব্যথা আছে,
কে চিনে এ হৃদ্-রোগ—এত জ্বালা যার,
কে জানে গোলাপ কাঁটা ফুটেছে আমার!

৩

গোলাপ! তোমারে ভালোবাসিব না আর,
থাকুক মধুর হাসি, থাক্ শত রূপরাশি,
চাহি না ও মধুময় সুবাস তোমার!
থাক ফুটে কাঁটা গাছে, যার ফুল তার কাছে,
প্রাণের অধিক ভালোবাসুক সে তার!

তব রূপ অদ্বিতীয়, হৌক জগতের প্রিয়,
উড়িয়ে পড়ুক অলি হাজার হাজার!
অনিল তোমারে নিয়ে, সোহাগ করুক গিয়ে,
আমি তো যাব না কাছে—কি বেদনা তার,
সে কি জানে প্রাণে কাঁটা ফোটে নাই যার?

৪

গোলাপ! তোমারে ভালোবাসিব না আর,
আমার সে বন-যুঁই, হৃদয়ে লুকায়ে থুই,
কিছুই বিঁধে না প্রাণে—কাঁটা নাই তার!
সে ক্ষুদ্র হৃদয় তলে, বিন্দুমাত্র পরিমলে
এমন শীতল করে পরান আমার!
শীতল মধুর হাসি, শীতল সে রূপরাশি
নয়ন-শীতল-আলো বন-যূথিকার
অই ক্ষুদ্র বুক টুকে, মধুভরা মুখে-মুখে,
হইলে একটু উনা দুনা বাড়ে তার,
গোলাপ! তোমারে ভালোবাসিব না আর!

৫

গোলাপ! তোমারে ভালোবাসিব না আর,
শতগুণে ভালো অই যূথিকা আমার!
যেমন পরান নেয়, তেমনি ফিরায়ে দেয়,
ভাঙে না চোরে না প্রাণ হাতে গেলে তার!
তুমি রে গোলাপ ফুল, যত যন্ত্রণার মূল,
দেও না অক্ষত প্রাণ পেলে একবার!
হৃদয় শত ছিন্ন কণ্টকে তোমার।

৬

গোলাপ! তোমারে ভালোবাসিব না আর,
শতগুণে ভালো অই যূথিকা আমার!
রূপে আলো করি তুমি, উজল বাগানভূমি,
উন্নত প্রাচীর আঁটা বেড়া চারি ধার,
লুকায়ে ছাপিয়ে যাই, তবু না দেখিতে পাই,
বিমুখ হইয়ে আসি গিয়ে কত বার!
কিন্তু অই যুঁই ফুল, প্রেম-প্রস্রবণ-মূল,
উছলে হৃদয়-কেন্দ্রে বেগে অনিবার,
দিবানিশি নাহি ভেদ, ভালোবাসা অবিচ্ছেদ
হৃদয়ে লাগিয়ে থাকে সতত আমার!
গোলাপ! তোমারে ভালোবাসিব না আর!

গোলাপ! তোমারে ভালোবাসিব না আর,
আছে তো কামিনী ফুল, মালতী বেলী বকুল,
বাগান করিছে আলো রূপে সবাকার!
আরো আছে শত শত, সুন্দর কুসুম কত,
সকলের চেয়ে বেশি ঠমক তোমার।
তারা তো এমন নয়, সবে কোমলতাময়
সকলে খসিয়া পড়ে লাজে আপনার!
যখন তখন যাই, অমনি দেখিতে পাই,
ছলনা চাতুরী নাই হৃদয়ে কাহার!
এমন সরল তারা, তুমি রে গরলধারা,
গড়ায়ে পড়িছে গায় গরিমা তোমার!
আমার ও যুঁহি ফুল নাহি তার সমতুল,
সকলের চেয়ে বেশি সরলতা তার,
সুখে দুখে সদা হাসি, তাই তারে ভালোবাসি
দিখিলে ছুটিয়ে আসে হৃদয়ে আমার!
গোলাপ! তোমারে ভালোবাসিব না আর!

৮

না-না-না!

পারি না ভালো না বেসে, পারি না রে আর,
গোলাপ, তোমারে ভালোবাসিব আবার!
যদি নাহি ভালোবাসি, পোড়ে প্রাণ দিবানিশি,
হৃদয়ে জ্বলিতে থাকে চিতার অঙ্গার!
এ অনল নিবাইতে, এ প্রাণে প্রবোধ দিতে,
গোলাপ! তোমারে ভালোবাসিব আবার!

৯

গোলাপ! তোমারে ভালোবাসিব আবার!
কণ্টকে-কণ্টকে যদি, চিরে প্রাণ নিরবধি,
এ হতে তবুও ভালো যন্ত্রণা তাহার!
দিয়েছি পাতিয়ে বুক, সে কণ্টক বিষমুখ
আমূল হৃদয়তলে বিঁধুক আমার!
ভালো না বাসিলে তোরে, মরি যে যাতনাঘোরে,
কে বুঝে সে হৃদয়ের যাতনা অপার?
গোলাপ! তোমারে ভালোবাসিব আবার।

১০

গোলাপ! তোমারে ভালোবাসিব আবার?
চাহি না কামিনী ফুল, চাহি না বেলী বকুল,
ছার সেই বন-যুঁই নিছনি তোমার!
কে লাগে রে তোর কাছে, তোর কি তুলনা আছে?
ভূতলে অতুল তুই পারিজাত হার!
হাজার সুন্দর হৌক, হাজার সুবাস রৌক,
তবুও কামিনী ভালো লাগে না আমার,
গোলাপ! তোমারে ভালোবাসিব আবার!

১২৮৫-৮৬ সাল
জয়দেবপুর

কি হল আমার?

১

আহা, কি হল আমার?
ছিল যে হৃদয় মম, নির্মল দর্পণ সম,
অকলঙ্ক—অতি স্বচ্ছ—অতি পরিষ্কার!
কোন চিন্তা কোন দিন, করে নাই বিমলিন
এমন গভীর ঘন গাঢ় অন্ধকার!
কোনদিন এত বেগে, গর্জে নাই মেঘে মেঘে,
এত বজ্রে ভাঙে নাই এ হৃদয় আর,
আহা, কি হল আমার?

২

আহা, কি হল আমার?
বুঝিয়া বুঝি না যেন, কি হল কি হল কেন,
পরানে পড়িল এসে ছায়াখানি কার!
কার এ বিশাল ছায়া, কার এ বিরাট কায়া,
দেব কি দানবমায়া বুঝি না তাহার!
সমস্ত হৃদয় জোড়া, বুকভরা আগাগোড়া,
ঢাকিয়া ফেলেছে বিশ্ব জগৎ সংসার!
আহা, কি হল আমার?

৩

কি হ'ল আমার? আমি দেখি না আমারে
সমস্ত হৃদয়রাজ্য ভরা দেখি তারে!
নাহি প্রাণ নাহি মন, কত করি অন্বেষণ,
ডুবিয়া গিয়াছি তার ছায়া-অন্ধকারে!
যে দিকে যে দিকে চাই, চন্দ্র নাই সূর্য নাই,
তাহারি প্রতিমা মাখা যারে দেখি তারে!
কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিল আমারে?

৪

কার ও মধুর মুখ বিধুর শোভায়,
পূর্ণিমার রেতে ফোটে আকাশের গায়?
করি ও নয়ন বাঁকা, কমলে রয়েছে আঁকা,
অমর অমৃত মাথা স্নেহ-মমতায়?
জ্বলন্ত হৃদয়ে মম, শীতল চন্দন সম
সরস পরশ কার বহে মলয়ায়?
কে গো এ আকুল প্রাণে, শ্যামা কোকিলার গানে,
মধুর মদিরা ঢালে সংগীত সুধায়?
সায়াহ্ন মধ্যাহ্ন কিবা, কিবা নিশি কিবা দিবা,
পর্বতে পাষাণে বনে তরু লতিকায়,
ক্ষুদ্র শিশিরের বিন্দু, অকূল সমুদ্র সিন্ধু,
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ভরা কাহার ছায়ায়?
কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিল আমায়?

৫

কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিয়াছে প্রাণ?
সশঙ্কে সভয়ে হায়, এত যত্নে কার পায়
আপনি সাধিয়া দিছি আত্ম-বলিদান?
মনের মহত্ত্ব যত, দিয়াছি জন্মের মতো,
ভুলিয়া গিয়াছি হায় মান-অপমান।
কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিয়াছে প্রাণ?

৬

কে গো দেবি! হৃদয়ের রাজরাজেশ্বরী,
পাতিয়াছ সিংহাসন, আচ্ছাদিয়া প্রাণমন,
মৃত এ আশারে হায় শবাসন করি?
এ দগ্ধ শ্মশান-দেশে, এই ভস্ম-অবশেষে

কে গো এ অনল মাখা আনন্দ-লহরী?
কি আছে কি দিব আর, দেবযোগ্য উপহার,
যাও এ শ্মশানরাজ্য যাও পরিহরি!
যাও এ সরল বুকে সর্বনাশ করি!

৭

যাও সর্বনাশ করি, নাহি পারি আর
এমন আগ্নেয়ীমূর্তি পূজিতে তোমার!
সশঙ্কে আতঙ্কে ত্রাসে, এত উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে,
এত অশ্রুজল আর এত হাহাকার,
পারি না পারি না হায়, নিত্য এত লাঞ্ছনায়,
অর্পিতে চরণে হেন পূজা-উপহার!
পারি না আগ্নেয়ীমূর্তি পূজিতে তোমার!

৮

আনন্দ উল্লাসময় সরল হৃদয়,
নাহি ছিল কোন চিন্তা, নাহি ছিল ভয়!
আপনি আপন মনে, সমস্ত হৃদয়সনে,
আপনি বেসেছি ভালো আপন হৃদয়!
পরানে লাগেনি দাগ, করি নাই আত্মত্যাগ,
করিনি শান্তির সনে অশ্রু বিনিময়!
কিন্তু আজি কার ছায়া, কার এ বিরাট কায়া,
কার এ বিশাল মূর্তি জ্যোতি-র্মণিময়!
এত দয়া এত স্নেহ, কার এই দেব দেহ,
লইল হৃদয়রাজ্য করি পরাজয়!
কার এ বিশাল ছায়া গ্রাসিল হৃদয়?

২০শে ভাদ্র, ১২৯৩ সাল
জয়দেবপুর, ঢাকা

দেখিলাম কই?

১

দেবি! দেখিলাম কই?
কপোলে কুন্তলচূর্ণ, অধর অমৃতপূর্ণ,
নয়নে করুণা মাখা সুন্দর বড়ই!

ললাটে লাবণ্য-সিন্ধু, উজলি উঠিছে ইন্দু,
দেখেছি কি না দেখেছি একদিন কই!
এলানো কুন্তলভার, ঘনঘোর অন্ধকার,
ছড়ায়ে রয়েছে যেন জলধর অই!
স্নেহে যেন ছানামাখা, কবি কল্পনায় আঁকা,
মমতার মন্দাকিনী সুন্দর বড়ই!
দেবি, দেখিলাম কই!

২

এ দগ্ধ হৃদয়ে দেবি! তুমিই আমার
অমৃতের অবলেপ, আনন্দ-তাড়িত-ক্ষেপ,
স্বর্গীয় শান্তির শত সংগীতের ধার!
এ রক্ত অধরে হাসি, ওঠে প্রাণ পরকাশি,
সরল শরত-শোভা শত চন্দ্রমার!
যতক্ষণ দগ্ধ আঁখি, ও নয়নে মেখে রাখি,
ভুলে থাকি এ সংসার জ্বালা-যন্ত্রণার!
এ দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি তুমিই আমার!

৩

প্রিয়তমে!
এক দিন হৃদয়ের রত্ন-সিংহাসনে,—
যদিও দিবস কত, ঢাকিয়াছে অবিরত
পরতে পরতে তারে শত আবরণে,
এক দিন হৃদয়ের রত্নসিংহাসনে,
বসায়েছি যে প্রতিমা, কি লাবণ্য! কি মহিমা!
পবিত্র করিলে প্রাণ পরশি চরণে!
হৃদয় অজ্ঞাত ভাবে, কি জানি কি সুখ লাভে
আপনা চাহিয়া দিল অঞ্জলি অর্পণে!
কি জানি চরণ তব পূত পরশনে!

৪

দেখিনি মানবচক্ষে সে রূপ অতুল,
দেখিনি কখনো প্রিয়ে, মানবের আঁখি দিয়ে,
সেদিন দেখেছি যদি তবু হয় ভুল!
শুধু কল্পনায় আনি, দেখাল প্রতিমাখানি,
বিনোদ বদন ভরা এলোমেলো চুল!
ফুটিয়া উঠিয়া হায়, লুটিয়া পড়িছে পায়,
অনাদরে অযতনে—নিচে তরুমূল,
স্বর্গের সুরভি মাখা বিনোদ বকুল!

মোহিল সে প্রাণমন সুরভি উচ্ছ্বাসে,
নয়ন সতর্ক রাখি, চারিদিকে চেয়ে থাকি,
দেখি না হৃদয়ে জানি কোন্ পথে আসে!
সেই এলোমেলো চুল, বিনোদ বকুল ফুল,
প্রাণের ভিতর জানি কোথা হতে হাসে!
মোহিল সে প্রাণমন সুরভি উচ্ছ্বাসে!

৬

মোহিল সে প্রাণমন স্বর্গীয় স্বপন,
আজি ক-বছর পরে, একটি মুহূর্ত তরে,
নহে নিদ্রা, নহে তন্দ্রা, নহে জাগরণ!
একটি মুহূর্ত তরে, কত যত্নে মনে পড়ে—
কত আদরের সেই আকুল স্মরণ!
কত অশ্রুজলে ভাসি, কত কাঁদি, কত হাসি,
আকুল প্রাণের সেই কত আকিঞ্চন!
কত পুণ্যে হায় হায়, কত যুগ তপস্যায়,
হেরিব তোমার প্রিয়ে চারু-চন্দ্রানন!
কই দেখিলাম দেবি, জাগ্রত স্বপন!

৭

কই দেখিলাম আজি হৃদয়ের রানী,
হৃদয়নন্দনে দেবি, যে চরণ নিত্য সেবি,
কই দেখিলাম সেই চরণ দু-খানি!
একমাত্র অদ্বিতীয়, প্রাণের অধিক প্রিয়,
জগতে তোমারে বই আর নাহি জানি!
কই এলোমেলো চুল, কহ সে বকুল ফুল,
কই সে আকুল ভাষা—আধ আধ বাণী!
আধ ঘোমটায় ঢাকা, আধ আধ লাজ মাখা,
কই গো সে দয়াময়ী দেবি বীণাপাণি!
কই দেখিলাম আজ হৃদয়ের রানী!

৮

দেবি, দেখিলাম কই?
কপোলে কুন্তলচূর্ণ, অধর অমৃত পূর্ণ,
নয়নে করুণা মাখা সুন্দর বড়ই!
ললাটে লাবণ্য সিন্ধু, উজলি উঠিছে ইন্দু,

দেখেছি কি না দেখেছি একদিন বই!
এলানো কুন্তলভার, ঘনঘোর অন্ধকার,
ছড়ায়ে রয়েছে যেন জলধর অই!—
স্নেহে যেন ডানা মাখা, কবি কল্পনায় আঁকা,
মমতার মন্দাকিনী সুন্দর বড়ই!
দেবি! দেখিলাম কই?

১০ই ভাদ্র, ১২৯৩ সাল
জয়দেবপুর, ঢাকা

জোনাকি

জোনাকি! আলোক নিয়া নিশীথে নির্জনে,
খুঁজিয়া বেড়াস্ কি রে এখানে ওখানে?
এক দিন—দুই দিন—তিন দিন নয়,
নিতি নিতি দেখি তোরে এমনি সময়!
পথে-ঘাটে মাঠে বনে তরুগুল্ম মূলে,
তটিনীর শ্যাম তটে সরসীর কূলে!
ঝোপেঝাপে দূর্বাদলে শ্যাম তৃণ ঘাসে,
যেখানে ফুটিয়া ফুল লতা বউ হাসে!
কি খুঁজিস্ একাকী সে নিশীথে নির্জনে,
হারালি এমন কিরে লতাগুল্ম বনে?
রত্ন কি সে? ধন কি সে? কোহিনুর মণি?
সামান্য পতঙ্গ তোর সম্পদ এমনি?
অসম্ভব—মিছে কথা! উহা কিছু নয়,
অথচ কারণ গুরু দেখে বোধ হয়!
নতুবা দিবসে নাহি করি অন্বেষণ,

কিন্তু মানবের নামে ধিক্ শতবার,
এমন সৌভাগ্য কভু ঘটে না তাহার!
কি দিবসে কি নিশিতে প্রভাতে সন্ধ্যায়,
সাধ্য কি কাহারো কাছে প্রাণ চে'তে যায়?
নিশিতে তারকা দেখি দিনে দিবাকর,
মাসান্তে দেখিতে পাই পূর্ণ শশধর!
বসন্ত পূর্ণিমা দেখি বর্ষে এক দিন,
তাহার অধিক তারে দেখিতে কঠিন।
সেই শ্যাম সন্ধ্যাবেলা—শ্যামল পুকুর,
শ্যামার সুবর্ণ-মূর্তি, হাসি সুমধুর,
কষিয়া হৃদয়ে তার রাখিলাম রেখা,
লুকাইয়া সাবধানে দেখিলাম একা!
কিন্তু আর এ জীবনে হল না কখন,
পরখি দেখি যে সেই কষিত কাঞ্চন!
জলের কলশি কক্ষে না দেখিনু ফিরা,
লইয়া অমৃত-কুম্ভ গেল যে ইন্দিরা!
সেই দিন বসন্তের পূর্ণ চন্দ্র চাপ,
পরানে ফুটিয়াছিল সোনার গোলাপ!

* * *

আজিও দেখিতে তারে হইয়ে অস্থির,
সেই ঘাটে চেয়ে থাকি সেই সরসীর!
তাহার চরণ-স্পৃষ্ট তীরের সে ধূলি,
দুই হাতে বুকে মাখি আকুলি বেকুলি!
কিন্তু তার সনে দেখা হইল না আর,
কারে জিজ্ঞাসিব প্রাণ পেয়েছে আমার?
মাথা খাস্, পায় পড়ি, বল্ না জোনাকি,
কে করিল প্রাণ চুরি দেখেছিস্ নাকি?

১৫ই আষাঢ়, ১২৯১ সাল
ময়মনসিংহ

পত্র লিখিয়ো

১

প্রিয় দেবি! কি লিখিব? দুইটি কথায়,
প্রাণের এ দুঃখরাশি লিখা নাকি যায়?
তুমি তো অসূর্যম্পশ্যা, গৃহকোণে অমাবস্যা!
দেখিলে দেখেছ রবি আপনার পায়!
দর্পণে চাহিয়া যদি, দেখে থাক সুধানিধি,
আপনাব সুধাময় আনন আভায়।
চাহিয়া গগনবক্ষে, দেখ নাই লক্ষে লক্ষে,
জ্বলে কত উল্কাপিণ্ড হায়, হায়, হায়,
কি লিখিব প্রিয়তমে, দুইটি কথায়?

২

প্রাণেব এ দুঃখরাশি কি লিখিব হায়,
দেখনি পর্বত রূপ প্রকাণ্ড পাষাণস্তূপ,
বিরাট বিশাল বপু, গগন মাথায়!
তবে এই দুঃখভার, কি দিয়ে বুঝাব আর,
কি লিখিব প্রিয় দেবি! দুইটি কথায়,
প্রাণের যন্ত্রণা এত বুঝানো কি যায়?

৩

বল না কেমনে তবে লিখিব তোমায়?
যে অপার দুঃখরাশি, জীবন ফেলেছে গ্রাসি,
যে গভীর শোকসিন্ধু উছলে হিয়ায়,
দেখনি সরলা যদি, সীমাশূন্য সে জলধি,
কেমন সে মহাশূন্যে মিলিয়াছে হায়,
ভীষণ তরঙ্গভঙ্গে, কেমনে সে মহারঙ্গে,
গগনের চন্দ্রসূর্য গ্রাসিবারে চায়!
না দেখিলে প্রিয়তমে, তা কি লিখা যায়?

৪

বল না কেমনে তবে লিখিব তোমায়?
না দেখিলে মরুভূমি, কেমনে বুঝিবে তুমি,
কেমনে জ্বলিছে ধু-ধু চিত্ত নিরাশায়।
কেমন সে মরীচিকা, বিষমাখা বহ্নি-শিখা,
বিনোদ বাসন্তী বেশে মোরে বঞ্চনায়!
না দেখিলে মরুভূমি, তা কি লিখা যায়?

৫

বল না কেমনে দেবি! লিখিব তোমায়?
দেখনি আগ্নেয়গিরি, পাষাণের বক্ষ চিরি,
কেমনে অনল স্রোত উছলিয়া যায়!
প্রাণের সে ভস্মছাই বাহিরিতে দেখ নাই,
আবরিয়া রবি শশী গগনের গায়!
যে গম্ভীর পরিতাপে, বিশাল ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে,
আহা সে পাষাণ-ভেদী বিলাপ তোমায়,
বল না কেমনে লিখি—এ কি লিখা যায়?

৬

বল না কেমনে দেবি! লিখিব তোমায়?
এ দূর পর্বত দেশে, এ বিজন বনবাসে,
এই যে একাকী বসি গভীর নিশায়,
নিমগ্ন তোমার ধ্যানে, জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা প্রাণে,
আকুল হৃদয়ে দেখি শশী অস্ত যায়!
বাগানের চারিপাশে, দৌড়িয়া আঁধার আসে,
ভীষণ রাক্ষস যেন গ্রাসিতে আমায়!
এ আকাঙ্ক্ষা—এই ধ্যান, ও দগ্ধ জ্বলন্ত প্রাণ,
অস্তমান শশিকরে মাখা হায় হায়,
ওই নিশি অবসানে,—এ কি লিখা যায়?

৭

এই নিশি অবসানে প্রেয়সি! তোমায়,
ছাড়িয়া এসেছি কবে, লেখা দেখি নীল নভে,
অস্তমান শশিকরে, স্তব্ধ তারকায়!
প্রভাতের এ বাতাসে, সে দীর্ঘনিঃশ্বাস আসে,
উদাস করিয়া আহা চিত্ত নিরাশায়!
দেখি সেই অশ্রুজলে, মাথা এই দূর্বাদলে,
জনমের মতো সেই অন্তিম বিদায়!
এই যেন সেই নিশি যায় যায় যায়!

৮

অন্তিম বিদায় সেই, নিশি যায় যায়!
কতবার কোলে রাখি, কতবার বুকে রাখি,
পাই না কিছুতে শান্তি রাখিয়া কোথায়!
পারি না থাকিতে আর, তবু ফিরে শতবার,

চুম্বিয়াছি চোখে মুখে আকুলে তোমায়!
আছে কি এমন কথা, লিখিতে এ ব্যাকুলতা ;
প্রাণের জ্বলন্ত ব্যথা—হায় হায় হায়?
বল না কেমনে তবে লিখিব তোমায়?

৯

অন্তিম বিদায় সেই—নিশি যায় যায়!
প্রতিদিন নিশি শেষে, দেখি সে মোহিনী বেশে,
অপূর্ব অমর জ্যোতি আসন্ন-উষায়!
অন্য মনে অকস্মাৎ, অমনি বাড়াই হাত,
আদরে লইতে দেবি, হৃদয়ে তোমায়!
কিন্তু ও আকাশ ধরি, বৃথা আলিঙ্গন করি,
হৃদয় ভরিয়া যায় মহাশূন্যতায়!
জানি না এমন ভাষা, এ বিফল শূন্য আশা,
বুক ভরা এ পিপাসা কিসে লিখা যায়!
বলবে না কেমনে তা লিখিব তোমায়?

১০

বল না কেমনে দেবি! লিখিব তোমায়?
দুই জনে দুই পারে, কেহ নাহি দেখি কারে,
ভীষণ বারিধি রাখে দূরে দু-জনায়!
যায় না পাখিটি উড়ে, তোমার ও দেবপুরে,
ভগবান বাম হলে কি করি উপায়?
শুধু স্বপনের মতো, জীবন করিব গত,
তোমারি—তোমারি ধ্যানে, তোমারি পূজায়!
বিসর্জন নাহি আর হৌক মৃত্যু শতবার,
এ অপূর্ণ মহাপূজা অমর আত্মায়,
এ অনন্ত মহাব্রত,—এ কি লিখা যায়?

১০ই আশ্বিন, ১২৯৪ সাল
শীতলপুর বাগানবাটী, শেরপুর

আইভি লতা

১

আইভি লতা!
কত স্নেহ মমতায়, হৃদয় ছাইয়া যায়,
রাখে না একটু ফাঁক, একটু ব্যথা।
মনে করে দেয় তার স্নেহমমতা!

২

আইভি লতা!
স্বর্গীয় সরল প্রাণে, শুধু ভালোবাসা জানে,
ফুল ফুটে নাহি হাসে দেমাকে কথা!
মনে করে দেয় তার স্নেহমমতা!

৩

আইভি লতা!
পোড়া মাটি নাহি বাছে, বেয়ে উঠে মরা গাছে,
এমন উদার প্রাণ দেখেছ কোথা?
শ্যামরূপে মাখা যেন কত মমতা!

৪

আইভি লতা!
অলি না ছলিয়া যায়, ফুলে মধু নাহি খায়,
পবিত্র সরল শুদ্ধ দেবতা যথা!
মনে করে দেয় তার স্নেহমমতা!

৫

আইভি লতা!
নাহি জানে অভিমান, সতত প্রসন্ন প্রাণ,
না আছে বিষণ্ণ ভাব নাহি ছলতা!
ভুলিতে পারি না সেই পুরানো কথা!

৬

আইভি লতা!
সাদাসিদে সোজা সাজ, সাদাসিদে বোঝা কাজ,
বসন্তে বিলাস নাই, শীতে জড়তা!
মনে পড়ে কবে তারে দেখেছি কোথা!

৭

আইভি লতা!
যখনি দেখিতে পাই, ভাবে ভোর সর্ব্বদাই,
বয়ান ভুলিয়া গেছে বলিতে কথা!
নয়নে গলিয়া পড়ে স্নেহমমতা!

৮

আইভি লতা!
বুকে ঢেকে বুক থেকে, চমকে স্বপন দেখে,
তরাসে শিহরে উঠে হরিণী যথা!
কোথা সেই দেবপুর, কোথা দেবতা!

২৯শে বৈশাখ, ১২৯৫ সাল

কি দিবে

১

শারদ পূর্ণিমা নিশি নির্মল সুন্দর!
কি যেন আনন্দ ভরা, হাস্যময়ী বসুন্ধরা,
রজত জ্যোৎস্না ঢালা দিক্‌দিগন্তর।
নির্মল সুনীলাকাশে, তারা হাসে চন্দ্র হাসে,
কাননে কুসুমে হাসে লতা মনোহর?
কি যেন কি সরলতা, পরিপূর্ণ যথা তথা,
খুলেছে প্রকৃতিরানী পুণ্যের নির্ঝর!

২

'পবিত্র পূর্ণিমা নিশি সুন্দর, কেমন,
কি আজ তোমারে দিয়া সুখী হবে মন।'
কি যেন স্বর্গীয় তানে, কি যেন পশিল কানে,
কি যেন ফুটিল প্রাণে সুধা প্রস্রবণ!
'কি আছে তোমারে দিতে, মাটির এ পৃথিবীতে,'
এ মৃত জগতে আহা অমৃত স্বপন।

৩

সত্যই স্বপন একি আশার ছলনা?
স্বর্গীয় সুধার নামে শুধু বিড়ম্বনা?

কি দিবে জান না দেবি! জাননি কি হয়,
সত্যই জীবন গেল বৃথা তপস্যায়?
সত্যই বোঝনি প্রিয়ে, দেবের হৃদয় দিয়ে,
মর্ত্যের মানুষ আহা কি পাইতে চায়?
এমন অপূর্ণ বুকে, এত অশ্রু-পূর্ণ মুখে,
বোঝ না মানুষ কাঁদে কি যে পিপাসায়?
বোঝ না সত্যই তবে, ছাই হবে—ভস্ম হবে,
আর যে বাঁচে না প্রাণ এত নিরাশায়।
সত্যই কি এতদিনে বুঝিলে না হায়?

৪

কি দিবে জান না দেবি, ভাবিয়া কাতর?
ছি ছি ছি! শুনিয়া দেখ হাসে শশধর।
যেখানে আছ গো তুমি, হৌক না সে মর্ত্যভূমি,
হৌক না সে বালুভরা মরু ভয়ঙ্কর।
পাহাড় পর্বত রূপে, উন্নত পাষাণস্তূপে,
নির্মমতা কঠিনতা থাকুক বিস্তর!
তথাপি তোমার কাছে, সেখানে সকলি আছে,
যা কিছু সরল সত্য পবিত্র সুন্দর!
সকলি সেখানে আছে যাহা মনোহর।

৪

যেখানে তুমি গো আছ, আছে তথা সব,
তুমি ফুল, তুমি মধু, তুমিই সৌরভ।
তোমারি সুরক্ত ঠোঁটে, স্বর্ণ পারিজাত ফোটে,
তোমারি বদনে দেবি, অমৃত উদ্ভব!
লাবণ্যে শশাঙ্ক হাসে মলয়া বহিছে শ্বাসে,
নয়নে নলিন শোভা করে পরাভব।
তুমি শান্তি সরলতা তুমি পুণ্য পবিত্রতা,
প্রীতির কল্পলতা—আনন্দ উৎসব!
তুমিই সে অমরের অতুল বিভব!

৬

কি দিবে তুমি গো দেবি প্রিয় প্রাণেশ্বরি!
কি আছে তোমার আর,—হরি! হরি! হরি!
কিবা তুমি চাহ দিতে, কি নাই এ পৃথিবীতে?
ভবিয়া তোমার কথা হেসে কেঁদে মরি!

তুমি রত্ন—তুমি খনি, তুমিই আপনি মণি,
কি দিবে আমারে তুমি আপনা পাসরি?

৭

পবিত্র পূর্ণিমা নিশি কেমন সুন্দর,
চকোরেরে সুধা দিয়া, কুমুদেরে ফুটাইয়া,
কি দিবে আমারে শুনে হাসে শশধর!
তরু কোলে লতা হাসে, নীরব অস্ফুট ভাষে,
কুসুম হাসিয়া মরে কোলে মধুকর!
কি তুমি গো চাহ দিতে, কি নাই এ পৃথিবীতে?
তোমারি চরণে স্বর্গ সেবিছে অমর!

৮

কি দিবে আমারে দেবি! ফিরে পুনরায়,
আর না বলিয়ো হেন কঠিন ভাষায়!
পাষাণ বিদীর্ণ হবে, সাগর শুকায়ে যাবে,
অনল জ্বলিবে শত অনল শিখায়!
বিষে বিষ যাবে ছেয়ে, শোকের সন্তাপ পেয়ে,
অশনি মুরছা যাবে কুসুমের প্রায়!
আর না বলিয়ো দেবি! কি দিবে আমায়!

৯

অথবা ভাগ্যের দোষে,—
নিতান্ত যদ্যপি আহা বুঝিলে না হায়!
এস তবে এস প্রিয়ে, দেই আজি শিখাইয়ে,
ধরার মানুষ মরে কি যে পিপাসায়!
দেও হৃদয়ের রানী! কালকূট বিষ আনি,
জ্বলিছে হৃদয়খানি শত যাতনায়!
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি, দেও মুখে পানি করি,
আদরে অমৃত সম আকুল তৃষায়!
নিকটে দাঁড়াও এসে, দেখে যাই জন্মশেষে,
স্মরণে রাখিয়ো,—

২৭ শে আশ্বিন, ১২৯৩ সাল
জয়দেবপুর, ঢাকা

সখী

১

সখি রে! আমারে কি বুঝাইবি বল্‌
আমি কি বুঝি না হায়,
তাহারে না পাওয়া যায়,
যে ধন কাটিয়া যায় আপনি অঞ্চল?
বুঝি না কি তার তরে,
যে মরে সে মিছা মরে,
যে ফেলে সে মিছা ফেলে নয়নের জল?
গলায় মারিয়া ছুরি
যে যায় আপনি চুরি,
তার লেগে ভেবে মরে কে হেন পাগল?
সখি রে! আমারে কি বুঝাইবি বল্‌?

২

সখি রে! আমারে কি বুঝাইবি বল্‌?
আমি তো আপনি বুঝি,
আমি তারে নাহি খুঁজি,
যে পাখি কাটিয়া গেছে আপনি শিকল!
কঠিনা পাষাণী শারী,
কঠিনা পাষাণী নারী,
মরমে মমতা নাই, চোখে নাই জল!
এতদিন ভাঙা বুকে,
এতই কি ছিল দুখে,
রয়েছে প্রাণের কণা বিঁধে পদতল?
ঘৃণা লজ্জা আশেপাশে,
সে বুঝি না ভালোবাসে,
নিশ্বাসে পুড়িয়া গেছে হৃদয় কোমল!
যাক সে চলিয়া যাক,
চিরকাল সুখে থাক্‌,
ভুলেও ভাবি না তারে, ভাবিয়া কি ফল?
সে যথা ভুলেছে, তথা ভুলেছি সকল!

৩

সখি রে! তবু কেন ফেলি আঁখিজল?
নিশ্বাসে নিশ্বাসে হেন,
পরান কাঁপিছে কেন,

ভাঙিছে চুরিছে যেন পাঁজর সকল!
তবু হেন হাহাকারে,
কেন কাঁদি বারে বারে,
প্রাণের ভিতরে কেন জ্বলে দাবানল?
শুনিবি? শুনিবি সই?
আয় তবে আয় কই,
কই সে প্রাণের কথা ব্যথা অবিরল!
সে গেছে যদিও হায়,
প্রেম তার নাহি যায়,
পরানে বাঁধিয়া আছে পাষাণ-শৃঙ্খল!

৪

সখি রে! প্রেম নাকি নিতান্ত কোমল?
তুইও তো বলিতি আগে,
প্রেমে ডর নাহি লাগে,
না ছুঁইতে ছিঁড়ে যায় কুসুমের দল!
যারা প্রেম করিয়াছে,
তারাও তো বলিয়াছে,
ভাঙে সে আঁখির ঠারে ঠুন্‌কো কেবল!
কত জনে হেসে খেলে,
পথে ঘাটে ভেঙে ফেলে,
প্রেম কি প্রাণের ব্যথা?—কথার কৌশল!
সখি রে! এমনি নাকি বুঝাইতি বল্‌?

৫

কিন্তু—
সখি রে! আমার কি কপালের ফল,
স্নেহ তার, প্রেম তার,
নহে রে কুসুম-হার,
লৌহময় বজ্রময় পাষাণ শৃঙ্খল!
ছিঁড়িতে নাহিকো পারি,
কি কঠিন প্রেম তারি,
মিছা টানাটানি করি বুকে নাই বল!
যতন করি যে এত,
কিছুতে গলে না সে তো,
দিন রাত এত ঢালি নয়নের জল!
বৃথাই এ জল ঢালা,
নিবে না প্রাণের জ্বালা,

নিবে না সে পোড়া প্রেম—অশনি অনল।
এ দীর্ঘ নিশ্বাস ঝড়ে,
একটু নাহিকো নড়ে,

৬

চাপিয়া বসেছে বুকে যথা হিমাচল!
বৃথা করি তোলপাড়,
বৃথা করি হাহাকার,
বেঁধেছে সাগর বুক পাষাণ শৃঙ্খল!
হায় কি কঠিনা নারী,
কি কঠিন প্রেম তারি,
ছিঁড়িতে নাহিকো পারি বুকে নাই বল,
হায় রে নারীর প্রেম লোহার শিকল!

৭

সখি রে! কেন ফেলি নয়নের জল!
বুঝিলি কি এতক্ষণে,
তারে না করিয়া মনে,
ছিঁড়িতে তাহার শুধু প্রেমের শৃঙ্খল!
ভাঙিতে সে বেড়ি হায়
পরান ভাঙিয়া যায়,
এত করাঘাত করি ফাটে হৃদিতল!
এ দীর্ঘ নিশ্বাস ভার,
এ বিলাপ হাহাকার,
প্রাণ করে ছট্‌ফট—পাগল পাগল,
ছিঁড়িতে তাহার শুধু প্রেমের শৃঙ্খল!
সখি রে! বুঝিলি কি না বল্?

৮

সখি রে! বুঝিলি কি না বল্!
প্রেম যার ঘৃণা করি,
ছি ছি ছি! লজ্জায় মরি,
তারে কি বাসিব ভালো, হয়েছি পাগল?
তাহারে করিতে মনে,
ঘৃণা লজ্জা অভিমানে,
নয়ন ঢাকিয়া ফেলি চাপি করতল!
শুনিতে তাহার কথা,

প্রাণে বড় লাগে ব্যথা,
হৃদয় ভরিয়া যেন উঠে হলাহল!
সে যদি থাকিত কাছে,
তবে কি রে প্রাণ বাঁচে,
কবে যে জ্বলিত বুকে চিতার অনল!
সে যে রে দেশে নাই,
ভালোই হয়েছে তাই,
সে আমার মহাশত্রু মহা অমঙ্গল।
তারে কি বাসিব ভালো, হয়েছি পাগল?

১৭ই বৈশাখ, ১২৯৫ সাল
কলিকাতা

সোনার মেয়ে

১

কে রে পাগলিনী মেয়ে, তোর পানে চেয়ে চেয়ে,
এমন পাগল করে পরান আমার!
আবেশে অবশ হই, কেন তুলে কোলে লই,
কি জানি কি মনে পড়ে শশিমুখ কার!

২

কি জানি কি মনে পড়ে, পরান পাগল করে,
তোরি নয়নের মতো নয়ন তাহার!
সেই আঁধারের আগে, উষার আলোক জাগে,
সুন্দর সীমন্তে শোভে কালো কেশ ভার!

৩

এলোমেলো চুল সেই, দু-হাতে সরায়ে দেই
তেমনি যতনে মনে লয় কতবার,
আরো যে কি মনে পড়ে, পরান কেমন করে,
তোরি কপোলের মতো কপোল তাহার!

৪

তারি মতো ঠোঁট জোড়া, সোনার তবক মোড়া,
অমল-অধর তার সুধার আধার!

তারি মতো তোর কথা,   গলিয়ে পড়ে মমতা,
            এত মধু পবিত্রতা প্রিয় সরলার!

৫

হাসিতে মানিক পড়ে,   কাঁদিতে মুকুতা ঝরে,
            তোরি মতো মানময়ী মুরতি তাহার!
তুই সে চাঁদের আলো,   প্রাণে তাই লাগে ভালো,
            পবিত্রতা পরিপূর্ণ প্রেম পূর্ণিমার।

৬

শৈশব সংগীতে তোর,   কি এক নেশায় ঘোর,
            কি এক অমৃত ঢালে হৃদয়ে আমার!
তুই সে "সোনার পাখি",   আয় তোরে বুকে রাখি,
            তুই সে সোনার মেয়ে প্রিয় সরলার!

৭

দয়া মায়া স্নেহ যত,   সকলি তাহার মতো,
            শৈশবের শান্তিময়ী ছায়া তুই তার,
আসিস্ জ্বলন্ত চিতে,   স্বর্গীয় সান্ত্বনা দিতে,
            দ্বিতীয় প্রতিমাখানি প্রিয় সরলার!

৮

আয় তোরে রেখে বুকে,   চুমা খাই চাঁদমুখে,
            দর্পণে উঠানো তুই ছায়াখানি তার!
তোর অই রাঙা ঠোঁটে,   তারি মতো মধু ওঠে,
            আয় রে সোনার মেয়ে প্রিয় সরলার।

২৫শে ভাদ্র, ১২৯৩ সাল
জয়দেবপুর, ঢাকা

পাপ-পুণ্য

১

            আমি কেন পাপ-পুণ্য বুঝিতে না পারি?
বুঝায়ে দিবে কি কেহ,   ঘুচাইবে এ সন্দেহ,
            শুনিবে কি দয়া করে কথা দুই চারি?
            আমি কেন পাপ-পুণ্য বুঝিতে না পারি?

আমি কেন পাপ-পুণ্য বুঝিতে না পারি?
পাপী বলে পায় ঠেলে, ঘৃণায় দিয়ো না ফেলে,
সত্যই এ প্রাণ ভরা সংশয় আমারি!
আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি?

৩

আমি কেন পাপ পুণ্য বুঝিতে না পারি?
কি চেতন কিবা জড়, এই বিশ্বচরাচর,
ক্ষুদ্র কি বৃহৎ অংশ সকলি তাহারি!
আমি কেন ভিন্ন ভাব বুঝিতে না পারি?

৪

তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়
যদি কিছু থাকে আর, অবশ্য থাকিবে তার
দ্বিতীয় সৃজন কর্তা, কেন মনে লয়?
তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়!

৫

তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়,
জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা—তিন, সৃজন পালন লীন,
বর্তমান অনাগত অতীত সময়!
তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়!

৬

তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়,
কারণে থাকে সে শুয়ে, কার্যে জাগরণ থুয়ে,
জমাট শক্তির বিশ্ব মহা পরিচয়!
তারে ছাড়া কিছু নাই সকলি তন্ময়!

৭

ইচ্ছায় গড়িল বিশ্ব নিজে ইচ্ছাময়,
অন্য উপাদান তার, আগে তো ছিল না আর,
কাজেই অখিল বিশ্ব সেও ইচ্ছাময়!
যাহাতে রচিত বিশ্ব সে কি বিশ্ব নয়?

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
তার কাজে কেন তবে, অমঙ্গল নাহি কবে,

অনন্ত মঙ্গল তার অপাপ প্রলয়!
পিপীলিকা বধে মম কেন পাপ হয়?

৯

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
সে করিলে আমি করি, সেই করে হাতে ধরি,
তাহার আমার কাজে ভেদ কিসে হয়?
সে আমি অভেদ যদি একই উভয়?

১০

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
আমার তৃপ্তিতে তবে, সে কি তৃপ্ত নাহি হবে?
পূরিলে আমার ইচ্ছা তারি পূর্ণ হয়,
সে আমি অভেদ যদি একই উভয়!

১১

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
কারে তবে বল ধর্ম, কারে বল পাপকর্ম,
অধর্ম জগতে সে কি অশ্ব-ডিম্ব নয়?
সে করিলে আমি করি—কিসে পাপ হয়?

১২

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
কিসে বা উন্নত হই, কিসে অবনত রই,
যা হই তা হই যদি তারে ছাড়া নয়!
আত্মার উন্নতি তবে লোকে কারে কয়?

১৩

অনন্ত উন্নতি তবে লোকে কারে কয়?
তাহারে করিয়ে তুচ্ছ, আছে নাকি আরো উচ্চ,
বুঝি না কেমন কথা প্রহেলিকাময়!
সে আমি অভেদ যদি একই উভয়!

১৪

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
তাহি থাকে পুণ্য পাপ, নাহি থাকে পরিতাপ,
তবে ও নরক স্বর্গ মিছে কেন কয়?
সে আমি অভেদ যদি একই উভয়!

১৫

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
আত্মায় আত্মায় তবে, পূর্ণ আত্মীয়তা সবে,
কিসে থাকে পুত্র কন্যা ভেদ সমুদয়,
সে আমি অভেদ যদি একই উভয়!

১৬

সে আমি অভেদ যদি একই উভয়,
না থাকে আপন পর, শত্রু মিত্র পরস্পর,
যদি এ প্রেমের রাজ্য অনাদি অব্যয়!
কেন কাঁদি তার শোকে, যে গিয়াছে পরলোকে,
সে কি গো আমার তরে পথ চেয়ে রয়?
অন্যে কি সেখানে যেয়ে, তেমন থাকে না চেয়ে,
আত্মায় আত্মায় তো গো কেহ পর নয়।
সে আমি অভেদ যদি একই উভয়!

১৭

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়,
তবে কেন তার তরে, নিশি দিশি আঁখি ঝরে,
উদাসী বিদেশী বেশে সদা ফিরি হায়,
কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়!

১৮

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়,
বুক ভেঙে নিরবধি, হাজার ডাকিলে যদি,
সে পাষাণী একটুকু ফিরে নাহি চায়!
একটু শোনে না কথা, নিদারুণ নির্দয়তা!—
জনমের মতো যদি একেবারে যায়!
কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়!

১৯

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়,
অনন্ত কালের স্রোতে, চলে অনন্তের পথে,
অনন্ত আত্মীয় মিলে সে যেখানে যায়।
চির আত্মীয়তা যদি আত্মায় আত্মায়!

২০

আমি কেন কাঁদি তবে তাহার আশায়?
এ জগতে তার মতো, কেহ কি মিলে না ততো,
একজন গেলে নাকি পৃথিবী ফুরায়?

সায়াহ্নে শ্মশানভূমে দেখিয়াছি যে 'কুসুমে',
ফুলবনে পরী যেন খেলিয়া বেড়ায়!
কি যেন সে আসে নিতে, কি যেন সে হাসে দিতে,
কি যে রীতি নিতি নিতি ফিরে ফিরে যায়।
তরল নয়নে তার, সেধে যায় শতবার,
পার্বতী পর্বতে যেন প্রীতির পূজায়!
সে তপস্যা সে সাধনা, ঠেলে ফেলে কয়জনা?
যোগেন্দ্র ভাঙিয়া যোগ আঁখি মেলে চায়!
ভোলে পুরাতন স্মৃতি, বিধির নিয়তি-নীতি,—
একি পুণ্য—একি পাপ, কহ না আমায়?

২১

কেহ যদি নাহি থাকে কারো অপেক্ষায়!
সহস্র শোকাশ্রু জলে, তৃণটুকু নাহি টলে.
এমনি নিয়ম যদি নিখিল ধরায়!
কেহ না কাহারে খোঁজে, সবাই আপনা বোঝে,
সৃষ্টির নিগূঢ় অর্থ এই যদি হায়,
তবে ও শ্মশানে এসে, সন্ধ্যার কিরণে ভেসে,
যে নব লাবণ্য জ্যোতি জমিয়া দাঁড়ায়,
লাজুক নয়নে তার. নিমন্ত্রণ শতবার,
অজানা হৃদয় যদি হাত পেতে চায়,
একি পুণ্য—একি পাপ, কহ না আমায়?

১লা শ্রাবণ, ১২৯৭ সাল
জয়দেবপুর, ঢাকা

কুসুম

১

নয়নে নয়নে,
সেই যে করেছি খেলা, বসন্তে বিকাল বেলা
দেবপুরবাসী এক বালিকার সনে!
চিলাইর শ্যামতটে, সেই সে মন্দিরে—মঠে,
মনোহর শ্মশানের শ্যাম তপোবনে,
সেই যে করেছি খেলা বালিকার সনে।

২

সেই যে করেছি খেলা বালিকার সনে,
কলশি লইয়া কাঁকে, আসে আর চেয়ে থাকে,
হাসে আর চলে যায় দুই তিন জনে!
এক পা—দুই পা, আর পা চলে না,
বকুলের ফুলে লাগে উছট চরণে!
সে পথ দীঘল কত, যোজন যোজন শত,
অবিরত বেড়ে যায় তাহার গমনে!
আর যত বালিকারা, বকুল বিঁধে না তারা,
সবারি ফুরায় পথ যায় যত জনে!
সকলেরি আঁখি আগে, তাহারি পশ্চাদ্ ভাগে,
চলে যেতে সন্ধ্যা চাহে ফিরে পিছুপানে!
সেই যে করেছি খেলা বালিকার সনে!

৩

সেই যে করেছি খেলা নয়নে নয়নে
দেবপুরবাসী এক বালিকার সনে!
মৃদুল মলয় বায়, অঞ্চল উড়িয়া যায়,
উলটি পালটি যেন চাঁপা ফুল বনে!
খুলিয়া গিয়াছে খোঁপা, অপরাজিতার থোপা,
মদন বিধুরে দেয় অঞ্জলি বদনে!
সঙ্কোচে লজ্জায় হায়, ঠেকেছে বিষম দায়,
বেহায়া বেল্লিক সেই বাতাসের সনে!
কোকিল বকুল শাখে, সেও যেন তারে ডাকে,
আপদ লেগেছে যত পিছনে পিছনে!
এ বিষম গণ্ডগোলে, কার নাহি পথ ভোলে?
থমকি দাঁড়ায় বালা চমকি চরণে,
বসন্তে বিকাল বেলা বকুলের বনে!

৪

সকলে কলশি ভরি আনিয়াছি জল,
সে নিছে কলশি ভরি, প্রাণ হরি মন হরি,
হেসে মরি কেঁদে মরি হইয়ে পাগল!
ফিরিয়ে চলেছে ঘরে, আধা পথে গিয়ে পরে,
হাসিয়া উঠেছে সব বালিকার দল!
দেখিয়া কলশি খালি, কেহ দেয় করতালি,
কেহ বলে ‘ও কুসুমি! কোথা তোর জল,

বোঝেনি সে বালিকারা, আমি যে আপনা-হারা,
কুসুমেরি জলে মোর আঁখি ছল্ ছল্!
তারা পড়ে হেসে গলে এ উহায় গায় ঢলে,
কেহ বলে 'মাকে বলি বাড়ি চল্ চল্!'
'কুসু' তো ঠেকেছে দায়, তা কি আর যাওয়া যায়?
পিছনেও আছে সেই পথে ফুলদল!
উভয় সংকট মাঝে, কি শোভা সঙ্কোচে লাজে,
কমলে শেহালা মাখা আননে আঁচল!
সেই যে করিছি খেলা আঁখিভরাজল!

৫

আননে আঁচল 'কুসু' মহা ভাবনায়!
অর্ধেক কপোল রাগে, পশ্চিমের অর্ধভাগে,
লেগেছে গোলাপি আভা আকাশের গায়!
বালিকারা আশেপাশে, তেমনি আনন্দে হাসে,
ঢেউয়াইয়া তপোবন সোনালি সন্ধ্যায়!
তারি যেন লেগে ছিটা তারা জ্বলে মিঠা মিঠা,
পূরবের অর্ধাকাশে অর্ধ নীলিমায়!
মন্দিরে আরতি করে, দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে,
দিদি ডাকে, 'ও কুসুম, বাড়ি আয় আয়!'
বুলবুল ভাবে মনে, বুড়ি বুঝি এ জনমে,
কখনো বকুল ফুল বিঁধে নাই পায়!
বুড়ি যে হয়েছে বুড়ি, কাছাকাছি তিন কুড়ি,
তবুও দাদার হাওয়া লাগে নাই গায়!
শ্যামা ভাবে ঘরে গিয়া, এ শূন্য কলশি নিয়া,
কি করিয়া কি বলিবে শুধাইলে মায়?
দিদি ডাকে, 'ও কুসুম, বাড়ি আয় আয়!'

৬

প্রসন্ন বসন্ত সন্ধ্যা প্রসন্ন গগন,
জয় জয় দেবপুরে পুণ্য তপোবন!
প্রসন্ন—প্রসন্নত, সুপ্রসন্ন ভাগ্য মম,
ততোধিক সুপ্রসন্ন কুসুমের মন!
স্নেহে মাখা—লাজে ঢাকা, প্রাণে রাখা—দূরে থাকা,
আপনারে ঢেলে দেওয়া দয়ার্দ্র নয়ন,
আবার তুলিয়া বালা, শত জন্ম করি আলা,
সরাইয়া হৃদয়ের ভগ্ন আচ্ছাদন,

চাহিলা মধুরে হাসি, প্রথম সুধাংশু রাশি,
সীমাশূন্য নীলসিন্ধু করিয়া চুম্বন।
সে ভুলিল আমি ছাড়া, তারে ছাড়া আমি হারা,
কি যেন আবেশময় বিবশ স্বপন,
নয়নে নয়নে সেই আত্ম-সমর্পণ!

৭

জ্বলিছে অমৃত দীপ চন্দ্র-তারকায়
নীল চন্দ্রাতপতলে গগনের গায়।
কোকিলা দিতেছে হুলু, 'চিলাইর' কুলু কলু,
ললিত পঞ্চমে গায় শ্যামা পাপিয়ায়!
সে পবিত্র মহোৎসবে, জগৎবাসীরে সবে,
আতর গোলাপ বায়ু আপনি বিলায়!
কামিনী চামেলী বেলী, এয়ো তারা সবে মেলি,
মন্দিরে মঙ্গল শঙ্খ বাজে উভরায়,
প্রেমের দেবতা হর, মহাদেব মহেশ্বর
বিশ্বরূপে বিরাজিত প্রেমের সভায়!
জানি না বুঝি না ঠিক, কি আনন্দে দশদিক
জগৎ ভাসিয়া গেল প্রেমের সুধায়!
হায় সে মাহেন্দ্রক্ষণ, এ জীবনে অতুলন,
সে অমৃতযোগ দৈবযোগে পাওয়া যায়!
নয়নে নয়ন নিয়া, দু-জনে করিনু বিয়া,
সেই সন্ধ্যাকালে সেই কদম্ব তলায়,
দিদি ডাকে, 'ও কুসুম, বাড়ি আয় আয়।'

৮

সেই—
কুসুমের বনে পাওয়া কুসুম আমার,
শত জনমের যেন কত পুরস্কার!
কে রে তারে কেড়ে নিয়া, কারে দিল পরাইয়া,
সেকি গো রাক্ষস এত দয়া নাই তার?
প্রেমের নন্দনবন, ভাঙিয়া চুরিয়া মন,
শ্মশান করিয়া দিল শ্মশান আবার!
কার পাকা ধানে মই কবে আমি দিছি কই?
আমি তো আগুন বুকে দেই নাই কার!
তবে জোরে বলে ছিঁড়ে, সে পুণ্য কুসুমটিরে,
লুঠে নিয়া দিল কারে পাপী দুরাচার?
আমি তো আগুন বুকে দেই নাই কার!

৯

হায় হায় একি স্বপ্ন—একি জাগরণ?
আমার কুসুম হায়, সে নাকি হইল কার,
কল্পনা করিতে যেন পুড়ে যায় মন।
একি লজ্জা একি লাজ, আমারি কুসুম আজ,
সে নাকি হইল কার কণ্ঠের ভূষণ!
পারি না পারি না আর, অসহ্য যন্ত্রণা তার,
হিংসায় জ্বলিয়া যায় ভূতলে গগন!
দংশে যেন বিষধরে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
কি যেন গরল প্রাণে করে উদ্‌গিরণ!
অসাধ্য সে ঘৃণা লজ্জা ক্রোধ নিবারণ!

১০

ভুলিবে বালিকা সেই ভুলিবে কুসুম,
ভুলিবে সে ছেলেবেলা, বসন্তে বিকালবেলা,
দু-দিনে হইবে তার স্মৃতি সমভূম!
অনা'সে ভুলিবে সেই, নারীর স্বভাব এই,
অবলার আঁখভরা বারোমেসে ঘুম!
আরে যে দেখেছি নারী, সব আমি চিনি তারি,
রমণীর যত কিছু দিন চারি ধুম!
ভুলিবে বালিকা সেই ভুলিবে কুসুম!

১১

বালিকা, কুসুম বটে ভুলিবে সকল,
শত জাগরণ দিয়া, আমারি জ্বলিবে হিয়া,
বিঁধিয়া রহিবে বুকে পথে ফুলদল!
স্বপনে শুনিবে খালি, বালিকার করতালি,
চমকি দেখিব সেই আননে আঁচল!
সে রক্ত কপোলছবি, অর্ধ অস্তগত রবি,
হৃদয়ে ঢালিবে সদা রাঙা হলাহল!
জ্বলিবে জীবন ব্যাপি শ্মশান কেবল!

১২

ছাড়িয়া সুরভি ফুল বায়ু যদি যায়,
যদিও বিরহী বেশে, কেঁদে ফিরে দেশে-দেশে,
আতর অমৃত গন্ধ তবু থাকে গায়!
তেমনি তাহারে ত্যজি, যদিও এসেছি আজি,
তবু সে অমর জ্যোতি উছলে হিয়ায়!

দেখি সে কামিনী গাছে, তারি হাসি ফুটে আছে,
চাঁদের জ্যোছনা মাখা ঝরে মলয়ায়!
দেখি সেই দেবপুরে, দাঁড়াইয়া দূরে দূরে,
নয়নে নয়নে 'কুসু' আজো চুমো খায়!
মৃদুল মলয়ানিলে, আলিঙ্গন ঢেলে দিলে,
কাঁকাল ভাঙিয়া পড়ে কদম্বতলায়!
নাতিনীর পথে ফের, কেমনে পাইবে টের?
বুড়ি তো বোঝে না ছুঁড়ি সেধে চুরি যায়!
দিদি ডাকে, 'ও কুসুম, বাড়ি আয় আয়!'

২০শে ফাল্গুন, ১২৯৭ সাল
শেরপুর, ময়মনসিংহ

এও কি স্বপন?

এও কি স্বপন?
বৈশাখে বিকালবেলা, মেঘে মেঘে করে খেলা,
বহিতেছে মৃদু মৃদু শীত সমীরণ!
দয়েল বসিয়া আছে,
পশ্চিমে 'কাফিলা' গাছে,
ঝুলিছে বাঁশের আগে মুমূর্ষু কিরণ!
'উলুছন' ফুলগুলা,
কাঠির আগায় আগায় তুলা,
কে যেন করিয়ে গেছে দীপ আয়োজন!
সবুজ 'নিলজি' বনে,
উড়িছে ফড়িঙ্‌গণে,
জোড়া জোড়া পিঠে পিঠে করি আরোহণ!
আমতলে ডাকে গাই,
নিকটে বাছুর নাই,
বুড়ি করে 'ড-ড' করি বৎস অন্বেষণ!
একাকী রূপসী বালা,
কুটির করিয়া আলা,
'ওশোরায়' মাছ কুটে—সুন্দর কেমন!
বঁটির উপরে বসা,
বাতাসে আঁচল খসা,—

ঢেউয়ে ঢেউয়ে—ঢেউয়ে ঢেউয়ে হয় উদ্‌ঘাটন
অর্ধ নিশি অর্ধ দিবা,
একত্রে সে দেশে কিবা,
একত্রে উদয় অস্ত—লাবণ্য নূতন!
সে শোভা দেখিয়া হায়,
কে না ভোলে মোহ যায়?
উদাসী বিদেশী গেছে হারাইয়া মন!
কি সুন্দর গাল পেতে,
'কুসু' দিছে চুমো খেতে,
হেলায়ে ঈষৎ বামে কমল-আনন!
দুই হাত দুই পাশে,
মাখা সে মাছের আঁশে,
ধরে না ছোঁয় না বালা করে না বারণ!
রাঙা হতে মাথা ছাই,
তাহার তুলনা নাই,
আবেশে অবশে আছে মুদিয়া নয়ন!
আবার ডাকিছে গাই,
বাছুর তো আসে নাই,
'ড-ড' করি করে বুড়ি বাড়ি আগমন ;
চমকি ভাঙিল ঘুম,
হা কুসুম! হা কুসুম!
একটু যে দিলি দেখা, এও কি স্বপন?

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮ সাল
শেরপুর, ময়মনসিংহ

দেখিবে কি আর?

১

দেবি! দেখিবে কি আর?
ত্রিদিবে তোমারে দেবে, আনন্দে নন্দনে সেবে,
অর্পিয়া চরণে শত সোনার মন্দার,
কেন সে ফেলিয়া পূজা, প্রাণময়ি শ্বেতভুজা,
মর্ত্যের মানবে দয়া আবার তোমার?
দেবি! দেখিবে কি আর?

২

দেবি! দেখিবে কি আর?
অনলে শিখার মতো, তব প্রেম অবিরত,
জ্বালায়ে পোড়ায়ে প্রাণ কবি ছারখার,
নিবিয়া গিয়াছে কবে, বল না প্রেয়সি তবে,
সেই ভস্ম—সেই ছাই—সে দগ্ধ অঙ্গার,
দেখিতে বাসনা কেন,—কি দেখিবে আর?

৩

দেবি! দেখিবে কি আর?
দেখিতে আছে কি বাকি, এতদিন বুকে রাখি,
দেখিয়া দেখার আশা মিটেনি তোমার?
উলটি পালটি কত, দেখিয়াছ অবিরত,
পেষিয়া ঘষিয়া বুকে ভেঙেচুরে হাড়,
দেখিয়াছ রেণুকণা,—কি দেখিবে আর?

৪

দেবি! দেখিবে কি আর?
লাগাইয়া জিবে জিবে, অমৃত দ্রাবকে কিবে,
গলায়ে চুষিয়ে নিলে হৃদয় আমার!
আশ্বাসে দিছিনু এনে, নিশ্বাসে নিয়েছ টেনে,
হায় হায় বিশ্বাসের এই পুরস্কার!
দেবি! কি দেখিবে আর?

৫

দেবি! দেখিবে কি আর?
বিচূর্ণ বালুকা সম, যে চূর্ণ হৃদয়ে মম,
আলিঙ্গনে পড়েছিল যে দাগ তোমার,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ঝড়ে, তাই নিয়ে খেলা করে,
ব্যাপিয়া মরম-মরু ঘোর অন্ধকার!
দেবি! দেখিবে কি আর?

৬

দেবি! দেখিবে কি আর?
কোন্ যুগে নিয়েছিলে, কোন্ যুগে দিয়েছিলে,
আর্দ্র অলক্তক-চিহ্ন চুম্বনে তোমার!
রমণী ছুঁইলে ঠোঁটে, ধুইলে কি নাহি ওঠে?

দেখিবে কি ধুয়েছে কি আঁখি জলধার,
সে বীরত্ব জয়চিহ্ন গৌরব তোমার?

৭

দেবি! দেখিবে কি আর?
শুনেছি বাঘিনী বনে, খেলে হরিণের সনে,
ভাঙিয়ে কোমল গ্রীবা করিয়ে সংহার,
বুঝিতে নাহি যে পারি, তেমনি তুমি কি নারী,
খেলিতে এসেছ সেই খেলা অবলার!
দেবি! দেখিবে কি আর?

৮

দেবি! দেখিবে কি আর?
একি সে স্নেহের দেখা, আঁখিজলে চিঠি লেখা?
এ শুধু মুখের কথা মুখে বলিবার!
এ নহে ধরিয়া গলে, এ নহে সে আমতলে,
এতো শুধু দূরে দূরে ঘৃণা উপেক্ষার!
দেবি! দেখিবে কি আর?

৯

দেবি! দেখিবে কি আর?
যে দেখা নয়ন কোণে, কেহ নাহি দেখে শোনে,
এ দেখা কি দেখা সেই প্রীতি মমতার?
একি সে প্রাণের টান? একি নহে অপমান?
একি নহে উপহাস শুধু হাসিবার?
দেবি! দেখিবে কি আর?

১০

দেবি! দেখিবে কি আর?
যদি গো আগের মতো, দেখিতে বাসনা ততো,
সত্যই সরলা প্রিয়ে থাকিতে তোমার,
তবে কি 'ভেরণ' গাছে, অত পাতা উঠিয়াছে?
দেখিতাম পথে আগে পাতা ভাঙা তার!
দেবি! দেখিবে কি আর?

১১

দেবি! দেখিবে কি আর?
সেদিন গিয়েছে কবে, আর কি সেদিন হবে,

দু-জনে দুপুরবেলা বুকে দু-জনার!
আঙিনা ভাঙিয়া মেয়ে, না আসিতে ঘরে ধেয়ে,
আগে গিয়ে কোলে নিয়ে চুমো খেতে তার,
বুঝিত না সে বালিকা চাতুরী তোমার!

১২

দেবি! দেখিবে কি আর?
তোমার বিরহানলে, কেমনে হৃদয় জ্বলে,
কেমনে নয়নে আজ বহে শত ধার,
তাই কি দেখিয়া সুখী, হতে চাও বিধুমুখি?
কাটা ঘায়ে নুন দিয়ে তামাশা তোমার!
দেবি! দেখিবে কি আর?

১৩

দেবি! দেখিবে কি আর?
নয়ন করিয়ে খালি, সকলি দিয়েছি ঢালি,
দিয়েছি সে শ্যামালতা ভিজায়ে তোমার।
দেখ গিয়ে পাতে পাতে, শুকায়ে রয়েছে তাতে,
আঁখিজলে মাখা আহা কত হাহাকার!
দেবি! দেখিবে কি আর?

১৪

দেবি! দেখিবে কি আর?
কোনায় দাড়িমগাছে, দেখ গিয়ে রহিয়াছে,
আলিঙ্গন ফিরে দিছি সকলি তোমার।
রাখিয়াছি ফুলে ফুলে, তোমারি চুম্বন তুলে,
ভাঙা বুকে রাঙা চুমা নহে রাখিবার।
দেবি! দেখিবে কি আর?

১৫

দেবি! দেখিবে কি আর?
আমি যে পাপিষ্ঠ অতি, তুমি অতি পুণ্যবতী,
চাহিলে লাগিবে পাপ নয়নে তোমার।
শত গঙ্গাজল দিয়া, দেও যদি ধোওয়াইয়া,
তবু এ পাপের দাগ নহে যাইবার।
দেবি! দেখিবে কি আর?

১৬

দেবি! দেখিবে কি আর?
কেন সে নিষ্ঠুর খেলা, ভাঙ্গাবুক ভেঙ্গে ফেলা,
কেন সে স্বপন পুনঃ দেখাও আবার?
লইয়ে শ্মশান বুকে, মহা নিদ্রা যাই সুখে,
দয়া করে ক্ষমা কর জাগায়ো না আর!
রমণি, তোমার নামে শত নমস্কার!

১৩ই ভাদ্র, ১২৯৮ সাল
শেরপুর, ময়মনসিংহ

নববর্ষ

১

এস বর্ষ! অনিবার্য বিধির আদেশে,
অবনত শিরে লই তোমার শাসন,
এত দুঃখ—এত কষ্ট—আছি এত ক্লেশে,
তথাপিও অশ্রু-মুখে করি সম্ভাষণ।

২

এস বর্ষ! আমি ক্ষুদ্র—আমি নরাধম,
ফিরিবে না গতি তব আমার ইচ্ছায়,
জীবন জলধি স্রোত ভীম পরাক্রম,
রোধিতে চাহে কি তারে ক্ষুদ্র বালুকায়?

৩

এস বর্ষ! দেখ এসে হৃদয় আমার
বুক ভরা মরুভূমি, কভু কি দেখেছ তুমি,
মরমের মর্মভরা হেন মৃদঙ্গার?
নিবিড় নিভৃত স্থলে, শিরায় শ্মশানে জ্বলে,
শোণিতে তরঙ্গশিখা উছলে তাহার?
মরা প্রাণ, বাঁচা দেহ, কভু কি দেখেছ কেহ,
আছে কি জগতে বল প্রাণী এ প্রকার?
দেখেছ কি প্রাণভরা হেন অন্ধকার?

৪

এ হৃদয় মরুভূমি দেখহ চাহিয়া,
ছোট বড় কত আশা, কত স্নেহ ভালোবাসা,
যৌবনে অঙ্কুরে বীজে গিয়াছে পুড়িয়া।
উদ্যম উৎসাহ শূন্য, নাহি পাপ, নাহি পুণ্য,
কেবল অনন্ত শূন্য হৃদয় জুড়িয়া!
এ হৃদয় মরুভূমি দেখহ চাহিয়া!

৫

দেখ চেয়ে এ হৃদয়,
সুখ নাই, শান্তি নাই, শুধু ছাই! শুধু ছাই!
নিরাশা সে ছাইগুলি, মুঠা মুঠা করি,
প্রাণে উড়াইয়া দেয় দিবস শর্বরী!

৬

প্রাণের নিরশ্রু সেই নিত্য অশ্রুপাত,
সে নীরব হাহাকার, সে রাক্ষস ব্যবহার,
আত্মার করুণ কণ্ঠে ছুরিকা আঘাত!
তব পূর্ব বর্ষ কত, করিয়াছে অবিরত,
অন্তরে অনন্ত হেন আগ্নেয় উৎপাত,
ভস্মশেষ দগ্ধবক্ষ দেখহ সাক্ষাৎ!

৭

এস বর্ষ!
আমি হে ভারতবর্ষ অধিবাসী নর,
বল হে ভবিষ্য ভাগ্য বজেট আমার,
বল মাস বর্ষ ফল, বল কত অশ্রুজল
কত পদাঘাত বক্ষে, কত হাহাকার,
প্লীহাফাটা মৃত্যু কত, কত বন্য পশু হত,—
নিরস্ত্র দুর্বল প্রজা সোদর আমার,—
লইয়া আসিলে কত হেন অত্যাচার?
কত শালগ্রাম শিলা, হারাইবে দেবলীলা,
কত সুরেন্দ্রের ভোগ হবে কারাগার?
ভারতের কত ছাত্র, বেত্রাঘাতে ছিন্নগাত্র,
সহিবে শৈশবপ্রাণে কত অবিচার?
বল ইল্‌বার্ট বিলে, 'এন্‌ড্রু' 'পেদ্রু' সবে মিলে,
করিবে দায়াদসূত্রে কত অত্যাচার?

আত্মশাসনের ছলে, শুষ্কপ্রাণে মরুস্থলে,
কত ভ্রমাইবে রূপে মৃগতৃষ্ণিকার?
কাতরে কাঁদিবে কত জননী আমার?

৮

এস বর্ষ! দুর্ভাগ্যের বল ভাগ্যফল,
কত আর অসহায়া, জননী ভগিনী জায়া,
কলঙ্কিত করিবেক সেনানীধবল?
কত আর চক্ষু খেয়ে, সে দৃশ্য দেখিবে চেয়ে,
কুক্কুরে চিবাতে দিতে হৃদ্মর্মস্থল?
হা কি লজ্জা! হা কি ঘৃণা বাঁচি না মরণ বিনা,
বরাহের ভোগচিহ্ন অঙ্কিত কমল!

৯

বল বর্ষ!
কত কোহিনুর আর হবে অপহৃত?
বল কত বরদার, দুর্ভাগ্য গাইকোবাড,
চাতুরী—'হীরক চূর্ণে' হবে নির্বাসিত?
অযোধ্যা সেতারা কত, অনুতাপে অবিরত
কাঁদিবেক মিত্রতায় হইয়া বঞ্চিত?
কত বা নিজাম খেদে, সুস্থ অঙ্গ ব্যবচ্ছেদে,
বেরার বিয়োগ শোকে হবে জর্জরিত?
কত রাজ্য রক্তচিহ্নে হইবে রঞ্জিত?

১০

নববর্ষ!
তব আগমন ফল বলহ বিশেষ,
সে দিন নাহিকো আর, তেজবীর্য গরিমার,
আগে ছিনু সিংহরাশি, আজি মোরা মেষ!
হায় রে ত্রিদিব দেবে, নির্মূলা নক্ষত্র এবে,
কলঙ্কিত শশধর, পতিত দীনেশ!
কারে সিংহাসন দিয়া, কোহিনুর পরাইয়া,
কোন্ চণ্ডালেরে তুমি করিলে নরেশ?
কারে বা করিলে মন্ত্রী, কোন্ শনি ষড়যন্ত্রী,
আরো কি নূতন ট্যাক্সে প্রজা হবে শেষ?
কোন্ অমঙ্গল গ্রহ, শস্যাধিপ হল কহ,
আরো কি দুর্ভিক্ষে তুমি পোড়াইবে দেশ?

বল হে বৈদ্যের ফল, কাঁপিতেছে বক্ষস্থল,
'বোমান্ট্' 'বৌটন্' বেশে হল কি প্রবেশ?
আরো কি চাষার প্রাণ, নিত্য করি বলিদান,
তুষিবে হে জমিদার রাক্ষস বিশেষ?
আরো কি ভারতবর্ষ হবে ভস্মশেষ?

১১

বল বর্ষ!
পিশাচী রাক্ষসী সুরা ব্যাদিত বদনে,
শৌণ্ডিকের মুক্তগৃহে, পল্লীতে পল্লীতে কিহে,
গ্রাসিবে গৃহস্থ দীন বালবৃদ্ধগণে?
অস্থিচর্ম করি শেষ, আফিঙে নাশিবে দেশ,
কাঁদিবে জননী জায়া—ধারা দু-নয়নে?
আরো কি গঞ্জিকা সিদ্ধি, পশুত্ব করিয়া বৃদ্ধি,
সাহায্য করিবে বল নিরয় পতনে?
কারে দিলে আবকারি দয়াহীন মনে?

১২

এস বর্ষ!
দুর্বল বাঙালি আমি, দুর্বল হৃদয়,
তোমার এ আগমনে, সুখ না হইল মনে,
সতত শঙ্কিত আছি কিসে যে কি হয়!
বঞ্চনার নিত্য নিত্য, বিশ্বাস করে না চিত্ত,
চুনে গেছে মুখ তেতে দধি দেখে ভয়!
যদি হে কুশলে রাখ, যদি শুভ এনে থাক,
দিব ধন্যবাদ তোমা যাবার সময়!

১২ই চৈত্র, ১২৯০ সাল
দেবনিবাস, ময়মনসিংহ

মগের মুলুক

বঙ্গদেশে আছে একটি স্বর্গপুর গ্রাম,
গাছগাছড়ায় ভরা তাহা নবীন ঘনশ্যাম।
রাঙামাটি পলাকাঠি খাঁটি সোনার মতো ;
টিলায় টিলায় ভুল হয়ে যায় মৈনাক শত শত।
উত্তরেতে রুপার রেখা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ;
মন্দাকিনীর মতো তাহার মন্দ মন্দ গতি।
দেবপুরনিবাসী কত দেবের দেহ ছাই,
মাখি বুকে মনের সুখে যখন সেথা যাই।
পুবের ধারে গাছের পাড়ে শ্যামল তপোবন,
চাঁপাবনে চাতক ডাকে চমকে উঠে মন।
কলশি কাঁকে আঁচল মুখে মেয়েগুলি আসে ;
পাতাঢাকা ফুলের মতো ফাঁপর হয়ে হাসে।
কেউ বা পড়ে কেউ বা ধরে উঠে ভিজা পায়,
পিছ্‌লা ঘাটে আছাড় খেয়ে কলশি ভেঙে যায়।
পুবের ধারে পথ ভরা বিলের সীমা নাই ;
পিপি ডাকে কোড়া ডাকে কালেম কড়্‌গাই।
উত্তরেতে হাজার হাজার বিশাল গজার বন ;
বাঘ ভালুকে বেড়ায় সুখে, খেলায় হরিণগণ।
গাছে গাছে ময়ূর নাচে পেখম ধরে কত।
পুচ্ছে তার তুচ্ছ করে ইন্দ্রধনু শত।
বারো মাসই ফুলের হাসি হয় না বাসি তায়,
ছায়াঢাকা স্নেহমাখা মায়ের মতন প্রায়।
নানান ছন্দে নানান গন্ধে শীতল বায়ু বয়,
নন্দনে চন্দনবনে মলয় মনে লয়।
টিলার পাশে ঝরনা বহে ঢালগড়ানে ভুঁই
দুধ খাইতে মায়ের বুকে কাপড় ঠেলে থুই।
ফাল্গুন মাসে আগুন হাসে সারা কানন ভরা
ধুঁয়ায় ধরায় দিক ছেয়ে যায় আকাশ আঁধার করা।

চৈত্র মাসে জোরবাতাসে উড়ে তুলারাশি,
পোড়া বনের পোড়া মনের শুষ্ক শ্বেত হাসি।

গ্রামের মাঝে রাজার বাড়ি ঘোড়াগাড়ি কত
ঠিক যেন সে রাবণরাজার লঙ্কাপুরীর মতো।
কিবা বাহার দক্ষিণে তার কোমল ঘাসের মাঠ,
মখমলের মছলন্দ পাতা বড়মানুষি ঠাট।
উত্তরে তার বড় দালান ধবলগিরি প্রায়,
মাথার উপর ধবল আকাশ ঠেলে উঠতে চায়।
বর্বরতার বিরাট ভবন ব্যভিচারের ঠাঁই,
ধর্মনাশের কর্মভূমি উহার মতো নাই!
কোঠায় কোঠায় ভরা ইহার সতীর হাহাকার,
পালঙ্কে পালঙ্কে কত কলঙ্ক তাহার।
গ্রামের ভিতর জোয়ান বৌ যাহার ঘরে রয়,
রাত আসিলে ভয়ে মরে কার বা কেড়ে লয়!
যমের মতো আছে কটা রাজার সেপাইয়েরা,
দিনের বেলা খবর করে রেতে ভাঙে বেড়া।
কিম্বা যখন ঘরের ছেঁচে যেন্ ফেলিতে যায়,
বাঘে যেমন গরু ধরে তেম্নি ধরে তায়!
মুখের ভিতর কাপড় ঠেসে দৌড়ে নিয়ে আসে,
এই দালানে একলা স্থানে ধর্ম তাহার নাশে!
পাপের এটা পাহাড়-খাড়া প্রেতের প্রিয়ভূমি,
কোন্ পাপে বা বক্ষে ধর স্বর্গপুর তুমি!
পশ্চিমেতে বিশাল দীঘি নীল আরশির মতো,
কালো জলে আকাশ ডোবা মরাল ভাসে কত!
তীরে তীরে খেজুরগাছের কাঁঠালগাছের সারি,
শানের বাঁধা ঘাট্‌লা শোভে পুবে রাজার বাড়ি।
অন্দরেতে ফুলের বাগান বন্দরের প্রায়,
গন্ধমধুর ব্যবসায় করে ভ্রমর বণিক তায়।
কালো জলে ঝরে তাহার কেলী কদম ফুল
বৃন্দাবনের নিন্দা করে কালিন্দীর কূল
দিবানিশি খেলে জলে লহর শত শত,
ঠিক যেন সে বরুণরানীর নীল আঁচলের মতো!
রাজার বাড়ির মেয়ে ছেলে বাঁধা ঘাটে নায়,
সদ্য ফোটা ভাদ্র মাসের পদ্মফুলের প্রায়!
অন্য তীরে গৃহস্থবৌ ঘোমটা মাথায় দিয়ে,
ভিজাবাসে বাড়ি যায় কলশি কাঁকে নিয়ে।

কিবা তাহার রূপের বাহাব মরি হায় হায়!
লণ্ঠনের ভিতরে যেন আলোক দেখা যায়।
কোনা ঘাটে সোনা-বৌ কলশি ভাসে জলে,
মন ভাসে তার আরেক ঘাটে নিমগাছের তলে!
বামের দিকে দামের উপর বক রয়েছে খাড়া,
সন্ধ্যা করে বামুনঠাকুর কোমর-জলে দাঁড়া।
দুজনেই চুপ করিয়ে মিটি মিটি যায়,
দুজনেরই ধর্ম সমান কর্ম সমান প্রায়।

পশ্চিমের পাড়ে রাজার ম্যানেজারের বাসা,
বেলবনে বকুলবনে কলাবনে ঠাসা!
বেড়ার উপর বেড়া তাতে দৃষ্টি নাহি চলে,
আছে একটি গুপ্ত পথ (সে) গভীর বনের তলে!
সুন্দরের সুরঙ্গের মতো আর এক মাথা তার ;
ম্যানেজারের মাথামুণ্ড বলব কিবা আর!
পশ্চিমেতে গৃহস্থবাড়ি লাগিয়াছে গিয়া,
পূর্বদিকের পুকুর পাড়ের কাঁঠালতলা দিয়া।
সে বাড়ির বিধবা নারী সেই বিদ্যাবতী,
মৎস্য মাংসে একাদশী নিত্য করেন সতী।
কোমরে তার চাবির শিকল গলায় সোনার হার,
অঙ্গুরিটি 'মনে রেখো' স্মরণ চিহ্ন কার!
মিশিমাখা বাঁকা দাঁত হাসে যখন তায়,
পাতিলের তলায় যেন আগুন লেগে যায়!
ম্যানেজারের চাকর একটি গয়লা ঘোষের পো,
খবর্দারি কর্তে গিয়ে নিজেও মারেন ছোঁ।

মালিনীর মালঞ্চখানি ম্যানেজারের বাসা,
সুন্দর সুরঙ্গপথে করেন যাওয়া আসা!
নাহি দিবা নাহি রাত্রি সকাল সন্ধ্যাবেলা,
ইচ্ছামতো করেন তাঁরা রঙ্গরসের খেলা!
নাহি লজ্জা নাহি ভয় নাহি ধর্ম বাধা,
রাজার উপরে রাজা সেজে নিজে গাধা!
বুদ্ধি মোটা সরু বোঁটা ছিঁড়ে গেছে তাই
কাজে কাজেই এখন ওটা একেবারে নাই।
ভালো কথা বলতে গেলে মন্দ বলে রাগে,
এমন একটা অন্ধ বলদ কলুর গাছেই লাগে!

মায়ের কথা মেয়ের কথা স্ত্রীর কথা বিষ,
পরের কথায় ক্ষেপা কুকুর মত্ত অহর্নিশ!
নিজের নাইকো বুদ্ধিসুদ্ধি পরের হাতে খায়,
পরের নাকে গন্ধ শোঁকে পরের চোখে চায়!
খসে গেছে চক্ষু কর্ণ জিহ্বা চরণ হাত,
কুঁড়ের যেন গুরুঠাকুর পুরীর জগন্নাথ।
বোধোদয়ের পুত্তলিকা জড়ের চেয়ে জড়,
পরের কথায় রামছাগলটা নষ্ট করে ঘর।
রাজার নাম 'গর্দভেন্দ্র' মন্ত্রী 'অঙ্গারক',
দু জনারই নামের অর্থ কামেতে সার্থক!
দু-জনারই রূপ গুণ বুদ্ধি বিদ্যা যত,
রাজ্যশাসন প্রজাশাসন বলব ক্রমাগত!
অত্যাচার অবিচার ব্যভিচারগুলি
একে একে যত কথা লিখব সবি খুলি।
ফাঁকে যাবে না অনুচর সহচরের দল,
কর্মচারীর ষড়যন্ত্র চাতুরী কৌশল!

ওয়ারেন্টের আসামি এক রাজার অনুচর,
ক-বার তারে পাঠায়েছে কলকাতা শহর
টাকা দিয়ে ঢাকা দিবে সম্পাদকের মুখ,
কে কোথা দেখেছ বল এমন আহাম্মুখ।
দু-একজনা থাকে যদি টাকার পরবশ,
কিন্তু অনেকেরই আছে সৎসাহস!
তাহাদের বাধ্য করা সহজ কথা নয় ;
তারা নহে জুগী জোলা অত ক্ষুদ্রাশয়!
লিখব এ রহস্যকথা নানান কথা আর,
ভুলবনাকো 'ভেড়া বানানো' 'কণিক-সূত্র তার'।
গ্রামের মাঝে নানান দিকে সড়ক বেড়া যত,
ঠিক যেন কুণ্ডলিত শেষ নাগের মতো!
পুবের দিকের সড়কটিই সবার চেয়ে সেরা,
দীপ্তিমন্ত ছায়াপথটি আকাশ যেন চেরা!
পুবে তাহার বামনবাড়ি দেওয়াল দেওয়া ঘর,
বড় মেয়ে ব্রজেশ্বরী জামাই দিগম্বর।
রাজার মেয়ে প্রাণেশ্বরী স্বামীর সে যে পর,
স্বর্গপুরের অপদেবতা সবাই রাখে ভর।

বাড়ির পুবে নূতন পুকুর জল থই থই করে,
পাড়ার লোকে যায় না তাতে রাজার তাড়ার ডরে।

তাহার উপর বনজঙ্গল আর এক উচ্চ টিলা,
ম্যালেরিয়ার রোগীর যেন পেটটা ভরা পিলা!
পশ্চিমে তার ভেরণ্ডা বেড়া বাগান শোভা পায় ;
সন্ধ্যাবেলা ফুলের সনে মানুষ ফোটে তায়!
লাল টুক্‌টুক্ লাল টুক্‌টুক্ ঠোঁট দু-খানি তার
অপবিত্র পাপের উহা জ্বলন্ত অঙ্গার!
বডি-জ্যাকেট্ পরা মাখা অডিকোলন তায়,
গন্ধ পেয়ে ফুল ফেলিয়ে ফড়িং পোকা ধায়!
বক্ষে নাই যে আঁচলখানি লক্ষ্য নাইকো তার,
চক্ষে শুধু লক্ষ লক্ষ কোনা-কাটা ঠার।
সন্ধ্যাকালের মন্দবায়ু উড়ায়ে নেয় চুল,
পাপের তরী পাইল পেয়েছে জোয়ার অনুকূল!
পদ্মমুখে মুচকি হাসি বাগান ভেসে যায়,
জাকাল গাছের রূপটি বটে মাকাল গাছের প্রায়!
সর্ব অঙ্গ ভরা তাহার গর্ব অহঙ্কার ;
রাজার বাতাস গায় লেগেছে রক্ষা নাইকো আর!
মনে মনে ভাবেন তিনি স্বর্গপুরের রানী,
পদাঘাতে চূর্ণ করেন ভারতবর্ষখানি!
জজ ম্যাজিস্টর লাটবাহাদুর সবাই গোলাম তার,
তার হুকুমে সূর্য উঠে নইলে অন্ধকার!
বাস্তবিকই স্বগপুরের এমনি দশা হায়,
রাজা যেন তাহার হাতে বানর নাচেন প্রায়!
দক্ষিণে তার বাহির-বাড়ি ঠাকুরঘরের কাছে,
গাড়ি যাওয়ার হাতি যাওয়ার দিব্য সড়ক আছে!
দিবারাত্র যখন ইচ্ছা বুল হুইস্কি পিয়া,
হাতিতে আসেন নন্দদুলাল চুরুট মুখে দিয়া।
বাঁশির বদল বন্দুক হাতে চূড়ার বদল হেট্,
সখা তাহার শশী সিং আর হাতির মাহুত মেট্।
হাতি যখন পৌঁছে গিয়া বাহির আঙিনা,
আগবাড়া সে বৃন্দাদূতী ব্রজেশ্বরীর মা!
বাড়ির ভিতর সবাই খাড়া বউ ঝি বুড়ো ছেলে,
আদর যতন কচ্ছে যেন ইষ্টিঠাকুর এলে।
এই খাতিরে নয়েবগিরি পেয়েছে বাপ ভাই,
লুটে খেলে দেশটা তারা হিসাব কিতাব নাই!
কে দেখেছে এমন পিশাচ এমন লক্ষ্মীছাড়া,
মেয়ে দিয়ে ভগ্নী দিয়ে ব্যবসায় করেন যারা।

পচা গোবর পচা গু পচা নরক খেয়ে,
গুবরে পোকা গুয়ের পোকা ধন্য এদের চেয়ে।
ঝাঁটাখেগো পাঁঠার বংশ কল্লে কিবা কাজ,
স্বর্গপুরের এ কলঙ্ক লিখতে লাগে লাজ।
বাহিরবাড়ি রাজার যখন হাতি দেখে খাড়া,
শঙ্কা ভয়ে চারিদিকে চমকে উঠে পাড়া।
ঘরের ভিতর সবাই ঢোকে কেউ না ফিরে চায়,
শত কার্য নষ্ট হয় কি আগুন লেগে যায়।
বাঘ-ভালুকও দেখলে অত কেউ না করে ডর,
পশুর চেয়ে পশু ওটা এমনি ভয়ঙ্কর!
দুষ্ট ছেলে ঘুম না গেলে ডেকে বলে মায়,
চোক বুজে থাক্ রাজার হাতি ওই যে দেখা যায়।
কি দুর্‌ভাগ্য হতভাগ্য ব্রজেশ্বরীর পতি,
ভাবতে গেলে পাষাণ গলে তার সে দুর্গতি!
থাকতে তাহার এমন নারী এমন রূপরাশি,
দুষ্ট রাহু চন্দ্র গিলে চকোর উপবাসী!
শ্বশুরবাড়ি আসতে সে যে দূরের কথা তার,
স্বর্গপুরে প্রবেশেরই নাইকো অধিকার!
রাজার প্যাদা রাজার সেপাই রাজার মানুষজন,
সীমান্তরে দেখতে পেলে করে আক্রমণ!
অর্ধচন্দ্র দিয়ে ঘাড়ে বিদায় করে দেয়,
সাধ্য কি তার পূর্ণচন্দ্র আর যে ফিরে নেয়!
ধরিয়াছে এলোকেশী মাধবগিরির মতো,
পাগল হয়ে দিগম্বর তাই কেঁদে বেড়ায় কত!
নাই কি দেশে এমন কেহ সাধু পুণ্যবান?
কথা ছেড়ে কাজ করেন ভারত পরিত্রাণ?
কোথা রে ভাই দেশহিতৈষী সম্পাদকের দল!
বঙ্গবাসী ভলান্টিয়ার মুক্তিসেনাবল!
অনেক দূরে রুশ আফগান ভয় কি এখন তার,
থামাও আগে স্বর্গপুরের দারুণ অত্যাচার!
বাঁচাও আগে গরিব প্রজা প্রজার কুলমান,
জাতি গেল ধর্ম গেল রক্ষা কর প্রাণ!
নষ্ট দুষ্ট ধূর্ত ক্রূর রাজার ম্যানেজার,
সোনার লঙ্কা স্বর্গপুরী কল্লে ছারখার!
নাইকো তাহার পাপপুণ্য দয়া ধর্ম জ্ঞান,
পুরানো পাপী ব্রহ্মদৈত্যি বেজাত কেরেস্তান!

মদমুগ্ধী নিত্য চলে পঞ্চমকার সব,
দেখলে পরে পাঁঠা ছাড়া হয় না অনুভব।
নিরেট বোকা গর্দভেন্দ্র বুঝতে নারি পারে,
আচ্ছা করে মদ খাইয়ে বশ করলে তারে।
ইয়ার দিল বেছে বেছে আপনা মানুষজন,
এনে দিল মদের পিপা লাগুক যত মণ!
বেশ্যা দিল ঘুষকি দিল আসর গেল জুটে,
আপনি এখন স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটেপুটে।

দল করেছে অঙ্গারক পাজি কজন মিলে,
দৈত্যাধম আর গড়ুর নেকো পোড়ামুখো হাড়গিলে!
ছাইমুখো আর দৈত্যদাস আর বিষ্ঠাখেকোর শেষ
নষ্ট এই পাজি কয়টা উজাড় কল্লে দেশ।
বোকাচন্দ্র গর্দভেন্দ্র বুঝায় তারে সবে,
আপনি যদি কার্য করবেন আমরা কেন তবে?
লম্বা লম্বা মাইনে পাব বসে খাব ছি!
আপনি করবেন পরিশ্রম তো লোকে বলবে কি!
এত বিভব, এত দৌলত, পেয়ে এত ধন,
খেটে মরলে এসব দিয়ে কোন্ বা প্রয়োজন?
মজা করুন দিবানিশি লাগুক উপভোগে,
কেন বৃথা ভেঙে মর্বেন মিথ্যা গোলযোগে।
সুখের সময় যাচ্ছে বয়ে এই তো সুখের দিন,
কলির মানুষ কদিন বাঁচে মজা করে নিন্।
বোকাচন্দ্র ধোঁকা খেয়ে পড়ে গেছেন ফাঁদে,
আটকে গেছে ব্যভিচার আর বিলাসিতার বাঁধে!
তাইতে করেন বদমায়েশি নানান দেশে ছুটে,
এদিকে তারা স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটেপুটে!
ছিল যারা হিতকারী প্রাচীন কর্মচারী,
অঙ্গারকের ষড়যন্ত্রে তাবা গেল হারি।
কেউ বা আছে হতভম্বা সাক্ষীগোপাল হয়ে,
'এত' মতো ডবল খাটনী পৃষ্ঠে বোঝা লয়ে।
গুমরে মরে কোন কথা বলতে নারে ফুটে,
এদিকে তারা স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটেপুটে!

নিরেট বোকা গর্দভেন্দ্র ব্যভিচারে মন,
নাহি শোনে প্রজার কান্না প্রজার আবেদন!
তবু যদি দুঃখী প্রজা তাহার কাছে যায়,

প্যাদা দিয়ে পাইক দিয়ে খেদায়ে দেয় তায়।
অত্যাচারের উৎপীড়নে অঙ্গারকের দল,
টাকার লোভে স্বর্গপুরী দিচ্ছে রসাতল।
পথে পথে গরিব প্রজা কচ্ছে হাহাকার,
পাপিষ্ঠদের পাষাণমনে দয়া নাইকো আর।
শিয়াল শকুন যতগুলা সকল গেছে জুটে,
শবের মতো স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটেপুটে।
অঙ্গারকের শালার শালা তস্য শালা যারা,
রাজার বাড়ির কর্মচারী এখন সবে তারা।
দেশীয়দের ন্যায্য দাবী গ্রাহ্য নহে আর,
তুঙ্গদ্বীপের পঙ্গপালে কচ্ছে অধিকার।
তবিল ভেঙে টাকা খেয়ে কেউ পলায়ে যায়,
বোকাচন্দ্র গর্দভেন্দ্র নাহি জানেন তায়!
হাজার হাজার কাঁঠালগাছ আর গজার শত শত,
বছর বছর চোরের দলে নিয়ে যাচ্ছে কত।
রাজার নামে জোর জুলুমে করে বেদখল,
নিজের নামে তালুক কিনছে জুয়াচোরের দল।
বনের জমা জলের জমা নজর জমা যত,
ভাগ করিয়ে পাটপারেরা খাচ্ছে অবিরত।
গজমূর্খ গর্দভেন্দ্র মদে মুহ্যমান,
হুঁশ হইলে কেবল বোতল গেলাস আন্।
একটুক যদি দেরি হয় কি পানের খসে চুন,
খেঙরামুখো খানসামাদের মেরে করে খুন।
কারে মারে এনে দিতে বুড়ার জোয়ান মাগ,
কে কোথা দেখেছ হেন আপ্তবল ছাগ।
বাস্তবিকই এটা যেন কুকুর কামাতুর,
সদা আছে কামে মত্ত পাপিষ্ঠ অসুর।
শীত গ্রীষ্ম নাইকো তাহার এমনি বারো মাস,
চোখ তুলে না চেয়ে দেখে নিজের সর্বনাশ।
অন্য দেশে যে সবগুলির অন্ন নাহি জোটে,
তারাই এখন স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটেপুটে!

স্বর্গপুর শান্তিপুর অধিবাসী তার,
শিষ্টশান্ত রাজভক্ত প্রজা তালকুদার।
অংশীদার জমিদার আছে যতজন,
সত্যব্রত ধর্মেরত উদার প্রাণমন।
তাদের সঙ্গে দুষ্টমতি রাজার ম্যানেজার,
মিছামিছি মোকদ্দমা লাগায় অনিবার।

খাজনাখানা খালি কল্লে নানা মামলার ছলে,
মহাসাগর শুকিয়ে যায় ফুটা কল্লে তলে!
নিরেট বোকা গর্দভেন্দ্র বিরাট বুদ্ধিমান,
দস্তখতই করেন শুধু চোখ তুলে না চান।
বড়মানুষ হয়ে গেল যত মজুর মুটে,
মজা করে স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটেপুটে!
অজচন্দ্র অঙ্গারকের বন্ধু অতিশয়,
জালজালিয়াত জুয়াচোরের গুরুমহাশয়!
তারি নামে অঙ্গারক তার চুরির টাকা সব,
কর্জ লাগায় রাজার কাছে রাজা কি গর্দভ!
হাত বদলে নিজের টাকা নিজে করে ঋণ,
গাধার গাধা তস্য গাধা এমনি বুদ্ধিহীন!
মাথায় বুঝি মগজ নাইকো কেবল ভরা গু,
পায়খানার গামলাটার মতো বিষ্ঠাভরা থু!
জালজালিয়াত চোরচোট্টা সকল গেছে জুটে,
সোনার পুরী স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটেপুটে!

গাধার গায়ে তাত লেগেছে মগের মুলুক পড়ে,
লেখকেরে মারতে চাহেন পথেঘাটে ধরে।
বিনাদোষে কারে কারে ঘর জ্বালায়ে দিয়া,
স্বর্গপুর হতে চাহে দিতে খেদাইয়া।
খুলে দেখে পোস্টাপিসে চিঠিপত্র যত,
পয়সা খেয়ে পোস্টমাস্টার হচ্ছে অনুগত।
কারো কারো চিঠিপত্র নষ্ট করে ফেলে,
সাবধান হে পোস্টমাস্টার, যাবে কিন্তু জেলে।
কেহ কেহ পত্র নাহি লেখে রাজার ভয়ে,
চোরের মতন আছেন তাঁরা জড়সড় হয়ে।
এসব বুদ্ধি অঙ্গারকের, বেজায় বুদ্ধিমান,
কাপড় দিয়ে দীপ্ত আগুন ঢেকে রাখতে চান।
বেশি নাকি লজ্জা হয় তার জানলে দেশী লোকে,
কেটোর মতো লম্বা গলা পেটের ভিতর ঢোকে।
দম্ভ করে স্বর্গপুরে হামবড়া পণ্ডিত,
খোঁয়াড় খুঁজলে এমনি চোয়াড় মিলবে কদাচিৎ।
চন্দ্রনাথ আর বঙ্কিমচন্দ্র নবীন হেম অক্ষয়
বলে বেড়ান তাহার কাছে সবাই পরাজয়!
এমন করে বুঝায়েছে গাধা রাজাটাকে,
কাজেই সেটা এ সকলকে তুচ্ছ করে থাকে।

এমনি খোঁচা খোঁচাইব বুঝবে প্রাণে প্রাণে,
দেখাইব আর কেহ কি কলম ধরতে জানে।
মরণকালে ঘটে না কি বুদ্ধি বিপরীত,
গর্দভেন্দ্রের সেই দশা ঘটেছে নিশ্চিত!
তরু গ্রামে খুন করিয়ে সাহস গেছে বেড়ে,
তাইতে এখন বনমেড়াটা যারে তারে তেড়ে!
হাতি দিয়ে ঘর ভাঙিয়ে ঘর জ্বালাইয়া দিয়া,
কত লোককে দেশ থেকে দিলে তাড়াইয়া।
নিরুদ্বেগে নিষ্কণ্টকে এত বুদ্ধি তাই,
জানে না যে শিমুলগাছে পোঁদ ঘষিতে নাই!
দে দেখিয়ে ঘর জ্বালায়ে সাধ্য যদি থাকে,
দেখব তোর ও বড় দালান কার বা বাপে রাখে,
ইট হইতে ইট খসাবে চুন হইতে চুন,
বৃটিশ রাজা রাখতে প্রজা এমনি সুনিপুণ!
হাতে দিবে লোহার কড়া পায়ে দিবে বেড়ি,
কোথা রবে বুল হুইস্কি কোথা রবে সেরী।
জুড়ে দিবে ঘানিগাছে বলদ, পঞ্চানন,
গাধা রাজার তেল বেচিবে পঁচিশ টাকা মণ!
ভরিছে তোর পাপের ভরা আর তো বাকি নাই,
এখন বাকি সোনার লঙ্কা পুড়ে হবে ছাই!
দিকে দিকে জ্বলছে আগুন সতীর অভিশাপ,
বজ্রনাদে গর্জিছে তোব মাথার উপর পাপ!
কোটি মৃত্যু উৎপীড়িত প্রজার পাছে পাছে,
কোটি হস্ত ধর্তে তোরে হাত বাড়ায়ে আছে!
কোটি নরক রক্তপুঁজে ভরছে কোটি গুণ,
ব্রজেশ্বরীর গর্ভে যেসব হত্যা কল্লি ভ্রূণ।
কোটি সর্পে ঊর্ধ্বে ফণা গর্জে বলাৎকার,
রক্ষা নাই রে কলির মেডা কলির কুলাঙ্গার!

জ্ঞানবন্ত বুড়ো রাজা কর্মে মতিস্থির,
রামের মতো প্রজাপ্রিয়, ধর্মে যুধিষ্ঠির!
দেশের হিতে প্রজার হিতে আকুল ছিল প্রাণ,
অকাতরে অর্থরাশি করিয়াছে দান!
কৃষি শিল্প ব্যবসায় আদি আসল যাহা কাজ,
তাহার তরে কত যত্ন করত মহারাজ!
জ্ঞানধর্ম শিক্ষা দিত সমাজ সংস্কার,
কন্যাপণ ভ্রূণহত্যা প্রজা বহুদার!

জলকষ্ট অন্নকষ্ট রোগের উৎপীড়ন,
অর্থব্যয়ে শরীরকষ্টে করত নিবারণ!
ডাক্তারখানা স্কুল সভা পুকুর শত শত
স্বর্গপুরে করেছিল সড়ক সেতু কত!
নিত্য যজ্ঞ অন্নকূট বিশাল অতিথিশালা,
দেবদেশের কণ্ঠশোভা কীর্তি-কুসুমমালা!
অবিচ্ছেদে অবারিত ছিল দয়া দান,
মাতৃভাষায় ছিল তাহার যত্ন সুমহান!
অন্নবস্ত্র পেত কত অনাথ পরিবার,
স্বর্গপুরের কল্পতরু নাই সে এখন আর!
কূটবুদ্ধি ধূর্ত বেটা মন্ত্রী ভয়ঙ্কর,
পাপপুণ্য জ্ঞানশূন্য যমের অনুচর।
বুড়ো রাজায় বিষ খাওয়ায়ে কন্নে তারে হত,
সেসব তত্ত্ব গোপন সত্য লিখব ক্রমাগত।
আপনি এখন স্বর্গপুরের রাজা মহারাজ,
শত্রুহস্তে স্বর্গরাজ্য লুটে নিচ্ছে আজ!
গজভুক্ত কপিত্থ বা শোথ রোগীর প্রায়,
ভেড়াকান্ত গর্দভেন্দ্র সর্বস্বান্ত হয়।
স্বর্গপুরে ছিল আগে উচ্চ বিদ্যালয়,
খেতে পেত পবতে পেত ছাত্র সমুদয়।
হারামজাদা অঙ্গারক সে স্বর্গপুরে গিয়া,
মূলসুদ্ধ বিদ্যালয়টি দিচ্ছে উঠাইয়া।
নাইকো এখন পাঠশালাটি ক-খ শিখতে ঠাঁই,
ছেলেপিলের তরে কাঁদে দেশের লোকে তাই!
লেখাপড়া শিখলে লোকের চোখ ফুটিয়ে যাবে
অবিচারের অত্যাচারের দোষ ধর্তে চাবে।
পারবেনাকো করিবারে যখন খুশি যা,
জোরজুলুমে চাঁদা মাথট আদায় হবে না!
রাজোপাধি মেয়ের বিয়া বাইখেমটা নাচে,
জজ-ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব লোকের শিকারখানা আছে।
হবেনাকো আদায় এতে নানান আবুয়াব,
পাবলিক ওয়ার্ক রোডসেসে দেড়াদুনা লাভ।
হাতি দিয়ে ঘর ভাঙিয়ে ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া,
জোরজুলুমে পরের তালুক দখল করে নেওয়া।
ধোপা নাপিত বন্ধ করা সভা সমাজ আর,
কয়েদ করে জরিমানা আদায় হবে তার!

কঠিন হবে স্বেচ্ছাচার ইচ্ছা পূরাইতে,
প্রজার ঘরে নিত্য নূতন বৌ-ঝি কেড়ে নিতে!
বুঝতে পেলে আপন স্বত্ব আপন সাহস বল,
ভেঙে দিবে বদমায়েশি-বঞ্চনা কৌশল!
ফুঁয়ে ছিঁড়ে যাবে তখন কোথায় কণিক সূতা,
পোড়া মুখে মারবে উহার পটাস্ পটাস্ জুতা!
এই ভয়ে অঙ্গারক সে স্কুল উঠায়ে দিছে,
সঙ্গে সঙ্গে আরেক ভয় দূর হয়ে গেছে।
মাস্টার পণ্ডিত শিক্ষিত লোক থাকলে দেবদেশে,
গর্দভেন্দ্র যদি গিয়া তাদের সঙ্গে মেশে!
ভয় ছিল তার মনে মনে তারা দিবে খুলি,
ভেদা মুখো বনবলদের চক্ষে বাঁধা ঠুলি।
চোখ থাকিলে মুখের গরাস কেড়ে নেওয়া ভার,
তাই করেছে স্বর্গপুরে দারুণ অন্ধকার।
কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদি প্রজাহিতের তরে,
স্বর্গপুরে বুড়ো রাজা যত্নে সভা করে।
ব্যয় করিত তাতে কত অর্থ রাশি রাশি,
অঙ্গারক তা তুলে দিল স্বর্গপুরে আসি।
কল্লে বেটা আরেক সভা কুশলকারী নাম,
কৌশল করে সিদ্ধ কল্লে নিজের মনস্কাম।
নিজের দেশের কুটুম যাদের জলকষ্ট ছিল,
হাজার কয়েক টাকা নিয়ে পুকুর কেটে দিল।
স্বর্গপুরের ভিটায় পুকুর নাই হস্ত গাধা,
জলকষ্টে প্রজা মরে মন্ত্রী হারামজাদা।
নাই সে এখন কৌশল করা কুশলকারী আর,
স্বার্থসিদ্ধি হয়ে গেছে দরকার কি তার?
পরিষ্কৃত সড়কগুলি লোহার কাঁকর ঢালা,
স্বর্গপুরের কণ্ঠে ছিল মরকতের মালা!
সাদা সাদা সেতুগুলি দেখা যেত হায়,
মধ্যমণি মুক্তা যেন যুক্ত ছিল তায়।
নাই সে এখন বাহার তাহার বনজঙ্গলে ঢাকা,
বর্ষাকালের বিতিকিচ্ছি দারুণ কাদামাখা!
কত জা'গা ভেঙে গেছে নাই সে শোভা আর,
যত্ন বিনা ছিন্ন আহা রত্ন মণিহার!
যাদের বাড়ি দেখতে ভাল নূতন বৌ ঝি আছে,
কুটনী না ঘেঁষিতে পারে যাদের বাড়ির কাছে,

তাদের বাড়ির ঘরের ছেচে কোনার পেছন দিয়ে,
বিনা কাজে নূতন সড়ক নিচ্ছে বাঁধাইয়ে।
হাতি চড়ে দেখবে গাধা হারামজাদা আর,
ভদ্রলোকের শুদ্ধ ঘরের শুদ্ধ পরিবার।
আঁখির ঠারে যদি পারে ধর্তে তারে হায়,
পাহাড় ভেঙে মণি নিবে এমনি অভিপ্রায়!
দুষ্টবুদ্ধি অঙ্গারক সে পাজির বাহাদুর,
দৈত্যদানব হতে অতি অত্যাচারী ক্রূর।
তিনশো গাঁয়ের রায়তগুলি ছিন্নভিন্ন করি,
অন্নাভাবে মরিছে সবে হরি হরি হরি!
জমার জমি নাইকো কারো প্রজার হাহারব,
যাদের জমি তাদের কাছে বর্গা দিবে সব।
অধিক ফসল উসল করে কুশল চোরের দল,
ভাগ করিয়ে যাচ্ছে নিয়ে চাষার আশার ফল।
গজমূর্খ রাজাও না খাজনা তাহার পায়,
চোখ বুজিয়ে অন্ধ বলদ সজ্‌না খাড়া খায়!
স্বর্গপুরে বঙ্গভাষার করতে আলোচনা,
বিজ্ঞাপনে সভা আছে কার্যেতে কল্পনা!
জন্মে কভু হয় নাইকো অধিবেশন তার,
সত্য বলে নাম দিয়েছে অনেক মহাত্মার।
ইহা কেবল দুষ্ট ফন্দি অভিসন্ধি ভরা,
গাধার মাথায় হাত বুলায়ে টাকা চুরি করা।
খরচ লিখে হাজার টাকা অমুক গ্রন্থকার,
অমুক গ্রন্থ খরিদ হল হাজার কপি তার।
একশো টাকার বই কিনিয়ে নয়শো টাকা নিল,
পঁচিশ টাকা পুরস্কারে একশো টাকা দিল!
কোন গ্রন্থকারের সঙ্গে চুক্তি করে নেয়,
দশটি হাজার খরচ লিখে দুইটি হাজার দেয়!
চোখ তুলে না চেয়ে দেখে গণ্ডমূর্খ গাধা,
রাজার ভাণ্ডার লুটে নিল মন্ত্রী হারামজাদা!
বঙ্গদেশে অঙ্গারকের নাইকো যুড়ি মিল,
আত্মীয় পত্রিকা লিখে লেখক চিন্তাশীল!
কবিতা প্রসঙ্গ আদি সমালোচন আর,
রঙ্গরসে উপন্যাসে অঙ্গভরা তার!
আলোচনা করবে এতে উক্ত সভার বই,
চারিছত্রে বিজ্ঞাপন তার মুখপত্র হই!

এই ফাঁকিতে একশো টাকা মাসিক খরচ নিলে,
অথচ তায় একটি মাত্র আলোচনা দিলে!
সেটি কিন্তু আত্মীয়ের আপনা আলোচনা.
কল্যর গাছের অন্ধ বলদ বুঝতে পেল না।
তাতে আবার বছর দুইয়ে দুই এক সংখ্যা তার,
বার কবিয়া ধূম্রকেতুর লাঙ্গুল অবতার ;
গাধার চক্ষে বুলাইয়া এমনি ধাঁধা দেয়,
বারো মাসের সকল টাকা উসল করে নেয়!
খাজনাখানায় হারামজাদা ডবল খাতা রাখে,
মিথ্যা কথা বুঝায় তাতে গাধা রাজাটাকে!
পাঁচ হাজারে পঁচিশ হাজার খরচ লিখে নেয়,
চৌদ্দ বছর হয়ে গেল নিকাশ নাহি দেয়!
গজমূর্খ গর্দভেন্দ্র বুঝতে পারে ছাই,
এগ্রিমেন্ট লিখে দিচ্ছে নিকাশ দাবী নাই!
এমন ছাগল এমন পাগল কোথা আছে আর,
ধন্য ধন্য বুদ্ধিটা ওই বন্য বলদটার!!
বদের হাঁড়ি চালাক ভারি দুষ্ট ম্যানেজার,
বদ্‌নামী ঢাকিতে দেখ ফন্দি কেমন তার।
খোশ্‌নামী লেখায়ে যেটা আপনা মানুষ দিয়া,
পত্রিকাতে মিথ্যা কথা দিচ্ছে ছাপাইয়া!
টাকা দিয়া কচ্ছে আবার কারে কারে বশ,
লিখছে তারা অঙ্গারক আর গাধার কত যশ!
স্বর্গপুরে যারা আসল গুহ্য কথা জানে,
তুচ্ছ করে তারা এসব নাহি তুলে কানে!
ঘুস খাইয়া ছাপায় এসব সম্পাদক যারা,
পশু বলে তাদিগকে নিন্দা করে তারা!
শিয়াল কুকুর হতে ভাবে ক্ষুদ্র নীচাশয়,
দেশের শত্রু জাতির শত্রু সমাজ করে ক্ষয়।
পাপের করে সহায়তা পাপীর বাড়ায় বল,
ধর্মনাশা কর্ম ওদের ধরায় অমঙ্গল।
চক্ষু টেরা কার্যে মেড়া বুদ্ধি বিপরীত,
স্বর্গপুরে ছিলেন আগে মগাই পণ্ডিত।
ভাগ্যদোষে হতভাগ্যের কুবুদ্ধি ঘটিল,
গাধাটাকে বুদ্ধি দিয়া অঙ্গারকে নিল।
দুষ্ট অঙ্গারক কিন্তু স্বর্গপুরে গিয়া,
তারেই আগে তাড়াইলা রক্তা মুখে দিয়া!

পাণ্ডাহীন পণ্ডিতটার নাইকো মানামান,
ঘৃণা পিত্তি নাইকো কিছু অশ্ব অণ্ড জ্ঞান!
আবার এখন অঙ্গারকের চরণ লেহন করে,
ভিক্ষা মেগে নিচ্ছে ছেলের উপনয়ন তরে।
প্রকৃতিতে লিখছে পত্র প্রমাণ দিতে তাই,
অঙ্গারক আর গাধার মতো বঙ্গদেশে নাই।
গর্দভেন্দ্র অতি বুদ্ধি বিচার বিলক্ষণ,
প্রমাণ—বেছে আনছে এখন চোরা মন্ত্রীগণ।
গর্দভেন্দ্র স্থিরমতি বুদ্ধি অচঞ্চল,
প্রমাণ—জেনে জবাব দেয় না জুয়াচোরের দল।
গর্দভেন্দ্র কার্যদক্ষ কার্যপটু ভারি,
প্রমাণ—নিজে নাহি দেখে নিজের জমিদারি।
গর্দভেন্দ্র সুবিচারী প্রজার প্রিয় অতি,
প্রমাণ—তাদের গৃহ জ্বালায়, হরে কুলবতী!
গর্দভেন্দ্র ধর্মবন্ত সাধুসদাশয়,
প্রমাণ—পঞ্চ ম-কার বিনা মুহূর্ত না বয়।
গর্দভেন্দ্র দাতা লোকে নিন্দা করে মিছে,
প্রমাণ—প্রতিবাদ লিখতে পাঁচশো টাকা দিছে!
কারে দিছে টাকার তোড়া লিখতে ইতিহাস,
নিজের খ্যাতি লিখবে তাতে আসল অভিলাষ।
বদনামীতে দেশ ছেয়েছে মুখ দেখানি দায়,
তাইতে বিড়াল মাটি দিয়া গু ঢাকিতে চায়!
পায়খানাতে আতর মাখলে পবিত্র না হয়,
নামাবলী গায় দিলে চোর তো সাধু নয়!
শুদ্ধ হয় না কুকুর যদি গঙ্গাজলে নায়,
আজন্ম যে এঁটোকাঁটা শুক্‌না বিষ্ঠা খায়!
শূকর হয় না সন্ন্যাসী তো কুশের গোড়া খেলে,
বানর হয় না ভোলামহেশ বিল্বতলে গেলে!
হবিষ্যান্ন খেলে বেশ্যা সাধ্বী সতী নয়,
চন্দনে মাখিলে নোড়া শালগ্রাম না হয়।
গিল্‌টি করে টিনের উপর যেমন থাকে টিন,
তেম্‌নি গাধা হারামজাদা আছে চিরদিন।
টাকা দিয়ে কেবল ওরা কীর্তি কিনতে চায়,
ভাড়া দিয়ে লোক রাখিয়ে খোশ্‌নামী গাওয়ায়!
এদের যদি জীবনচরিত লিখতে কেহ চাও,
ছদ্মবেশে আগে তবে স্বর্গপুরে যাও!

সঙ্গে নিয়ো মগের মুলুক দেখো মিলাইয়া,
প্রতি ছত্র প্রতি শব্দ প্রতি অক্ষর দিয়া।
একটি চুলও ফাঁক যাবে না মিলবে অবিকল,
গজমূর্খ গর্দভেন্দ্র অঙ্গারকের দল।
কিন্তু যদি ঘুস খাইয়ে বেকঁশ হয়ে যাবে,
ভদ্রলোকের কাছে তবে উচিত শিক্ষা পাবে!
অঙ্গারকের জামাই একটা নীলের দোসর,
বিষ্ঠাখেকোর গুষ্টি সেটা মর্কটপাড়া ঘর।
পাগড়িপরা পরামানিক সিংহনগর থাকে,
দিনের বেলায় বটতলাতে ফিরে পাকে পাকে!
কার্যে সেটা অষ্টরম্ভা হতভম্বা অতি,
পায় ধরিয়া সঙ্গে থাকে ঢাকের বাঁয়ার গতি।
গাধার আনছে সুপারিশ যাহার তাহার কাছে,
কারো বাড়িতে চুল দাড়ি কি বৃদ্ধি হয়ে আছে।
নূতন নাপিত যশোব্যাপিত সবাই জানে যে,
বঙ্গদেশী চিন্তাশীলের জামাই বটে এ!
কিন্তু বেটার ভাগ্যদোষে অজ্ঞ জেলাবাসী,
যোগ্য জেনে কেউ কোনদিন ক্ষৌর হয় না আসি!
বিনাকাজে বানর কভু স্থির থাকিতে নারে,
তাইতে নানা বদমায়েশি চাহে খেলিবারে!
উকিল দেখলে বলে যদি প্রকৃতিটা ছাড়,
গাধার উকিল করব টাকা যত নিতে পার।
মগের মুলুক লেখে যে তার নিন্দা করা চাই,
টাউন হলে বক্তৃতা দিবে গাধার তুল্য নাই।
মোক্তারকে অঙ্গারকের মোক্তারনামা দিয়া,
বেল্লিকি বক্তৃতা করে বটতলাতে গিয়া!
ডাক্তারকে বলে যদি দেবধাম না যাও,
গাধার বাড়ির ডাক্তার দেখ কেমন টাকা পাও।
শ্বশুর আমার গর্দভেন্দ্রের মন্ত্রী জাম্বুবান,
দিতে পারেন তিনি যারে দিতে যাহা চান!
গাধাটা তো সাক্ষীগোপাল কোন শক্তি নাই,
কেউ না বোঝে ওটা আসল ষাঁড় কি বলদ গাই!
নীলবানরের বুদ্ধি দেখে লোকে হেসে মরে,
তবু বানর পাড়ায় পাড়ায় কিচিরমিচির করে।
সিংহনগর হতে দূরে নহে স্বরগপুর,
সবাই চিনে গর্দভেন্দ্র রাজা বাহাদুর।

অঙ্গারমুখো অঙ্গারককে সকল লোকেই চিনে,
বুদ্ধিকৃশ কদর্য গর্দাভচন্দ্র বিনে।
স্বর্ণপুরের কুপুত্র এক পিশাচ দৈত্যাধম,
মাতৃঘাতী ভ্রাতৃদ্রোহী প্রেতের নহে কম!
স্বর্ণপুরের পশ্চিমে তার চন্দ্রনগর বাড়ি,
হারামজাদা অঙ্গারকের প্রধান সহকারী!
জাতির শত্রু জাতির শত্রু সবার শত্রু সেই,
জন্মভূমির মহাশত্রু তাহার তুল্য নেই!
পাজি বানর অঙ্গারকের সঙ্গে গিয়া মিলে,
আপনা ঘরে হতভাগা আপনি আগুন দিলে!
আপনা হাতে পরে মূর্খ আপনা গলে ফাঁস,
আপনা হাতে করে পাজি আপনা সর্বনাশ!
এই তো বেশি দুষ্টবুদ্ধি বদমায়েশের গোড়া,
ওর কপালে নাগড়া জুতা ভাঙছে পঁচিশ জোড়া!
নিত্য নিত্য স্বর্ণরাজ্যের অধিবাসিগণ,
গৃহভেদী বংশনাশা ভীষণ বিভীষণ!
ওই শিখায়ে মন্দ ফন্দি, ওই শিখায়ে কল,
টাকার লোভে স্বর্ণরাজ্য পুড়ছে অবিরল!
গরিব প্রজা নীরব হয়ে কাঁদছে ঘরে ঘরে,
গোষ্ঠীর উহার কোষ্ঠী খুলব আরেক হপ্তা পরে।
অঙ্গারকের মেয়ে একটা ডাগর ডাগর চোখ,
চাইলে পরে অহার পানে সবাই গিলে ঢোক!
আধা খোলা আধা আলুলা চুলের আগে বাঁধ,
বৈশাখের মেঘকড়ানো একাদশীর চাঁদ।
কখনো বা বসে গিয়ে ফুরফুরায়ে উড়ে,
হাঁস যেন বাহু তুলে মুখের কাছে ঘুরে!
এই থাকে তার মাথার কাপড় এই টেনে নেয়,
শারদ মেঘে আচমকা যেমন চাঁদ লুকিয়ে দেয়!
চাউনি তাহার কাউনি পেলে বাড়ি ছেড়ে যায়,
শূন্য নভে আলেয়া যথা গাছের আগে ধায়!
কত কথা বলে কণ্ঠে কুণ্ঠিত জড়ো তাঁর,
চৈনিত্রাকের অদ্বিম যেন চক্ষু দুইটি তার।
বক্রিম বাঁকা মুচকি হাসি ঠোঁটে আছে লেগে,
আপনি বিলায় যারে তারে নিতে হয় না মেগে।
গালভরা তার গোলাপগাঁদা মুখভরা তার মধু,
বুকভরা তার বদান্যতা ঠাঁই পায় না বঁধু!

বোপদেবের মুগ্ধবোধ উপদেবতার তরে,
সাগরপানা ডাগর চোখে নাগর টাকা পরে।
গর্দভেন্দ্র যায় যখন সে অঙ্গারকের বাসে,
মেয়ে নিয়ে পত্নী নিয়ে নিজে তখন আসে!
কিবা বাহার শোভা তাহার মুনির মন ভোলে,
বসন্ত যেন বসেন এসে ফুলের দোকান খুলে!
কেউ মালতী কেউ সেঁউতি কেউ বা যূথী ফুল,
কেউ বা ফোটা কেউ ঘোমটা কেউ নবমুকুল!
দেখলে এমন ফুলের বাজার গাধা রাজার থাক,
মদন বাজার তাকে পড়ে, সবার লাগে তাক্!
কিবা তাদের কথার ভঙ্গি, কিবা তাদের ভাব,
গর্দভেন্দ্র মনে করেন উপরি এটা লাভ!
মেয়েগুলি কখন কখন এদিক ওদিক চায়,
ফাল্গুন মাসে নীলআকাশে উল্কালতার প্রায়!
দু-চার কথা কয়ে মন্ত্রী আপনি দূরে ভাগে,
গাধার গায়ে তখন ধীরে ফুলের বাতাস লাগে!
রুপার বাটায় ছাঁচিপানের আতরমাখা খিলি,
দুই বোনেতে ঝগড়া করে তুই কেন লো দিলি?
গাধা রাজার হাতে তুলে সবাই দিতে চায়,
গাধা চাহে বাজ্যটা দেয় ঢেলে ওদের পায়!
কপট রাগে ফেলতে বাগে কেউ বা করে মান,
ঝড় লেগে লড়ছে যেন রসের সরাখান!
ধীরে ধীরে মন্ত্রী নিয়ে ষড়যন্ত্র করে,
কে ডাকিল বলে পড়ে অন্য ঘরে সরে!
লজ্জা পেল লজ্জা পেয়ে পাছে পাছে তার,
পরিবর্তে বোতল গেলাস আস্‌ল দুজনার!
মুখ ঢাকিল মলিন রবি অস্তাচলে পশি,
হারামজাদার ঘরে গাধার মদন চতুর্দশী!
কেবা কুত্র বণিকসূত্র দেখছ এমন ভাই,
পুরীষমূত্র অঙ্গারকের বিষয়বোধ নাই।
মেয়ে দিয়ে গাধাটাকে কচ্ছে কেমন বশ,
চারদণ্ডে আদায় করে চৌদ্দ হাজার দশ!
গাধা ভাবে স্পর্শ মাত্র পূর্ণ মনস্কাম,
স্বর্গরাজ্য নহে ইহার এক মিনিটের দাম!
অতিক্ষুদ্র একটা রাজ্য লুটেপুটে নেয়,
শত স্বর্গ অঙ্গারক তো হাতে হাতে দেয়!

ছদ্মবেশী হৃদপাজি বিষম নচ্ছার,
বেহায়া বেল্লিক বেটা ভণ্ড ম্যানেজার!
বদমায়েশ বজ্জাত ধূর্ত দারুণ লঙ্কাপোড়া,
বকের মতো ঠকের ধর্ম দুষ্ট নারী-চোরা!
মায়ের শ্রাদ্ধে শতে শতে দধি ক্ষীর নিল,
একটা পয়সা গোয়ালাদের মূল্য নাহি দিল!
স্বর্গনরক কোথায় গেল অঙ্গারকের মা,
অনেক ভেবে দেশের লোকে বুঝতে পেল না!
বাস্তবিকই পাজি কেবল কামের দ্বারের ষাঁড়,
নাই তার অসাধ্য কিছু এমনি জানোয়ার!
—বিনে ভাব জোটে না চিন্তা নাহি ফুটে,
—বাতাস নইলে ভাষার তরঙ্গ নাই উঠে।
ভাবের সঙ্গে জোয়ার আসে মাগী-আঁখি ঠারে,
মাগীর গন্ধে অন্ধ পাঁঠা মত্ত একেবারে।
মাগীর জন্য চিন্তাশীলের সদা চিন্তা তাই,
আত্মীয় পত্রিকা লিখবে নূতন মাগী চাই!
কুট্‌নী আছে মাইনে করা মাগীর জোগান দেয়,
দল করিয়ে বল করিয়ে বৌ-ঝি কেড়ে নেয়!
রাজা নাহি নালিস শোনে গণ্ডমূর্খ গাধা,
যণ্ডামিতে দেশ নাশিল মন্ত্রী হারামজাদা!
বাসার কাছের মাগী কেবল অসময়ের সাথী,
শরীর ফুলা ধুলা তোলা বর্‌ম দেশী হাতি!
মিছে তারে বয়ে মরে সদাসর্বক্ষণ,
বিলাতি ঢাকের মতো বাজায় আরেকজন।
ব্যভিচারের বিতিকিচ্ছি বিশাল মহাঝড়ে,
স্বর্গপুরে স্বর্গ নরক উথল পাথল করে!
মগের মুলুক পড়ে গাধার জেদ গিয়েছে বেড়ে,
আবার নাকি বৌ-ঝি পাড়ার আনছে কেড়ে কেড়ে!
হাতির উপর হস্তীমূর্খ যদি দেখা দিল,
জোড় হাত পড়ে পাড়ায় ওই নিল নিল!
দৌড়ে সবে ঘরে উঠে কাপড়চোপড় ফেলে,
পাগলা শিয়াল পাগলা কুকুর দেখতে যেমন পেলে!
সর্বদাই শশব্যস্ত স্বর্গপুরবাসী,
ভেবে মরে কার বা ঘরে কখন ঢোকে আসি!
জোয়ান মেয়ে জোয়ান বৌ সবার গলগ্রহ,
অমৃতকে বিষ ভাবিয়া কোথায় থাকে কেহ!
যাহার ঘরে ফোটে যখন রূপের পদ্মফুল,

বুকের রক্ত শুকায় তাহার মাথায় কাঁপে চুল!
স্বর্গপুরে ভিন্নদেশী কুটুম্বদের নারী,
নিয়া সাদি হলে দেয় না আসতে কারো বাড়ি!
ইহার চেয়ে লজ্জা কিবা স্বর্গপুরে আর,
মরণ নাই কি সে জঘন্য বন্য বলদটার!
পুণ্যভূমি জন্মভূমি গেল অধঃপাতে,
গঙ্গাপূজার ধলা পাঁঠা অঙ্গারকের হাতে!
স্বর্গপুরে অনেক ঘরে মানের গোড়ে ছাই,
অসুরগুলির হাতে পড়ে কসুর কারো নাই!
দেবত্ব দূরের কথা মনুষ্যত্বহীন,
স্বর্গরাজ্যের দেবতাগুলি হচ্ছে দীনের দীন!
জাগ স্বর্গরাজ্যবাসী জাগ জাগ সবে,
কতকাল আর মরার মতো পাষাণ হয়ে রবে!
জাতি গেল ধর্ম গেল গেল তালুকদারি,
অন্যদেশী বন্য বলে দিচ্ছে টিটকারি!
চৌদ্দ বছর পাপিষ্ঠদের লাথি ঝাঁটা খেলে,
সতীত্ব হারাল কত কুলের মেয়েছেলে!
পিতৃ-পিতামহের নাম ডুবল সবাকার,
দেবকুলে কালি দিল কুল কুলাঙ্গার!
ইজ্জত মর্যাদাহীন সব কড়ায় কিম্মত নাই,
কালোমুখে কাপুরুষদের মুখে পড়ুক ছাই!
দেববীর্যে দেবশৌর্যে দেশের সুসন্তান,
কে কে আছ স্বর্গরাজ্যে হও না আগুয়ান্!
দেখ মা কি জন্মভূমির কি দুর্দশা হায়,
কত মাতা কত ভগ্নী পাপে ভেসে যায়!
সর্বস্বান্ত হচ্ছে কত অনাথ পরিবার,
হায়রে মাটি কামড়াকাটি করছে অনুক্ষণার!
কোমল কাঁচা ফুলের মালা অত্যাচার দেখে দেখে,
পতিকে দেয় পাগল করে পত্নী ছেড়ে ঢংএ!
ঘর বাড়ি পোড়ায়ে দেয় হনুমানের দল,
আইবেনা পদ্ম তোমার লেজ জুটিছে অবিরল!
জাগ্ জাগ দেবদেশের পুত্র পুরজন,
কি বিধর্মী ইহুদী যত মুসলমান!
চেয়ে দেখ চারিদিকে কেমন্ দেশে মা আর,
এত প্রজা উৎপীড়ন এত অত্যাচার!
হারায়ে সতীত্ব রত্ন কাঁদছে কোথা নারী,
অভাগী জননী যারা তোমারি তোমারি।

সারদা ও প্রেমদা

১

সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রেমদা উঠিছে পূবে,
জীবন-গগন মধ্যে আমি দাঁড়াইয়া,
অপূর্ব সুন্দরী উষা, অপূর্ব সন্ধ্যার ভূষা,
পৃথিবীর দুই প্রান্ত উঠেছে প্লাবিয়া!

২

প্রেমদা বাঁ হাত টানে, সারদা ধরেছে ডানে,
বুঝিতে পারি না আমি কোন্ দিকে যাই,
দোঁহারি সমান স্নেহ, বেশি কম নহে কেহ,
দু-জনে ওজনে ভুল চুক ভুল নাই!

৩

দোঁহারি সমান জোর, প্রাণ ছিঁড়ে যায় মোর,
দু-জনেই চাহে তারা পুরাপুরি নেয়,
দু-জনেই করে আশা, পরিপূর্ণ ভালোবাসা,
তিলমাত্র নাহি চাহে কেহ কারে দেয়!

৪

সারদা যাইতে ডাকে, প্রেমদা ধরিয়া রাখে,
ঠেকেছি বিষম দায়—বিষম সঙ্কটে,
কে হয় বেজার খুশি, কারে রুষি কারে তুষি,
এমন দারুণ দায় কারো নাহি ঘটে?

৫

চেতে প্রেমদার পানে, সারদাও মরে প্রাণে,
বুঝি না কেমন হিংসা—এ কেমন আড়ি,
দু-জনেই বলে তারা, কেবল তোমারে ছাড়া,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চেলে তাও দিতে পারি!

৬

প্রেমদা পদ্মার কূলে, কোমল শেফালি ফুলে,
করিয়া বাসর-শয্যা ডাকিছে আমায়,
সারদা চিলাই-তীরে, আম কাঠ দিয়ে শিরে,
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা-বিছানায়!

৭

নাহি নিশি নাহি দিন, দু-জনেই নিদ্রাহীন,
দুই দিকে দুই সিন্ধু গর্জিছে সমানে,
পাষাণ-হৃদয়-স্বামী, পানামা যোজক আমি,
ধীরে ধীরে ভেঙে নামি দু-জনার বানে!

৮

যদি কভু ভুলে-চুকে, কারো নাম আনি মুখে,
অমনি আরেকজন অভিমানে ভোব,
না নড়িতে চুলকণা, সাপিনীরা ধরে ফণা,
ভয়ে ভয়ে সদা আছি হয়ে গরুচোর!

৯

কিবা ঘুম কিবা জাগা, দু-জনে পিছনে লাগা,
পারি না তিষ্ঠিতে বড় পড়েছি ফাঁপরে,
একটু নাহিকো স্বস্তি, জ্বালায়ে ফেলিল অস্থি,
হায়! হায়! লোকে কেন দুই বিয়া করে?

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩০১ সন

পাহাড়িয়া নদী

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী!
মিশিয়া দু-ফোঁটা জল, সুনির্মল সুশীতল,
লুকাইয়া চুপে-চুপে বহে নিরবধি!
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী!

২

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
না আছে তরঙ্গ-ভঙ্গ, নাহি জানে রসরঙ্গ
নীরবে খুঁজিয়া ফিরে কোথায় নীরধি।
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী।

৩

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
বাহিরে কঙ্কর ভরা, যেন মরুভূমি মরা,
অন্তরে অগাধ জল—নাহিকো অবধি!
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী।

৪

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
অভিমানে ওঠে ফুলে ফেনায়ে উচ্ছ্বাস তুলে,
পদাঘাতে গিরি ভাঙে পথ রোধে।
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী!

৫

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
উষার আলতা পায়, জ্যোস্না চন্দন গায়,
লাবণ্যে ভুবন ভাসে আকাশ অবধি!
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী!

৬

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
একগুঁয়ে—তেজীয়ান্, অথচ তরল প্রাণ,
নীরবে সে নতমুখে বহে নিরবধি!
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী!

৭

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
নাহি সভ্যতার লেশ, আরণ্য অসভ্য বেশ,
ঠেলে ফেলে হীরা মণি সেধে দেও যদি!
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী!

৮

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
ফুলময়ী লতা হেলে গলা ধরে বুক মেলে,

কি জানি তাহারে আহা ফেলে যায় যদি!
সরলা আমার যেন স্নেহের ননদী!

৯

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
করিণী সে গতি রাখে, হরিণী চাহিয়া থাকে,
আকুলা কোকিলা ডাকে কূলে নিরবধি!
সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী!

১০

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
তাহারি দয়ার দানে, তারি স্নেহ-বারি পানে,
বাঁচে বন—পশুপাখি কীটাণু অবধি!
সরলা আমার যেন করুণার নদী!

১১

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
ছয় ঋতু ফলে ফুলে, ও পূত চরণ-মূলে,
অর্পিযা অঞ্জলি তারে পূজে নিরবধি!
সরলা আমার যেন মহিমার নদী!

১২

সরলা আমার যেন পাহাড়িয়া নদী,
কোন্ দেশে—কত দূরে, আজ সে যে ফিরে ঘুরে,
কোথা বা হৃদয় পেতে রয়েছে জলধি!
সরলা আমার মোর প্রেমময়ী নদী!

৮ই মাঘ, ১৩০১ সন
মধুপুর

আমার ভালোবাসা

আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ,
অমৃত সকলি তার—মিলন বিরহ!
        বুঝি না আধ্যাত্মিকতা,
        দেহ ছাড়া প্রেম-কথা,

কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ!
কোথায় স্থাপিয়ে মূল,
ফোটে প্রেম-পদ্মফুল?
আকাশ-কুসুম সে যে কল্পনা-কলহ!
আত্মায় আত্মায় যোগ,
বুঝি না সে উপভোগ,
অদেহী আত্মারে আগে কিসে ছুঁয়ে লহ?
তোমাদেব রীতি-নীতি,
বুঝি না পবিত্র প্রীতি,
তোমরা কি পৃথিবীর নরলোক নহ?
আমি ভাই ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ!

২

আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ।
আমি ও নারীর রূপে,
আমি ও মাংসের স্তূপে,
কামনার কমনীয় কেলি-কালীদহ—
ও কর্দমে—অই পঙ্কে,
অই ক্লেদে—ও কলঙ্কে,
কালীয় নাগের মতো সুখী অহরহ!
আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ!

৩

আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ!
ধরার মানুষ আমি,
আমি ভাই মহাকামী,
আমার আকাঙ্ক্ষা সে যে মহা ভয়াবহ!
আলিঙ্গনে ভাঙেচুরে,
শ্বাসে হিমালয় উড়ে,
চুম্বনে চূর্ণিত হয় গ্রহ উপগ্রহ!
আমাদেরি কেলি ভরে,
পৃথিবী উলটি পড়ে,
ও নহে সাগরে বান তোমরা যা কহ!
মন্থনে মন্থনে বুকে,
অগ্নি উঠে গিরিমুখে,
ভূমিকম্পে কাঁপে বিশ্ব ভয়ে অহরহ!
আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ!

৪

আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ!
আমি মহাকাম—পতি,
সরলা সে মহারতি,
মরিলে মরণ নাই, নাহিকো বিরহ!
অনঙ্গ অনঙ্গ রঙ্গে,
সদা থাকে একসঙ্গে,
সে আমার আমি তার মহা গলগ্রহ!
ইহকালে পরকালে,
জীবনের অন্তরালে,
প্রীতির প্রসন্নমূর্তি জাগে অহরহ!
মোদের নির্বাণ নাই,
আমরা না মুক্তি চাই,
অনন্ত ধ্বংসের বর তোমরাই লহ!
আমাদের ভালোবাসা অস্থিমাংস সহ!

৫

আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ,
জানি না নিষ্কাম কর্ম,
বুঝি না নিষ্কাম ধর্ম,
বুঝি না 'ঘোড়ার ডিম' তোমরা কি কহ।
আমি শুধু চাই—চাই,
চাহিতে বিরক্তি নাই,
না পেলে অনন্ত-ভিক্ষা জীবন দুর্বহ!
হায় হায় কেবা জানে,
কি মহা গহ্বর প্রাণে,
কোটি বিশ্বে নাহি ভরে সে যে পোড়াদহ!
এস ভাই মহাসুখে,
তোমাদের (ও) লই বুকে
শত্রুমিত্র অবিভেদে যে যেখানে রহ!
এস সুধা, এস বিষ,
এস পুষ্প কি কুলিশ,
এস অগ্নি, এস জল, এস গন্ধবহ!
আমার স্বার্থের আশা,
মহাস্বার্থ ভালোবাসা,
এস হে আমার বুকে করি অনুগ্রহ!

অরূপ আত্মায় ভাই,
ভরে না এ গড়খাই,
আমি ভালোবাসি তাই অস্থিমাংস সহ,
এস হে আমাব বুকে করি অনুগ্রহ!

৬

আমি ভালোবাসি তারে অস্থিমাংস সহ,
আমি নাহি বুঝি পাপ,
নাহি বুঝি অভিশাপ,
কনকের গৃহে কিসে নরক সংগ্রহ।
জড় কি সে নীচ—তুচ্ছ,
আত্মা কি সে মহা উচ্চ,
আমি তো বুঝি না ভেদ, তোমরাই কহ!
সে কি গো সোঽহং নয়?
'আমি' পূর্ণ বিশ্বময়,
অনন্ত পুরুষ আমি আদি পিতামহ।
প্রকৃতি দেহার্ধ মম,
প্রাণাধিক প্রিয়তম,
মহাকাল দেখে নাই তাহার বিরহ।
তাহারে করিতে ঘৃণা,
অধিকার আছে কিনা,
তোমরা 'দিগ্‌গজ জ্ঞানী' তোমরাই কহ।
চোখে চোখে চোখ বোজা,
হাতায়ে পীরিতি খোঁজা,
তার চেয়ে এ যে সোজা, চোখে দেখে লহ!
সে আমার আমি তার
নাহিকো বাকল সার,
এক আত্মা দু-জনার অনাদি আবহ!
আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ!

৭

আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ!
সুন্দর কুৎসিত হৌক,
উলঙ্গ আবৃত রৌক,
কুরুচি বলিয়া কর কলঙ্ক-নিগ্রহ!
থাক্ তার মহাকুষ্ঠ,
আমি যে তাতেই তুষ্ট,

তোমরা দেখ না নয় ভয়ে দূরে রহ!
চন্দন আতর সম
তার পূজ প্রিয় মম,
শরীরে মাখিলে হায় যাতনা দুঃসহ!
থাক্ তার শত পাপ,
থাক্ শত অভিশাপ,
সে আমার বিধাতার মহা অনুগ্রহ!
আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ!

৮

আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ!
আজো তার ভস্ম-ছাই,
বুকে রেখে চুমা খাই,
আজো সে গায়ের গন্ধ বহে গন্ধবহ!
আনন্দ উল্লাসে খুলি,
আজো তার চুলগুলি,
গলায় বাঁধিয়া আহা জুড়াই বিরহ!
আজো তার প্রতিচ্ছায়া,
ধরিয়া নূতন কায়া,
স্বপনে আসিয়া করে সপত্নী-কলহ!
আজো সে লাবণ্য তার,
সুধা-মন্দাকিনী ধার,
ভরে ব্রহ্ম কমণ্ডলু, আদি পিতামহ!
আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ!

১৯ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ সন
কলিকাতা

বিরহ-সংগীত

মিলন হইতে দেবি বরঞ্চ বিরহ ভালো,
দেখিব বলিয়া আশা মনে থাকে চিরকাল!
নিরাশা নাহিকো জানি,
সদা শুনি দৈববাণী,
মৃত-সঞ্জীবনী ভাষা—'বাসি ভালো! বাসি ভালো!'

যে দিকে—যে দিকে চাই,
তোমারে দেখিতে পাই,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব বিশ্বরূপে কর আলো'?
মিলনে বিরহ ভয়,
আকুল করে হৃদয়,
চুম্বিতে চমকি উঠি নিশি বা পোহায়ে গেল!

৬ই আশ্বিন, ১২৯৪
শেরপুর, ময়মনসিংহ

সামান্য নারী

সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ?
শূন্য করে গেছে যেন সমস্তটা প্রাণ!
একটু গিয়াছে হাসি,
একটু গিয়াছে কান্না,
একটু আঁখির জলে মাখা অভিমান?
একটু চুম্বন গেছে,
একটু নিশ্বাস দীর্ঘ,
একটুকু আলিঙ্গন তৃণের সমান!
যা গেছে, সে ক্ষুদ্র গেছে,
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আছে,
তবে যে ভরে না কেন তার শূন্য স্থান?
সামান্য নারীটি তার কত পরিমাণ?

২৫শে আষাঢ়, ১২৯৬ সন
গীতলাপুর বাগানবাড়ি, শেরপুর

চাহি না

চাহি না—ঘৃণিত প্রেমে নাহি প্রয়োজন,
জীবনের যত সাধ হয়েছে পূরণ!
নাহি আর উচ্চ আশা, চাহি না রে ভালোবাসা,

চাহি না দেখিতে তোর চারুচন্দ্রানন।
বুঝিয়াছি মিছামিছি, পাষাণে পরান দিছি,
বিনিময়ে চিরদিন করিব রোদন!
বুঝেছি বুঝেছি হায়, কোটি যুগ তপস্যায়,
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না কখন,
এমনি—এমনি ভাবে, জীবন বহিয়া যাবে,
তীরে তীরে চিতাচিহ্ন করি প্রক্ষালন!
ধ্বনিয়া দিগন্ত সব, নিরাশার হাহারব,
এমনি হৃদয়ে নিত্য করিবে গর্জন!
চাহি না—ঘৃণিত প্রেমে নাহি প্রয়োজন!

২

আহা—
কত কাল পাষাণি রে এই ভবে আর,
গনিব রজনী দিবা তিথি মাস বার?
চাহিয়া চাহিয়া হায়, রবিশশী অস্ত যায়,
তথাপি দুঃখের দিন যায় না আমার ;
আকাঙক্ষা বাসনা যত, গিয়াছে জন্মের মতো,
হৃদয়ে দগ্ধ-চিহ্ন শুধু আছে তার।
এত ধ্বংসরাশি বুকে, প্রাণপূর্ণ এত দুখে,
প্রেমের নন্দন বন এত ছারখার,
তথাপি—তথাপি হায়, জীবন নাহিকো যায়,
সেই ভস্মরাশি পানে চাহি বারবার,
কাতরে করুণা ভিক্ষা করি হে তোমার!

৩

চোখের একটু দেখা বেশি কিছু না রে,
দূরে দাঁড়াইয়া থেকো, চেয়ে দেখো বা না দেখো
আমিই দেখিয়া নিব পাষাণি তোমারে!
কয়ো না একটি কথা, দেখিব সে নীরবতা,
এত যত্নে এত দিন পূজিয়াছি কারে ;
দেখিব পাষাণময়ী, প্রেম কই—প্রাণ কই,
এতদিন প্রাণময়ী ডাকিয়াছি যারে!
দেখিব অমৃত লতা, কোথা গেল বিষয়ুতা,
বিষাক্ত হৃদয় নিয়ে পরখিব তারে!
দেখে চিনি কি না চিনি, দেখিব সে সরোজিনী,
মানিনী মানসসরে উষার তুষারে!—
চোখের একটু দেখা বেশি কিছু না রে।

সামান্য দেখাটি সেই শুধু প্রাণ চায়,
দেখিব চোখের দেখা দাঁড়াইয়া থেকো একা,
প্রেমের সুবর্ণরেখা বিরহ-বেলায়!
ও শরীর কদাচিত, করিব না কলঙ্কিত,
নরের মলিন করে ছোঁব না তোমায়!
গায়ের বাতাস মোর, গায়ে না লাগিবে তোর
দাঁড়াব যে দিক্ দিয়া বায়ু বয়ে যায়!
অতি যত্নে—সাবধানে, অতিদূর ব্যবধানে,
ত্রিদিব স্বপন সম দেখিব তোমায়!
চোখের একটু দেখা শুধু প্রাণ চায়!

৫

জানি না—

এই বাসনাটি ভরা কত রত্ন ধন,
সকলি লভিব যেন হইলে পূরণ!
যাহা জগতের প্রিয়, যাহা কিছু অদ্বিতীয়,
যাহা মানবের ভাগ্যে ঘটে না কখন,
যে সুখ-সম্পদ রাশি, রবি-শশী অভিলাষী,
গগনে গগনে যার করে অন্বেষণ!
এ বাসনা ভরা তাই, যত চাই ততো পাই,
দেবের সৌভাগ্যে ইহা পূরে কদাচন!
ধরার দরিদ্র হায়, আজি সে সম্পদ পায়,
পাষাণি করুণা যদি কর বিতরণ।
অই বাসনাটি ভরা কত রত্ন ধন!

৬

যাক্—

কি কাজ স্মৃতির জ্বালা বাড়াইয়া আর?
উপরে পড়ুক ছাই, যাতনা ভুলিয়া যাই,
দেখিয়াছি এই রূপে নিভিতে অঙ্গার!
হায় রে জানি না আগে, যে আগুন প্রাণে লাগে,
কিরূপে কেমনে নিবে যাতনা তাহার,
কিরূপে কেমনে নিবে, কিসে প্রাণ জুড়াইবে,
কে দিবে বলিয়া হায়, এত দয়া কার?
সত্যই কি অন্বেষিলে, ধরায় করুণা মিলে,
তা হলে কি হত হায় দহিতে আমার?
জানে না নিঃস্বার্থ দয়া স্বার্থের সংসার!

৭

থাকুক নিঃস্বার্থ দয়া,—বিনিময় করি,
নাহি মিলে প্রতিদান, কোথা এ বিচার স্থান?
পুণ্যের পৃথিবী এই? হরি! হরি! হরি!
সুধা বলে বিষ দেয়, দিবে বলে প্রাণ নেয়,
আর না ফিরায়ে দেয় যদি প্রাণে মরি!
প্রেমে এত প্রবঞ্চনা, আত্মদানে বিড়ম্বনা,
রুধির প্রার্থনা করে প্রীতি ভয়ঙ্করী!
দেখিয়া পরের দুখ, চিরিয়া না দেয় বুক,
আত্মহত্যা নাহি করে করুণা সুন্দরী!
ছিন্নমস্তা রূপে হায়, বিনাশিছে আপনায়
বিশ্বাস বিশ্বাসঘাতী আপনা পাসরি!
সকলি—সকলি কি রে, ছুঁইলে এ পৃথিবীরে,
শিখে প্রবঞ্চনা পাপ ছলনা চাতুরী?
নাহি মিলে প্রতিদান বিনিময় করি?

১২৯০ সন ময়মনসিংহ

দিনান্তে

১

একবার,
দিনান্তে দেখিতে দিয়ো চারু চন্দ্রানন,
প্রীতির প্রতিমা প্রিয়ে করুণার মন!
সংসারের শত দুখে,
যে যাতনা জ্বলে বুকে,
ভুলিব প্রাণের সেই তীব্র জ্বালাতন!
দেখিব নয়ন ভরি,
দাঁড়াইয়ো প্রাণেশ্বরি,
দেখিব তো কি করিয়া চুরি কর মন!
ইন্দ্রজাল রূপরাশি,
দেখায়ো কুহকের হাসি,
দেখিব কেমনে করে পরেরে আপন!
দিনান্তে দেখিব তব চারু চন্দ্রানন!

জীবনের এ দুর্দিনে ঘোর অন্ধকার,
কে বলিবে কত পুণ্যে,
দেখিলাম দূর শূন্যে,
দয়াময়ী ধ্রুবতারা হাসিতে তোমারে।
দেখিনু স্বর্গীয় রূপে,
হৃদয়ের অন্ধকূপে,
ঢালিতে কৌমুদী শুদ্ধ প্রীতি পারাবারে,
নিরাশার বজ্ররবে,
যে বুক বিদীর্ণ হবে,
কোকিল-কোমল-কণ্ঠে জাগাইলে তারে,
দিনান্তে দেখিব প্রিয়ে সরলা তোমারে!

৩

প্রাণমন দগ্ধ এই ঘোর মরুভূমি,
এই মরু পিপাসায়,
বিশুষ্ক কণ্ঠের হায়,
একটি সলিল বিন্দু সুশীতল তুমি,
এ পাপ সংসার হায় ঘোর মরুভূমি।
প্রফুল্ল কুসুমভার,
প্রাণে ঢালো অনিবার,
সঞ্জীবনী আশালতা ছায়াময়ী তুমি,
এ পাপ সংসার হায় ঘোর মরুভূমি!

৪

দিনান্তে দেখিতে দিয়ো চারু চন্দ্রানন,
ভরিবে এ শূন্য বুক শূন্য প্রাণমন।
আরো যে বাসনা আছে,
বলিব আসিলে কাছে,
কি কাজ আগেই তাহা বলিয়া এখন?
না, না, না, ও তীক্ষ্ণধার,
বুকে ঢাকা তলোয়ার,
পারি না যে না বলিয়া কেটে যায় মন!
প্রাণের লুকানো কথা—'একটি চুম্বন'।

শ্রাবণ, ১২৮৯ সন
ময়মনসিংহ

পরনারী

আজ, সে যে পরনারী।
কেন তবে নভ চাঁদ, দেখাও সে মুখ ছাঁদ,
সে নব-লাবণ্য-আভা—সুষমা তাহারি?
কেন নিতি নিতি আসি, দেখাও তাহার হাসি,
হৃদয়-সমুদ্র সে কি সামালিতে পারি?
সে যে পরনারী!

২

সে যে পরনারী!
তোমরা কুসুমগণ, কেন সাধো অকারণ,
মধুর অধর-সুধা লইয়া তাহারি?
কেন হে গোলাপ লাল, পেতে দেও তারি গাল,
আমি কি তাহাবে আর চুমো খেতে পারি?
সে যে পরনারী!

৩

সে যে পরনারী!
তারি আলিঙ্গন দিয়া, ধরিয়ো না জড়াইয়া
যদিও—যদিও 'কুসু' আছিল আমারি,
ছুঁয়ো না লতিকা কেহ, আমার এ পাপ-দেহ,
জনমের মতো আজ দোঁহে ছাড়াছাড়ি!
সে যে পরনারী,

৪

সে যে পরনারী!
তোমরা জলদ কুল, রাখিয়ো না তার চুল,
ও নবীন নীলিমায় গগনে বিথারি,
নিরালা একেলা পেয়ে, চুপে চুপে পাছে যেয়ে,
আর কি সে ঝিঙাফুল গুঁজে দিতে পারি?
সে যে পরনারী!

৫

সে যে পরনারী।
তাহার ললিত গানে, আধা সাধা আধা মানে,
বরষিয়া স্বর-সুধা মুনিমনোহারী,

নিশীথে কোকিলগণ, কেন কর সম্ভাষণ?
কানাকানি করিবে যে লোক—পাপাচারী।
সে যে পরনারী।

৬

সে যে পরনারী!
কেন গো চপলা তার, চপল আঁখির ঠার,
হানিতেছে বার বার দিকদাহকারী?
জ্বলিছে পুড়িছে মন, কেন কর জ্বালাতন?
আর তো তাহার পানে চাহিতে না পারি,
সে যে পরনারী!

৭

সে যে পরনারী।
তাহারি সুরভি শ্বাস, মলয়ায় কর বাস,
তুমি কি হে সমীরণ ফুলবনচারী?
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না তবে, ছুঁইলে যে পাপ হবে,
আর কি তাহার হাওয়া পরশিতে পারি?
সে যে পরনারী।

৮

সে যে পরনারী।
মধুময় পুষ্পদোল, তাহারি পুষ্পিত কোল,
জন্মির কুসুমে ফোটা যৌবন তাহারি,
বসন্ত কি মধুমাসে, আমারেই দিতে আসে?
সে অঙ্কে কলঙ্ক ভরা আজি দু-জনারি।
সে যে পরনারী!

৯

সে যে পরনারী!
তোমরা কি হে নক্ষত্র, জ্যোতির্ময় প্রেমপত্র
অন্ধকারে সন্ধ্যাদূতী দিয়ে গেছে তারি?
আর সে প্রণয়-কথা, সে আদর সে মমতা,
চুপে চুপে চুরি করে পড়িতে না পারি,
সে যে পরনারী!

১০

সে যে পরনারী!
কেন সে আমার তরে, সারানিশি কেঁদে মরে?

সজল সংকোচ আঁখি উঠা হলে ভরি'
দেখিয়া যন্ত্রণা মার, দুর্ভাগা আমি কি আর,
চুমিয়া ও চারু চোখ মোছাইতে পারি?
সে যে পরনারী।

১১

সে যে পরনারী!
প্রাণভরা প্রিয়ধন, বুকভরা আভরণ,
যদিও সে একদিন আছিল আমারি,
তবুও হয়েছে পর, শতজন্ম অগোচর,
দু জনার নামে আছে কলঙ্ক দোঁহারি!
সে যে পরনারী!

১২

সে যে পরনারী।
যত কিছু উপহার, সব অপবিত্র তার,
মিলনের স্বর্গ সেও নরক আমারি,
কেবল পবিত্রতম, তার সে বিরহ মম,
যজ্ঞীয় অনল সম প্রাণদাহকারী!
পুড়িয়া হইতে ছাই, আদরে নিয়েছি তাই,
হেন প্রেম উপহার ভুলিতে কি পারি?
কহিয়ো সে 'কুসুমেরে' সে যে পরনারী!

১২ই চৈত্র, ১২৯৭ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

কে বেশি সুন্দর?

কে বেশি সুন্দর?
বালিকা যুবতী —দুই, কারে দেখি কারে থুই,
আমার নিকটে লাগে দুই মনোহর!
লাবণ্যে সৌন্দর্যে দোঁহে, প্রাণ মোহে—মন মোহে,
'বাঁশবনে ডোম কানা' তেমনি ফাঁপর!
কারে বেশি ভালোবাসি, কে বেশি সুন্দর?

২

কে বেশি সুন্দর?
যুবতীর ভরা গায়, লাবণ্য উছলে যায়,
নয়নে নলিন নীল, মুখে শশধর।
বালিকা তারকা হাসে, নিষ্কলঙ্ক নীলাকাশে,
সদা শুক্লপক্ষপূর্ণ ক্ষুদ্র কলেবর।
কারে রাখি কারে দেখি, কে বেশি সুন্দর?

৩

কে বেশি সুন্দর?
শতমুখে ভালোবাসে, তরঙ্গে মাতঙ্গ ভাসে,
যুবতী পদ্মার মতো বহে খরতর!
ফুলবনে করে খেলা, প্রদোষ প্রভাত বেলা,
অনাবিল প্রেমধারা বালিকা নির্ঝর!
কারে থুয়ে কারে দেখি, কে বেশি সুন্দর?

৪

কে বেশি সুন্দর?
প্রভাতের শতদলে, পরিপূর্ণ পরিমলে,
যুবতী সহস্রকরে ফোটে মনোহর!
শিশিরের শেফালিকা, নিশি-শেষে সে বালিকা,
খসে পড়ে ছোঁয় পাছে একটি ভ্রমর!
কারে থুয়ে কারে দেখি, কে বেশি সুন্দর?

৫

কে বেশি সুন্দর?
যুবতী বিজলি বালা, ত্রিভুবন করে আলা,
সগর্বে চরণাঘাতে ভাঙে ধরাধর!
বালিকা জোনাকি হাসে, স্নেহের কিরণে ভাসে,
শিখেনি অশনি-লীলা আঁখি-ইন্দিবর!
কারে বেশি ভালোবাসি, কে বেশি সুন্দর?

৬

কে বেশি সুন্দর?
পদ্মবন পায় ঠেলি, রাজহংসী করে কেলি,
যুবতীর ঢেউয়ে কাঁপে মানসের সর!
লাজুক বালিকা টুনী, চুরি করে গান শুনি,

ত্রিদিবের এক ফোঁটা দ্রব-সুধাকর!
কারে বেশি ভালোবাসি, কে বেশি সুন্দর?

৭

কে বেশি সুন্দর?
আরক্ত সন্ধ্যার রবি, যুবতীর মুখ-ছবি,
অভিমানে ভরা প্রাণ বিষাদে কাতর,
বালিকা উষার মতো, ফোটে যত শোভা ততো,
রাঙা মুখে দেখা যায় ভাঙা ভাঙা ভর।
কারে বেশি ভালোবাসি, কে বেশি সুন্দর?

৮

কে বেশি সুন্দর?
রাহু যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে, দু-বাহু তুলিয়া আসে,
রমণী তেমনি আসে বুকের উপর।
দূরে যদি শব্দ শোনে, বালিকা লুকায় কোণে,
খনির মণির মতো ম্লান মনোহর।
কারে বেশি ভালোবাসি, কে বেশি সুন্দর?

৯

কে বেশি সুন্দর?
চুমার রাক্ষসী নারী, শতজন্ম অনাহারী,
দিনে রেতে খেয়ে চুমা ভরে না উদর!
বালিকা অত না বোঝে, চুমা খেতে চোখ বোজে,
ছুঁইতে শিহরি উঠে কদম্ব-কেশর!
কারে বেশি ভালোবাসি, কে বেশি সুন্দর?

১০

কে বেশি সুন্দর?
যুবতী আসিতে ঘরে, গৃহ কাঁপে পদভরে,
বিজয়ী বীরের মতো নির্ভর অন্তর!
বালিকা বলে না কথা, কোলের বালিশ যথা,
পিছ দিয়া ফিরে থাকে লাজে জড়সড়।
কারে বেশি ভালোবাসি, কে বেশি সুন্দর?

২৬শে চৈত্র, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

আমারি কি দোষ?

১

আমি যে বেসেছি ভালো, আমারি কি দোষ?
তুমি যে দিয়েছ দেখা,
দাঁড়াইয়া একা একা,
হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়া সহস্র সন্তোষ?
তুমি যে রয়েছ চেয়ে,
নিরালা একেলা পেয়ে,
ফুটিয়া পদ্মের মতো প্রভাত-প্রদোষ?
আমারি কি দোষ খালি?
মিছে দেও গালাগালি,
ঠাকুরাণী, ঠেকাইয়া বৃথা কর রোষ!
আমি যে বেসেছি ভালো, আমারি কি দোষ?

২

আমি যে বেসেছি ভালো, আমারি কি দোষ?
তুমি যে এলায়ে চুল,
হেলাইয়া বকফুল,
দাঁড়ালে নিকটে আসি—বিভোল বেহোঁস্—
আদরে লইলে আনি,
হাতে টেনে হাতখানি,
বল না কেমনে জানি শেষে আপসোস?
আমি যে বেসেছি ভালো, আমারি কি দোষ?

৩

আমি যে বেসেছি ভালো, আমারি কি দোষ?
তুমি যে লিখিলে ছাই,
সে কি আর মনে নাই?
তোমারি তোমারি আমি—কথা দেলখোশ!
সে তো গো ফেলিনি ছিঁড়ে,
তোমারে দিয়েছি ফিরে,
এখনো পরানে বাজে নীরব-নির্ঘোষ!
আমি যে বেসেছি ভালো, আমারি কি দোষ?

৪

আমি যে বেসেছি ভালো, আমারি কি দোষ?
তুমি যে চুমিলে ঠোঁটে,

আজো শিরা বেয়ে ওঠে,
আজিও তেমনি প্রাণ করে পরিতোষ।
তুমি যে দিয়েছ স্পর্শ,
শত সুখ শত হর্ষ,
আজিও উছলে তাহা উঠে হৃদ্‌কোষ!
আমি যে বেসেছি ভালো, আমারি কি দোষ?

৫

আমি যে বেসেছি ভালো, আমারি কি দোষ?
তুমি যা করেছ—পুণ্য,
সবগুলি দোষশূন্য,
আমার সকল পাপ,—এত কি আক্রোশ?
আগে তো বলনি পাপ,
আজ কর অভিশাপ,
দংশিয়া ফণীর মতো শেষে ফোঁস ফোঁস!
আমি যে বেসেছি ভালো, আমারি কি দোষ?

৬

আমি যে বেসেছি ভালো, আমারি কি দোষ?
এ বুদ্ধি কোথায় থুয়ে,
চুমা খেলে বুকে শুয়ে?
এখন বিবাদ বটে, তখন আপোস!
রমণীর মতো আর,
দেখি নাই জানোয়ার,
কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতী—নাহি মানে পোষ!
আমি যে বেসেছি ভালো, আমারি কি দোষ?

৭

আমি যে বেসেছি ভালো, আমারি কি দোষ?
আমি তো বাসিতে পারি,
তুমি যে—তুমি যে নারী,
তুমিই কি এত দিন আছিলে উপোস?
আজি বা হয়েছ পর,
শতমৃত্যু-দূরতর,
গেছে সে উৎকণ্ঠা নয় গেছে কণ্ঠশোষ!
আমি যে বেসেছি ভালো, আমারি কি দোষ?

আমি যে বেসেছি ভালো, আমারি কি দোষ?
তুমি যে রয়েছ চেয়ে,
নিরালা একেলা পেয়ে,
অমন আঁখির ঠারে কার থাকে হোঁস্?
অমন চাঁদের হাসি,
অধরে অমৃত রাশি,
কে না বল বাসে ভালো, কে না পরিতোষ?
গোলাপি দুইটি গালে,
কে না ভোলে? লালে লালে
একত্র শোভিছে যেন প্রভাতপ্রদোষ!
আমারি কি দোষ খালি?
মিছে দেও গালাগালি,
ঠাকুরানী, ঠেকাইয়া বৃথা কর রোষ?
আমি যে বেসেছি ভালো, আমারি কি দোষ?

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

ভাওয়াল

১

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ,
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান!
তার সে মধুর প্রীতি, মনে জাগে নিতি নিতি,
লগে লগে রগে রগে লাগে যেন টান!
নিশিদিন নিরবধি, উছলে নয়ন-নদী,
তাহারি মমতা দয়া বুকে ডাকে বান!
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!
জননী দুহিতা নারী, যত কিছু সে আমারি,
সে আমার যাগ যজ্ঞ সে আমার ধ্যান!
তাহারে ভুলিব কিসে, সে আছে শোণিতে মিশে,
স্বপনেও দেখি তার সে চারু বয়ান!
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!
কি তার মোহন রূপ, লাবণ্যের শত স্তূপ,
রহিয়াছে টেকে টেকে হয় অনুমান!
উজ্জ্বল কিরণময়, গ্রহতারা সমুদয়,
কনক কিরীট তার শিরে পরিধান!
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!

৪

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ,
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান।
কণ্ঠেতে শোভিছে তার, 'চিলাই' মুকুতাহার,
রজত ধবল ধার সদা বহমান,
তারি তীরে হায় হায়, শোভে মধ্যমণিপ্রায়,
সারদার প্রমদার প্রেমের শ্মশান!
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!

৫

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!
তাহার শ্যামল বন, মরকত-নিকেতন,
চরে কত পশুপাখি নিশি দিনমান,
মহিষ ভল্লুক বাঘ, প্রজ্বলিত হিংসা রাগ,
কন্দরে নখর শৃঙ্গ ক্ষুরে দেয় শান!
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!

৬

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ ;
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান!
তার সে পিকের ডাকে, জ্যোস্না জমিয়া থাকে,
যামিনী মুরছা যায় শ্যামা ধরে তান!
খঞ্জন-খঞ্জনী নাচে, বনদেবতার কাছে,
পাপিয়া দয়েল করে মধুমাখা গান!
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!

৭

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান!
তার সে মলয় বায়, হরিণী চমকি চায়,

অচলে উছলে পড়ে গলিয়ে পাষাণ ;
তাহারি মধুর শ্বাসে, সুধা-সোমরস-বাসে,
দেবতা ছাড়িয়া আসে নন্দন উদ্যান !
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

৮

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান !
তাহারি হরিণে চড়ি, লতার লাগাম ধরি,
ফুলের ধনুক পিঠে আসে ফুলবাণ।
মনে হয় ভুলে ভুলে, মঞ্জরি মুকুলে ফুলে,
শোভে তারি শিলীমুখ সবিষ-সন্ধান।
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমাব প্রাণ।

৯

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !
ছয়ঋতু মালাকার, চরণে চাকর তার,
বিবিধ কুসুম-ভূষা তারা করে দান,
ফুলের প্রতিমাখানি, চিরশোভা ফুলরানী,
নিতি সে নূতন ফুল নাহি হয় ম্লান !
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

১০

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান !
তার সে 'চিলাই' বিলে, নব মেঘ বরষিলে,
নায়রীর শত নাও হয় ভাসমান,
তাদেরি ছায়ার জলে, ফুটে উঠে কুতূহলে,
নিশিতে কুমুদ, দিনে কমল উদ্যান !
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ !

১১

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ ;
আশ্বিন এসে সে বিলে, সমাদরে সাধ দিলে,
কোড়ার কোমল-কণ্ঠে খোর মেলে ধান!
হেমন্তে কার্তিক মাসে, নবগর্ভ পরকাশে,
ইন্দিরা আসিয়া করে কনকে কল্যাণ।
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ।

১২

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ,
আহা, তার নরনারী, ফেলে যে আঁখির বারি,
অবিচারে ব্যভিচারে হয়ে ম্রিয়মাণ,
বারো মাস তের কাতি, দিনে রেতে সে ডাকাতি,
বুকে বিঁধে সদা মোর শেলের সমান।
তাদের কলিজা-ভাঙা-যাতনা-আগুন বাঙা,
শিরায়-শিরায় জ্বলে শিখা লেলিহান্।
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!

১৩

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ
বুকের শোণিত দিলে, যদি তার শুভ মিলে,
যদি তার দুখনিশি হয় অবসান,
আপনি ধরিয়া ছুরি, আকণ্ঠ হৃদয়ে পুরি,
কলিজা কাটিয়া দেই করি শতখান।
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!

১৪

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ।
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান!
তাহার মঙ্গলে হিতে, যদি আসো বাধা দিতে,
লইয়া ভীষণ অস্ত্র বাসব ঈশান,

পদাঘাতে পদাঘাতে, দেই তারে অধঃপাতে,
চরণধূলির-সম নাহি করি জ্ঞান!
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা
ভাওয়াল আমার প্রাণ!

১৫

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!
পাঁচটি বছর যায়, যদিও দেখি না তায়,
যদিও অনেক দূর আছে ব্যবধান,
তথাপি করেছি পণ, এই রক্ত এ জীবন,
সাধিতে তাহারি হিত—তাহারি কল্যাণ,
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান!

১৬

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!
যদিও ভাওয়ালবাসী, সহায় হল না আজি,
আজ তারা মহামূর্খ অবোধ অজ্ঞান,
বুঝিল না আত্মহিত, তবু ঠিক্—সুনিশ্চিত,
একদিন অবশ্যই করিবে উত্থান,
একদিন ভবিষ্যতে, এই মন্ত্রে শতে শতে,
করিবে ভাওয়ালবাসী আত্ম-বলিদান,—
সে ভীষণ কোচবংশী, অরণ্যে বাঘের অংশী,
প্রকৃতির প্রিয়পুত্র বীর বলবান,
পাপিষ্ঠ অসুর বংশ, অবশ্য করিবে ধ্বংস,
শুলপীতে শূয়র-সম বিঁধিয়া পরান।
স্নেহের প্রতিমাখানি, অরণ্যের মহারানী,
শস্যের কনক-হাস্যে চিরশোভমান,
পরিয়া স্বর্গের বেশ, উজলিবে দিক্ দেশ;
আমার মায়ের পূজা হবে সমাধান,
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ!

২৩শে আষাঢ়, ১৩০৩ সন
লতপদি, ঢাকা

নির্বাসিতের আবেদন

১

তোমরা বিচার কর সবে!
আমি যদি হই দুষী, যাহা ইচ্ছা—যাহা খুশি,
যে শাস্তি করিবে ভাই সহিব নীরবে।
মার যদি জুতা লাথি,
লইব তা শির পাতি,
দেও যদি ফাঁসি শূন্যে—বিচারে যা হবে—
কখনো হব না ভীত,
অথবা বিষণ্ণচিত,
পোড়াইলে তুষানলে, ডুবালে রৌরবে!
পবিত্র ঈশ্বর স্মরি,
বলিনু প্রতিজ্ঞা করি,
ছুঁইয়া তুলসী-তামা ঠাকুর মাধবে!
তোমরা বিচাব কর সবে।

তোমবা বিচার কর ভাই!
কেন আমি দেশ ছাড়া, আত্মীয়স্বজন হারা,
কেন সে জনমভূমি দেখিতে না পাই?
তোমরা যেখানে যেয়ে,
আদর সান্ত্বনা পেয়ে,
যাদেরে দেখিয়া হও সুখী সর্বদাই,
আমারো তো পিতামাতা,
আছে সে ভগিনীভ্রাতা,
আছে সে দুহিতা নারী সেখানে সবাই?
আমারো তো লয় মনে,
মিশিতে তাদের সনে,
মাখিতে এ পোড়া বুকে তাহাদের ছাই?
আমারো তো হয় আশা,
শুনিয়া তাদের ভাষা,
চিলাইর কলকলে পরান জুড়াই?
তোমরা বিচার কর ভাই!

৩

তোমরা বিচার কর ভাই!
কোন্ দোষ কোন্ পাপে, বল কার অভিশাপে,

হইয়াছি নির্বাসিত, বল দেখি ভাই?
করিনি ডাকাতি চুরি,
মারিনি তো বুকে ছুরি,
স্বপনে দেশের কোন ক্ষতি করি নাই!
শুধু তার হিতকামী,
তারে ভালোবাসি আমি,
বুকের শোণিত দিয়া শুভ তার চাই!
কোন্ পাপে বল তবে,
এ শাস্তি আমার হবে,
জগতে ইহার কি সুবিচার নাই?
শোন হিন্দু মোসল্‌মান,
শোন ভাই খিরিস্টান,
উড়িয়া আসামি গারো বেহারি লুসাই,
ধর্মশাস্ত্র যাহা যার,
জনক জননী আর,
পবিত্র ঈশ্বর নামে দোহাই দোহাই!
তোমরা বিচার কর ভাই!

৪

তোমরা বিচার কর, কর প্রতিকার,
কেন সে মায়ের বুকে,
মরিতে দিবে না সুখে,
হইতে দিবে না মোরে ধুলা মাটি তার?
ছাই হব—ভস্ম হব,
তারি বুকে মিশে রব,
কেন সে দিবে না, তার কোন্ অধিকার?
শত স্বর্গ, শত কাশী,
তার চেয়ে ভালোবাসি,
অই যে অরণ্যপূর্ণা জননী আমার,
শত গঙ্গা হতে ভাই,
পুণ্যতোয়া ও চিলাই,
কত ঘাট ওর তীরে মণিকর্ণিকার!
ওর তীরে শ্যাম মাঠে,
পড়ে আছে কত ঘাটে,
কত যে কণ্ঠের আহা হীরামণিহার!
বড় সাধ মনে মনে,
মিশিতে তাদের সনে,

হইতে সে চিলাইর চিতার অঙ্গার!
কেন সে দিবে না, তার কোন্ অধিকার?

৫

তোমরা বিচার কর—জনসাধারণ,
এ নহে সামান্য শাস্তি,
এ ভাই যৎপরোনাস্তি,
ফাঁসির পরেই এই চিরনির্বাসন!
বিনা দোষে কেন তবে,
এ শাস্তি আমার হবে?
দরিদ্র দুর্বল আমি, এই কি কারণ?
সংসারে আমার ভাই,
যদিও কেহই নাই,
তবু তো তোমরা আছ দেশবাসিগণ?
নহ তো একটি দুটি,
বঙ্গবাসী আট কোটি,
সকলি কি কাপুরুষ অধম এমন?
সবারি কি শূন্য বুক,
রক্ত নাই একটুক,
হৃদয়ে গলিত বিষ্ঠা করে সঞ্চরণ?
এই ষোল কোটি হাতে,
বল নাই একটাতে,
নাহি কি অভয় দান, আর্তের রক্ষণ?
ষোল কোটি চক্ষু হায়,
জলবিন্দু নাহি তায়
সকলি কি চিরশুষ্ক মরুর মতন?
নাহি দয়া কারো প্রাণে,
কেহ ধর্ম নাহি জানে,
কেহই বুঝে না হায় পরের বেদন?
সত্যই কি বঙ্গদেশ,
ভরা শুধু ছাগমেষ,
এখানে মানুষ নাহি জন্মে কদাচন?
তোমরা বিচার কর জনসাধারণ!

৬

তোমরা বিচার কর, আমারে যাহারা,
করিয়াছে নির্বাসিত,

করিয়াছে বিড়ম্বিত,
করিয়াছে জন্মশোধ প্রিয়দেশ ছাড়া,
পথের ভিখারি করি,
করিয়াছে দেশান্তরী,
প্রবঞ্চিত করিয়াছে পিতৃধনে যারা।
গোষ্ঠীগোত্রে যারা জুটে,
জন্মভূমি নেয় লুঠে,
ভয়ে নাহি কথা কহে দেশী অভাগারা,
যারা ভাই বন্ধু হরে,
দিনে বেড়ে ঘরে ঘরে,
আকুলা জননী বোন কেঁদে হয় সারা!
তোমরা বিচার কর—কে হয় তাহারা!

৭

তোমরা বিচার কর, তাহারা কে হয়,
তারা নহে দস্যু চোর,
দুর্দান্ত দানব ঘোর?
পিশাচ রাক্ষস ভাই, তাহারা কি নয়?
আমি সে দেশের অরি,
চরণে বিচূর্ণ করি,
যদি পাই, দিবানিশি এই মনে লয়?
সরল স্বদেশী মম,
বিদলিছে পশু সম!
আহাহা, সে দুঃখ ভাই, প্রাণে না কি সয়?
স্বপনে শিহরি উঠি,
জাগরণে মাথা কুটি,
মনে পড়ে ম্লান মুখ সকল সময়!
পিশাচ রাক্ষস ভাই, তাহারা কি নয়?

৮

তোমরা বিচার কর—তোমাদের দ্বারে,
দরিদ্র ভাওয়ালবাসী
কাতরে কাঁদিছে আসি,
পিশাচের রাক্ষসের শত অত্যাচারে!
সহায় সম্পদ হীন,
দরিদ্র দুর্বল ক্ষীণ,
কেমনে যাইব বল রাজার দুয়ারে?

দেখ ভাই দেখ চেয়ে,
দেখ কি যাতনা পেয়ে,
দিন নাই রাত্রি নাই ভাসি অশ্রুধারে,
দেখ কি বিষের জ্বালা,
শোণিত করিছে কালা,
দেখ কি নরকানল জ্বলে হাড়ে হাড়ে!
কে আছ দুঃখীর জন্য,
মানবে দেবতা ধন্য,
বাড়াও দয়ার হস্ত দীন-অভাগারে!
সত্যনিষ্ঠ ন্যায়বান্,
কে আছ বীরের প্রাণ,
বাড়াও সবল হস্ত পাপের সংহারে!
দুর্বল বিচার চায় তোমাদের দ্বারে!

৯

তোমরা বিচার কর—কর প্রতিকার,
সবার চরণে ভাই,
কাতরে এ ভিক্ষা চাই,
জীবনে আকাঙ্ক্ষা নাই ইহা ছাড়া আর!
এই জীবনের কর্ম,
এই জীবনের ধর্ম,
এই জীবনের ব্রত করিয়াছি সার!
যাবৎ বাঁচিয়া আছি,
এ সাধনা লইয়াছি,
মুছাইব অশ্রুজল অভাগিনী মার!
বাঙলার নরনারী,
ঐই শোন, শোন তারি,
কি যে সে গগনভেদী গভীর চিৎকার,
দানবে লুটিছে তাকে
কাঁদে মাতা হাহাকারে,
পারি না সহিতে ভাই পারি না যে আর!
হও শীঘ্র অগ্রসর,
সবে মিলে পরস্পর,
সকলে সহায় হও দীন অবলার!
যে জাতি যেখানে থাক,
সতীর সতীত্ব রাখ,
আপনার মা বোনেরে স্মর একবার,

পেয়েছ যে প্রাণ, হস্ত,
পুণ্যকার্যে কর ন্যস্ত,
কর সমুচিত তার সাধু ব্যবহার,
উৎপীড়িত প্রপীড়িত ভাওয়াল উদ্ধার!

১৮ই আশ্বিন, ১৩০২ সন
কলিকাতা

বাঙালি

১

বাঙালি মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?
এমন অধম জাতি,
বুকে মার শত লাথি,
মুখে মার শত ঝাঁটা, অনায়াসে সয়!
না দেখিতে লে'য়ে পুছে,
সে ফেলে সে দাগ মুছে,
যাহারে মেরেছ এ যে সে যেন সে নয়!
তার নাই স্পর্শবোধ,
ঘৃণা পিত্তি হর্ষ ক্রোধ,
শূয়োরের চেয়ে চর্ম স্থূল অতিশয়!
মেড়ার ডলিলে কান,
সে-ও করে অভিমান,
সেও এসে মারে ঢুস্, নাহি করে ভয়;
এগুলা মেড়ার মেড়া,
ছাগলের লোমছেঁড়া
কুকুরের চেয়ে বেশি পদাঘাত সয়!
বাঙালি মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?

২

বাঙালি মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?
মানুষের মতো নহে,
এদের শোণিত বহে,
নরক-নর্দমা শিরা পচাগন্ধময়!
কেবলে হৃদ্‌পিণ্ড উহা,
নীচতার অন্ধগুহা,

পাতিত্যের প্রস্রবণ প্রাণ উহা নয়!
অস্থিতে ও নহে মজ্জা,
ভরা শুধু ঘৃণা লজ্জা,
কলঙ্কের গাঢ় ক্লেদ হয়েছে সঞ্চয়!
প্রতি লোমকূপে-কূপে,
অপমান অণুরূপে,
করেছে অনন্ত ছিদ্র নাহিকো সংশয়!
বাঙ্গালি মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?

৩

বাঙালি মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?
কি আছে মানবধর্ম,
কি করে মানবকর্ম,
কি দিয়ে চিনিব বল পশু এরা নয়?
এরি মতো খায় হাগে,
আর কাজে নাহি লাগে,
এদের জীবন শুধু বিষ্ঠামূত্রময়!
নাহি বীর্য নাহি তেজ,
উদরে গুঠিত লেজ,
বিলুণ্ঠিত পরপদে সকল সময়!
অলস শিথিল অতি,
স্খলিত জীবনগতি,
আঁখিভরা অশ্রুজল বুকভরা ভয়,
বিচারবিতর্কহীন,
আত্মজ্ঞানে উদাসীন,
অবিচারে পরবাক্য করিবে প্রত্যয়!
এমন পশ্চাদ্‌গামী,
সদা ঘৃণা করি আমি,
গু মাখিয়া মারি ঝাঁটা যত মনে লয়!
বাঙালি মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?

৪

বাঙ্গালি মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?
যত মোসলমান হিন্দু,
পতনের মহাসিন্ধু,
নাহি ধর্ম এক বিন্দু অতি নীচাশয়!
বৃথা ও তিলক-ফোঁটা,
পাঁচ ওক্ত মাথা-কোটা,

ধূর্তামি ভণ্ডামি ওটা নিশ্চয় নিশ্চয়!
একমেবাদ্বিতীয়ং,
সে-ও থিয়েটার সং,
কলেজি নলেজি ঢং আর কিছু নয়।
শত ভালো কীটকৃমি,
এরা নরকের তিমি,
ইহাদের আদি অন্ত অনন্ত নিরয়!
অধম পিশাচগুলি,
গর্দভের পদধূলি
মাথায় মাখিয়া ছি ছি, বড়লোক হয়,
বাঙালি মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?

৫

বাঙালি মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?
হেন ঘোর মিথ্যাভাষী,
অনুগ্রহ অভিলাষী,
জগতে ধনীর দাস আর কেহ নয়!
হতে তার কৃপাপাত্র,
কি শিক্ষক কিবা ছাত্র,
উকিল ডাক্তার আদি সম্পাদকচয়,
যারা বড় মান্যগণ্য,
দেশের উদ্ধার জন্য,
'বঙ্গের উজ্জ্বল আশা' যাহাদেরে কয়;
যত তার অবিচার,
যত তার ব্যভিচার,
যত তার ভয়ঙ্কর কার্য পাপময়,
জানিয়া নাহিকো জানে
শুনিয়া শোনে না কানে,
তাহারি প্রশংসাগানে করে জয় জয়
এমন সাহসহীন,
ভীরু কাপুরুষ ক্ষীণ,
বলিতে উচিত কথা সঙ্কুচিত হয়,
পাপেরেও বলে পুণ্য,
হেন মনুষ্যত্বশূন্য,
এমন করিয়া করে বিবেক-বিক্রয়!
এ নীচ নিরয়গামী,
সদা ঘৃণা করি আমি,

দেখিলে এদের মুখ মহাপাপ হয়,
বাঙালি মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?

৬

বাঙালি মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?
বৃথা ও ইংরাজি শিক্ষা,
বৃথা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা,
প্রসবে যে বি এ, এম্ এ, বিশ্ববিদ্যালয়,
কি বলিব শেম্ শেম্,
রাস্কেল্ ফুল্ ডেম্,
গোল্ড্ পাম্পকিন্ সব আর কিছু নয়!
বৃথা অই হেট্ কোট,
বিজাতি কথার চোট্,
হৃদয়ে নাহিকো মোট জ্ঞানের উদয়;
আপনার প্রতিবেশী,
আত্মীয়স্বজন দেশী,
দরিদ্র দীনের দুঃখে গলে না হৃদয়,
করে না জীবনপণ
উদ্ধারে বিপন্নজন,
অত্যাচারে যদি দেশ ছারখার হয়!
বাঙালি মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?

৭

বাঙালি মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?
এই যে ভাওয়ালবাসী,
নিত্য অশ্রুজলে ভাসি,
অবিচারে ব্যভিচারে ভস্মীভূত হয়,
কে করে তাহার খোঁজ,
অসুরেরা রোজ রোজ,
কত যে কুলের বধূ চুলে ধরি লয়!
দিবালোকে দ্বিপ্রহরে,
পতিরে বাঁধিয়া ঘরে,
কোলের কাড়িয়া লয় কত কুবলয়,
কত যে জননী বোন,
কাটিয়া ঘরের কোণ,
চুরি করে পিশাচেরা নিশীথ সময়!
কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
কিবা বড় কিবা ক্ষুদ্র,
কি কৈবর্ত্ত মোসলমান চণ্ডাল নিচয়,

কি নাপিত, কিবা ধোবা,
রসুলেল্লা! তোবা! তোবা!
কর্মকার চর্মকার কেহ বাদ নয়!
কত ভ্রাতা পতি পিতা,
শোণিতে জ্বালায়ে চিতা
তিলে তিলে পলে পলে পুড়িছে হৃদয়,
এরা আহা চক্ষু খেয়ে,
একটু দেখে না চেয়ে,
ইহাদেরি একদেশী প্রতিবেশী হয়!
ও উচ্চ শিক্ষায় ধিক্,
আমি যা দিয়েছি—ঠিক্,
জগতে জঘন্য হেন নাহি নীচাশয়,
বাঙালি মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?

৮

বাঙালি মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?
কোথায় সাগরপারে,
তুরুকি আর্মানি মারে,
ইংরেজ রুশের তারা কেহই তো নয়,
এক গোষ্ঠী এক জাতি,
নহে তারা এক জাতি,
কেবল খ্রিস্টের সনে এক পরিচয়!
তবু যে আর্মানি-নারী,
ত্যজিল আঁখির বারি,
তাহাতে ডুবিল 'আল্প' অল্প কি বিস্ময়?
অবিচারে ব্যভিচারে,
তাহাদেরি হাহাকারে,
বিলাতি আকাশ ভেঙে চুরমার হয়!
তাদেরি—তাদেরি জন্য,
কি হৃদয়, ধন্য ধন্য,
ক্ষেপিয়াছে খ্রিস্টানের জাতি সমুদয়,
শিক্ষিত বীরের প্রাণ,
কি মহান্! কি মহান্!
করুণার যেন এক কালান্ত প্রলয়!
নাহি বুঝে আত্মপর,
নাহি বুঝে দেশান্তর,
বিপন্ন উদ্ধারে তারা প্রাণ করে ব্যয়,
না ছাড়ে সম্রাট রাজা,

পাপীরে প্রদানি সাজা,
উৎপীড়িত নারী-নরে দিতেছে অভয়!
স্বাধীন তুরস্ক—রুম,
সুলতানের সিংহভূম,
এস্‌লামের প্রিয় পূজ্য স্থান পুণ্যময়,
আশি বছরের বুড়া,*
তাহারে করিতে গুঁড়া
করিয়াছে পদাঘাত—সাহস দুর্জয়!
মোদের শিক্ষাভিমানী,
নব্যবাবু সভ্য জ্ঞানী,
থাক তার পর দুঃখে গলিবে হৃদয়,
রেলে কি জাহাজে গেলে,
কেহ তারে ঠেলে ফেলে,
নিলে তার মা বোনেরে চুপ করে রয়!
জুতা, লাথি, ঝাঁটা, বেতে,
এরা না কিছুতে চেতে,
অচেতন জড়ে কবে ব্যথা বোধ হয়?
দেও তারে শত গালি,
দেও গালে চুনকালি,
বেহায়ার তাতে কিবা লোকলাজভয়!
বাঙালি মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?

৭ই আষাঢ়, ১৩০৩ সন
লতপদি, ঢাকা

মৃত্যু-শয্যায়

১

মা!
এই বড় দুঃখ মনে রহিল আমার—
এই কাঙালিনী বেশে,
এত কষ্টে এত ক্লেশে,
এই বিমলিন মুখ—এই অশ্রুধার,
দেখিয়া যাইতে হল জননী আমার!

---

* গ্লাডস্টোন—ইংলন্ডের মন্ত্রী

২

দেখিয়া যাইতে হল জননী তোমায়,
অন্নপূর্ণা উপবাসী,
আত্মগৃহে পরদাসী,
মুহূর্তে মুহূর্তে মর মর্ম-বেদনায়,
দেখিয়া মরিতে হল জননী তোমায়!

৩

উহুহু!
এখনো মুমূর্ষু রক্ত উঠে উছলিয়া,
শত পুত্রে অভাগিনী,
শত বাঞ্ছো ভিখারিনী,
স্মরিতে মুমূর্ষু প্রাণ উঠে হুঙ্কারিয়া,
বিকারে শিরায় রক্ত উঠিছে গর্জিয়া!

৪

নিস্তব্ধ হৃদয়ে হয় আবার স্পন্দন,
মৃত্যু যেন দূরে যায়,
মৃত্যু যেন ভয় পায়,
ঈর্ষাদগ্ধ চিত্তের এ তীব্র উত্তেজন
থাকিতে মৃত্যুও প্রাণ করে না গ্রহণ!

৫

নাহি শান্তি জননী রে এ মৃত্যুশয্যায়,
সুখ তুমি শান্তি তুমি,
স্বর্গ তুমি জন্মভূমি,
জননী ভগিনী জায়া তুমি সমুদায়,
মরণে সুখ মা কোথা তব দুর্দশায়?

৬

কুটির নিবাসী আমি দরিদ্র ভিখারি,
জনমে পুরেনি আশা,
পাই নাই ভালোবাসা,
নাহি মোর পুত্র কন্যা ভাই বন্ধু নারী,
পথের কাঙাল আমি দরিদ্র ভিখারি!

৭

তথাপি জনমভূমি আছিলে আমার,
ভার্যা-মা অতি প্রিয়,

মাতৃসমা অদ্বিতীয়,
পূজনীয় সমতুল্য পিতৃদেবতার,
স্নেহের পবিত্রমূর্তি কন্যা করুণার!

৮

তোমাকেই প্রাণভরে বসিয়াছি ভালো,
তুমিই সকল ছিলে,
শান্তি দিলে সুখ দিলে.
তোমারি সন্তান বলে সুখে দিন গেল ,
তোমাকেই প্রাণ ভরে বাসিয়াছি ভালো!

৯

যদিও—
প্রাণের গভীব এই ভক্তিপ্রেমস্নেহ,
সামান্য পল্লীতে বাস
করিয়াছি বারো মাস,
গোপনে বেসেছি ভালো নাহি জানে কেহ.
শতমুখে বাগ্মীবেশে,
বলি নাই দেশে দেশে,
তোমারে করেছি যত ভক্তিপ্রেমস্নেহ ;
স্বদেশহিতৈষী বলি নাহি জানে কেহ!

১০

তবু মা তুমি তো জান হৃদয় আমার?
এ প্রাণে যন্ত্রণা কত,
এ হৃদয়ে জ্বালা যত,
নিত্য যে তোমার তরে কত অশ্রুধার
ফেলিয়াছি, জান তা তো জননী আমার?

১১

কিন্তু মা এ বড় দুঃখ রহিল অন্তরে,
বৃথাই সে অশ্রুজল,
বর্ষিয়াছি অবিরল,
যে তুমি সে তুমি আছ যুগযুগান্তরে,
হল না সার্থক চক্ষু দেখিয়া তোমারে!

১২

এক বিন্দু রক্ত এই অশ্রুর বদলে
যদি পারিতাম দিতে,

অভাগিনী তোর হিতে,
যে রক্ত পচিয়া গেল দাসত্ব-গরলে,—
হয়তো সার্থক চক্ষু হত পুণ্যফলে!

১৩

যাক, যাহা হয় নাই, হল না এখন,
মরিতে বসিয়া আর,
বৃথা সে ভাবনা তার,
বৃথা এ মুমূর্ষু প্রাণে মোহের স্বপন,
এ জনমে এ জীবনে বৃথা আকিঞ্চন।

১৪

কিন্তু মা,
যদিও বাসনা মম হল না সফল,
তথাপি আশার নেত্রে,
জাতীয় মিলনক্ষেত্রে
দেখিতেছি ভবিষ্যৎ শক্তিমহাবল,
সজ্জিত করিছে তব প্রতিমা উজ্জ্বল!

১৫

পুনঃ যেন কোহিনুর করি আহরণ,
শত সূর্যরাগবিভা—
কিরীট গড়িছে কিবা
জননি তোমার শিরে করিতে অর্পণ ;
চমকি ত্রিলোক যেন করে নিরীক্ষণ!

১৬

আবার শোভিবে তুমি রাজরাজেশ্বরী,
আগেকার হস্তন্যস্ত
ম্লান অস্ত্র যে সমস্ত—
কলঙ্কিত শেল শূল অসি ভয়ঙ্করী,
মার্জিত করিছে শত্রু-শোণিতে শঙ্করি!

১৭

মা!
এই বড় দুঃখ মনে রহিল আমার,
সে রূপ নয়ন ভরি
সম্রাজ্ঞী—ভুবনেশ্বরী—

দেখিতে নারিনু, দগ্ধ চিত্ত অভাগার,
'এম্প্রেস্ ইন্ডিয়া' আজ কপালে আমার!

১৮

কেন না জন্মিনু আরো শতবর্ষ পরে,
তখন জন্মিবে যারা
কত পুণ্যবান তারা,
স্বর্গের দেবতা তারা মানবের ঘরে,
জন্মিবে ভবিষ্য বংশ তোমার উদরে!

১৯

যাই মা!
যদিও ব্যাকুল প্রাণ ব্যাধি-যন্ত্রণায়,
তোমার ভবিষ্য বেশ
করে চিত্তে মোহাবেশ,
মিশিব তোমারি বুকে তব মৃত্তিকায়,
ভয় কি, যাই মা তবে,—বিদায়! বিদায়!

৮ই শ্রাবণ, ১২৯০ সন
কলিকাতা

মদনের দিগ্বিজয়

১

একদা বসন্তে সায়াহ্ন-সময়,
অমর উদ্যানে তুলি ফুলচয়,
পরিছে খোঁপায় অনঙ্গরানী,
হেনকালে তথা আসিল মদন,
দেখি রতিরানী সলাজে তখন,
বসনে ঢাকিয়া বদনখানি।

২

কহে, 'কেন হাতে ফুলধনু খান,
ফুলের তূণীরে দেখি ফুলবাণ,
কোথা যাও নাথ হেন সময়?'
চুম্বিয়ে রতির অধরকমল
কহে হেসে কামপুলকে পাগল,—
'চলেছি করিতে ভুবন জয়!'

৩

শুনিয়া হাসিয়া গ্রীবা হেলাইয়া,
বাম করতলে কাকলি ধরিয়া,
বদনে অঞ্চল হাসিছে রতি,
দ্বিতীয়ার চাঁদ হাসিতে জানে না,
পূর্ণিমার চাঁদে সে হাসি ফোটে না,
কুসুম হইতে সুষমা অতি।

৪

দুলিতেছে কানে কর্ণিকার ফুল,
আবেশে অনঙ্গে করিছে আকুল,
কমলপলাশে নয়ন টাসা!
জোস্নাতরল দেহমহিমায়,
কুসুমসৌরভ উছলিয়া যায়,
হল না—হল না!—হয়েছে!—না—না!

৫

একতানে করে কোকিল কূজন,
একতানে করে ভ্রমর গুঞ্জন,
বাজে একতানে বাঁশরি বীণা।
চতুরা রতির নয়নের বাণ,
বুঝিয়া সময় বিঁধিল পরান,
দেখ দেখি কাম বাঁচিবে কি না।

৬

খসিল চাপের পাঁচ ফুলবাণ,
খসিল হাতের ফুলধনু খান,
আবেশে অবশ মদনরাজ ;
আবার হাসিয়া গ্রীবা হেলাইয়া,
কহে রতিরানী করতালি দিয়া,
'ছি ছি ছি, প্রাণেশ মরি কি লাজ!
প্রিয়তম। তব এই বীরপনা?
আপনার বল আপনি জান না!
কেমনে করিবে ভুবন জয়?
তাই বলি নাথ যেয়োনাকো আর,
বাঁচিবে না নারী দিলে আঁখি ধার,
এ কাজ প্রাণেশ তোমার নয়!'

১২৮৫-৮৬ সন

জয়দেবপুর, ঢাকা

চন্দনতরুতলে

দাঁড়ায়ে চন্দনলতা, চন্দনচর্চিত যথা
শরতের চারুচন্দ্র হাসে কুতূহলে,
উজলিয়া উপবন, উজলি কুসুমগণ,
চন্দনী চান্দনী তার চৌদিকে উছলে!
চুম্বনে চন্দনরস, পড়ে বুঝি টস্ টস্,
রাঙা চন্দনের বীচি অধরকমলে।
সুন্দর বরণ তার, সুপীত চন্দনসার,
শরীরে চন্দনগন্ধ বহে পরিমলে,
উন্নত বিশাল স্তনে, শ্বেতচন্দনের বনে,
মদন করিছে বাস মলয় অচলে!
সে কৃষ্ণ-চন্দনচুলে, সে গুরু নিতম্বমূলে
ঝরিছে চন্দনফুল মৃদু বায়ুবলে,
হৃদয় নন্দনে জানি, কেবা এ চন্দনবানী,
বসন্তে বন্দনা আজ করে কুতূহলে।
এক পাশে আছে যুবা, তারি যেন স্নেহে ডুবা,
অর্পিযা চন্দনপ্রেম ও পদকমলে,
চন্দনতরুতলে।

১৭ই ভাদ্র, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

দুটি বুলবুল

১

এক ডালে বসে আছে দুটি বুলবুল,
পশ্চিমে ডুবিছে রবি,
রাঙা শ্যামগ্রাম ছবি,
লোহিতচন্দনে মাখা মনে হয় ভুল,
কিম্বা যথা দেবদোলে,
রত্নসিংহাসনকোলে,
আরক্ত আবিরে মাখা বরণ হিঙ্গুল!
এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুলবুল!

২

এক ডালে বসে আছে দুটি বুলবুল!
সন্ধ্যার শ্যামল ছায়া,
তরুলতা শ্যামকায়া,
শ্যামবনে ফুটিয়াছে চারিদিকে ফুল!
কি সুন্দর শ্যামলতা,
মনে জাগে কত কথা,
মলয় অনিলে হেলে মঞ্জরি মুকুল!
এক ডালে বসে আছে দুটি বুলবুল!

৩

এক ডালে বসে আছে দুটি বুলবুল!
চারিদিকে আম জাম,
কত কি জানি না নাম,
কদম্ব কমলা কলা কাঁটাল তেঁতুল!
বাঁশ খেত—কাঁটাবন,
নিবিড় 'বৈঞ্চর', 'মন',
শোভিতেছে, 'শিলাদহ' শ্যাম উপকূল!
এক ডালে বসে আছে দুটি বুলবুল!

৪

এক ডালে বসে আছে দুটি বুলবুল!
সুনীল আকাশ গায়,
লাল মেঘ ভেসে যায়,
বিয়াবাড়ি নায়রীর রঞ্জিত দু-কূল!
কালো মেঘ তার পাশে,
হঠাৎ ছুটিয়া আসে,
সে রাঙা আঁচলে উড়ে এলোমেলো চুল!
এক ডালে বসে আছে দুটি বুলবুল!

৫

এক ডালে বসে আছে দুটি বুলবুল!
নেমেছে স্বর্গের রথ,
গাঁথা মণি মরকত,
শোভে দুটি 'গারো হিল' শিখর অতুল!
যেন কাম যেন রতি,
আসিয়াছে জায়াপতি,

ধরণীর বুকে তাই ভুল ঘনস্থূল!
এক ডালে বসে আছে দুটি বুলবুল!

৬

এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুলবুল!
ওদিকে বহিছে শেরি,
ঘাটে ঘাটে করে দেরি,
আঁচল টানিয়া নেয়—কারো নেই কূল,
ভাসে পদ্ম-অন্তরীপ,
প্রেমের গোলাপদ্বীপ!
পরে কি ভুলিবে? নারী আপনি আকুল!
এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুলবুল!

৭

এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুলবুল!
অদূরে উদ্যান মম*,
ত্রিদিব নন্দন সম,
শোভে সরোবরতীরে অশোক বকুল,
যবনযুবতী জলে,
গা ধুইছে কুতূহলে,
মৈনাক মগন-গিরি মনে হয় ভুল!
এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুলবুল!

৮

এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুলবুল!
এ চাহে উঁহার পানে ;
নয়নের টানে টানে
সৃষ্টির ছিঁড়িয়া আনে আগাগোড়া মূল,
যেখানে অতীত গেছে,
পলে পলে পেঁচে পেঁচে,
সেখানে ছুঁয়েছে সেই অসীম অকূল!
এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুলবুল!

৯

এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুলবুল!
কি যে সে প্রেমের কথা,

---

* শীতলপুর বাগানবাটী

কিবা মধুমাদকতা,
মুগধ গাছের পাতা, মুগধ শার্দুল,
মুরছিয়া রবি পড়ে,
ও অস্তশিখর 'পরে,
জগতে উহার নাকি নাহি সমতুল?
এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুলবুল।

১০

এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুলবুল।
লাগাইয়া গায় গায়,
এ উহার চুমা খায়,
আমার দেখিতে কেন বুকে বিঁধে শূল?
হায় রে নারীর ঠোঁটে,
বিষ কি অমৃত ওঠে,
হয়েছে অনেক দিন, আজি তাই ভুল!
এক ডালে বসে ডাকে দুটি বুলবুল।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮ সন
শেরপুর, ময়মনসিংহ

ফুল

১

কি সুন্দর ফুল!
নূতন বসন্তে ভেসে, কোথা হতে কোথা এসে,
কোথায় চলেছে হায় বায়ু অনুকূল ;
কত শত শিরা দিয়া,
কত প্রাণে প্রবাহিয়া,
কত হৃদয়ের রক্ত করিছে আকুল!
কি সুন্দর ফুল!

২

কি সুন্দর ফুল!
কি জানি সৌরভ মাখা, কি অমৃত প্রাণে ঢাকা,
কি এক আনন্দ মোহ অসীম অতুল ;
তাহার গায়ের হাওয়া,
বহুভাগ্যে যায় পাওয়া,

দেবতা প্রসন্ন হলে, বিধি অনুকূল।
কি সুন্দর ফুল।

৩

কি সুন্দর ফুল।
সে যখন পুষে ফুটে, চরণে তপন লুঠে,
রবি যেন রাঙা, তারি মেখে পদধূল!
তাহারি রূপের ভাতি,
জ্বলে অই সারারাতি,
চিলাইর সাদা জলে শশীতারাকুল।
কি সুন্দর ফুল!

৪

কি সুন্দর ফুল।
কদম্ব ফুটেছে বুকে, শ্বেতপদ্ম শশিমুখে,
ফুটেছে অপরাজিতা কালোনীল চুল,
কে জানে সে কারে তোষে,
চুম্বনে কে মধু শোষে,
কে জানে ভ্রমরে কোন্ করেছে আকুল!
কি সুন্দর ফুল!

৫

কি সুন্দর ফুল।
নবীন যৌবন গায়, বান ডাকিয়াছে হায়,
নিবিড় নিতম্ব কিবা পীনঘনস্থূল,
দেখিয়াছি খেলাইতে,
এক পায় লাফাইতে,
দলমল খলখল দু-কূল দু-কূল।

৬

কি সুন্দর ফুল।
সে যখন চলে যায় বাতাস বিনাও হায়,
মনে লয় ভেঙে পড়ে ক্ষীণ কটিমূল,
বিশাল বুকের ভারে,
কেন সে চলিতে নারে,
বিধাতা গড়িতে তারে করিয়াছে ভুল।
কি সুন্দর ফুল।

৭

কি সুন্দর ফুল!

যখন সে কাছে আসে, অমৃত আতরে হাসে,
আমারে হারাই আমি অধীর আকুল,
মনে করি সোজাসুজি,
স্বীকার করে না বুঝি,
কয়েদ করিলে কোলে হইবে কবুল।
কি সুন্দর ফুল!

১১ই আশ্বিন ১৩০২ সন
কলিকাতা

সে করেছে রাগ

১

সে করেছে রাগ,
নহে কি কখন হয়, হেন বর্ণ-বিনিময়,
সে নীল নয়ন রাঙা, ঠোঁটে নীল দাগ?
না ডাকিতে পাছে পাছে, সে তো আগে আসিয়াছে,
কেন যে ডেকেছি বলে করিত সোহাগ,
আজ যদি শত ডাকি, শোনে না সে কাছে থাকি,
কি জানি কি অপরাধে সে করেছে রাগ!
দিনেরেতে কত যারে, দেখিয়াছি বারে বারে,
কত ছলে দেখাইত কত অনুরাগ,
আজ তারে মরি খুঁজে সে তো যায় চোখ বুজে,
সারাদিনে একবার নাহি পাই লাগ।
আমি গেলে পুবদিক, সে যায় পশ্চিমে ঠিক,
এমনি বিরক্ত আজ, এমনি বিরাগ,
আমি চেলে দিবা আলো, সে চাহে রজনী কালো,
পৃথিবীটা মোর সাথে করে নিছে ভাগ!

২৯শে শ্রাবণ, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

সে বুঝেছে ভুল

১

আমি তো করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল!
ও নহে নয়ন রাঙা,
নূতন আঁধার-ভাঙা
সে বুঝি দেখেছে ফোটা নীল সুঁদী ফুল!
আমি তো করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল!

২

আমি তো করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল!
ও নহে অধর মম
নীলাক্ত প্রবাল সম
সে দেখেছে নিসিন্দার নবীন মুকুল!
আমি তো করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল!

৩

আমি তো করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল!
সে বুঝি দেখেছে হায়,
নীল মেঘ উড়ে যায়,
সে তো গো দেখেনি মোর খোঁপাখোলা চুল!
আমি তো করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল!

৪

আমি তো করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল!
আমি গেছি তার কাছে,
তাও ভুল বুঝিয়াছে,
উড়ায়ে গিয়াছে উষা কনক দু-কূল!
আমি তো করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল!

৫

আমি তো করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল!
আমি তো বিরহবাণে,
তাহারে মারিনি প্রাণে,
অতনু তাহারে বুঝি মারিয়াছে ফুল!
আমি তো করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল!

৩০শে শ্রাবণ, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

বালিকার খেলা

আয় লো খেলাই,
অই যে গগন গায়, শরতের মেঘ যায়,
আয় লো ওদের সনে ভেসে ভেসে যাই,
উজল শশাঙ্ক রবি, গ্রহ উপগ্রহ সবি,
আয় লো ওদেরি মতো ফুঁ দিয়ে নিবাই।
আয় আয় সহচরী, আয় ইন্দ্রধনু ধরি,
আমরাও বনে বনে ময়ূর নাচাই,
হানিয়া আঁখির ঠার, গিরি করি চুরমার,
করতালি দিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাই।
শুষ্ককণ্ঠে পিছে পিছে, চাতক ডাকিবে নিচে,
আমরা সেদিকে নাহি ফিরে চাব ভাই!
আয় লো খেলাই।

২

আয় লো খেলাই।
আয় মোরা প্রতিজনা, হইগে বালুর কণা,
নিদাঘ তপন তাপে মরুভূমে যাই
এ চারু মোহন বেশে, এ রাঙা অধরে হেসে,
মরণের মরীচিকা আয় লো সাজাই।
আশায় হইয়ে ভ্রান্ত, ছুটিয়ে আসিবে পান্থ,
দিব লো অনলকোল পাতিয়ে সবাই,
নির্জল শোণিতবক্ষে, সে নির্জল অশ্রুচক্ষে,
এমন নির্জল মৃত্যু কোন দেশে নাই!
আয় লো খেলাই!

৩

আয় লো খেলাই!
আয় লো সবে ও বালিকা, হইগে অনল শিখা,
রজনীর অন্ধকারে জগৎ হাসাই,
কত যে পতঙ্গ পোকা, নাহি তার লেখাজোখা,
আমাদের বুকে এসে পুড়ে হবে ছাই!
আয় লো খেলাই।

আয় লো খেলাই।
আয় লো বাড়বানলে, আয় সবে কুতূহলে,
সাগর সলিলবুক আয় লো পোড়াই,
আয় লো তরঙ্গভঙ্গে, পদাঘাতে মহারঙ্গে
ভাঙিয়া তাহার বুক লাফাইয়া যাই।
আছাড়ি অর্ণবযান, ভেঙে করি শতখান,
অনন্ত আরোহী তার অতলে ডুবাই,
চাঁদের কিরণ মেখে, আয় যাই বান ডেকে,
শত জনপদ গ্রাম গিলে গিলে খাই।
আয় হাসি অট্টহাসি, ফেনিল মরণরাশি,
গভীর কল্লোলে সেই জয়গীত গাই,
আয় লো খেলাই।

৫

আয় লো খেলাই।
জ্বালায়ে রূপের মণি, আয় লো হইব ফণী,
দংশিব তাহারি বুকে যারে কাছে পাই,
ছুঁইলে অধরপুটে, এ বিষ মস্তকে উঠে,
কোথায় বাঁধিবে তাগা জা'গা তার নাই!
আয় লো খেলাই।

৭ই ভাদ্র, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

বালিকা

ওঠেনি এখনো রবি ফোটেনি কিরণ,
সাদা সাদা ছায়াময় জ্যোতি সুকোমল,
হাসিমাখা আধ স্বপ্ন আধ জাগরণ,
উজ্জ্বলি উঠিছে যেন নীল নভতল।

জাগে জাগে হইয়াছে বন-উপবন,
পবনে বহিছে ধীরে নব পরিমল,
বালিকার দেহে ছিল ঘুমায়ে যৌবন,
এখনি খুলিবে যেন নয়ন-কমল!

সোনার শৈশবস্বপ্ন করে পলায়ন,
চুপে চুপে লাজভয়ে তারকার মতো,
বালিকা রূপের উষা করে আগমন,
পশ্চাতে লইয়া যেন স্বর্গ শত শত!

হৃদয়ে সুমেরু-শিশু জাগিতেছে কিবা,
অই বুঝি ভোর হয় ত্রিদিবের দিবা!

৩রা ভাদ্র, ১২৯৬
শীতলপুর বাগানবাটী, শেরপুর, ময়মনসিংহ

আমরা

আমরা দু-জনে করি প্রাণ বিনিময়,
হিংসায় পাড়ার লোকে তারে বলে চুরি!
চুরি কি এমনতর বলে কয়ে হয়?
দিতে গেলে চুরি বলে বিষম চাতুরী!

আমার বুকের প্রাণ, বুকের হৃদয়,
আমার বুকের রক্ত প্রেম ভালোবাসা,
আমি কি পারি না দিতে? আমার কি নয়?
আমি দিতে কার কাছে করিব জিজ্ঞাসা?

চাহিব তাহার পানে যারে ভালোবাসি,
বাসিব তাহারে ভালো যারে প্রাণ চায় ;
আমার নয়নে মনে আমি কাঁদি হাসি,
বল না কি হবে প্রিয়ে পরের কথায়?

দেবতা আনন্দে ভোগে সুধা সুমধুর
পারে না দেখিতে তাহা দানব অসুর!

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সন
কলিকাতা

ভয়

কেন মিছে কর ভয় পাছে কেহ জানে,
কি হবে বল না প্রিয়ে পরের কথায়?
কসিতে বসিবে বাঁধ আরো টানে টানে,
প্রেম কি ফুলের মতো 'ফুঁতে' ছিঁড়ে যায়?

বহ জাহ্নবীর মতো পর্বত-পাষাণে,
তরঙ্গে তরঙ্গে তারে দেও ভেঙেচুরে,
কি হবে বলিলে লোকে শুধু কানে কানে,
আসে যদি ঐরাবত ভেসে যাবে দূরে!

প্রেমের বিজয়শঙ্খ অই শোন বাজে,
অই দেখ আগে আগে আসে মনমথ,
কেন মর বিধুমুখি বৃথা লোকলাজে,
অকূলে ভাসায়ে কুল করে এস পথ।

সম্মুখে শ্মশান বুকে কাঁদিতেছে কবি,
বহ শতমুখে তার হৃদয়ে জাহ্নবী!

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সন

কলঙ্ক

কলঙ্ক কি—নহে নিন্দা, নহে লোকলাজ,—
তোমারে পাওয়ার নাম! যদি তাই হয়,
তাহলে সার্থক প্রিয়ে এ জীবন আজ,
হৌক এ লোকের কথা অনন্ত অক্ষয়!

করুক জগৎসুদ্ধ কলঙ্ক-ঘোষণা,
কি আছে ইহার চেয়ে সৌভাগ্য আমার?
যদি সত্য হয় এক বিন্দু—এক কণা,
বুঝিব এ পুণ্যফল বহু তপস্যার।

কিন্তু প্রিয়ে এতে হবে তোমার তো ক্ষতি,
স্বর্গের দেবতা তুমি আমি যে মানব,
মানবে দেবের দয়া অসম্ভব অতি,
তোমার কলঙ্ক এতে আমার গৌরব!

তথাপি তুমি কি এতে দিয়াছ সম্মতি,
প্রাণের সরলা প্রিয়ে দেবি দয়াবতি?

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সন
কলিকাতা

মিলন

যেদিন প্রথম দেখা—প্রথম মিলন,
কত কথা বলেছিলে ধরিয়া গলায়,
একটুকু অবশিষ্ট না রাখিয়া মন,
সমস্ত ঢালিয়া দিলে স্নেহ-মমতায়!

কত যে সুদীর্ঘ শ্বাস, কত যে চুম্বন,
বুক ভাসাইয়া দিলে কত অশ্রুজল,
হৃদয় ভরিয়া দিলে তপ্ত আলিঙ্গন,
এখনো প্রাণের জ্বালা হয়নি শীতল!

তুমি তা ভুলিয়া গেছ কবে—কোন্ দিন,
কারে দিতে কারে দিছ—হয়েছিল ভুল,

আমারো বুঝিতে ভুল হয়েছে সেদিন,
এখন বুঝিয়া প্রাণ হতেছে আকুল।

দু-জনে করেছি ভুল, শুধু কি আমার
সরলা! প্রাণের জ্বালা নাহি যাবে আর?

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ সন
কলিকাতা

পত্র

প্রতিদিন বসে থাকি পথপানে চেয়ে,
পাইব তোমার পত্র আশায় আশায় ;
ডোবে কত রবি শশী অস্তাচলে যেয়ে,
একদিনও সরলারে নাহি পাওয়া যায়!

দিনান্তে নাহি কি পাও তিল অবসর,
মাসান্তে নাহি কি পাও মুহূর্ত সময়?
লিখিতে একটি ছত্র—একটি অক্ষর,
মনে কর সময়ের এত অপব্যয়?

ছিল দিন এক দিন—যেদিন তোমার,
সংসারের শত কার্য—শত ব্যস্ততায়,
কত চুম্ব আলিঙ্গন কত অশ্রুধার,
কত পত্রে কত ছত্রে পাইয়াছি হায়!

সেই তুমি সেই আমি সেই দুইজন,
তেমনি সময় আছে, নাই শুধু মন!

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭ সন
কলিকাতা

নারীর হৃদয়

নারীর হৃদয়খানি বিমল দর্পণ,
তারি ছায়া ভাসে প্রাণে যে থাকে সম্মুখে,
একটু সরিলে দূরে নাহি কাঁদে মন,
আরেক নূতন ছায়া পড়ে তার বুকে!

শূন্যবক্ষে নারী যেন পারে না তিষ্ঠিতে,
রমণী-রাক্ষসী যে ক্ষিপ্ত-আলিঙ্গন,
পরে নব মুণ্ডমালা নিত্য হরষিতে,
কপোল বহিয়া পড়ে সরক্ত-চুম্বন!

নহে অশ্রু বাষ্পবিন্দু তোমারি নিঃশ্বাস,
মমতা জানে না নারী শুধু মৃত্যু জানে,
দয়া নাই, দুর্বিনীতা, স্নেহে উপহাস,
গর্বিতা গৃধিনী মত্ত ক্রোধে অভিমানে।

রমণী-জীবনে ধর্ম নাহি এক কণা,
পাপিষ্ঠা নারীর প্রেম মহাপ্রতারণা!

৪ঠা পৌষ, ১২৯৬ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা

প্রণয়

হইলে তুষারশুভ্র কালো কেশরাশি,
খসিলে মুকুতাসম বিমল দশন,
নিমগ্ন অধর প্রান্তে ডুবে মরে হাসি,
গ্রাসিল বিকট জরা জীবন-যৌবন!

প্রবৃত্তি বাসনা যত ক্রমে দূরে যায়,
দূরে যায় সংসারের পাপপ্রলোভন,
উদ্যম উৎসাহ আশা ডুবিছে সন্ধ্যায়,
বিমল বৈরাগ্যে যেন ভেসে গেছে মন!

ভেবেছিনু প্রেম অন্য বাসনার মতো,
জরায় হইয়া জীর্ণ ক্রমে হবে লীন,

কিন্তু এ বার্ধক্যে দেখি বাড়ে ক্রমাগত,
আগেকার শতগুণ নেশায় নবীন!

হেরিয়া রমণী হাসে এ কিরে বালাই,
পোড়া প্রণয়ের বুঝি জরামৃত্যু নাই?

১৫ই কার্তিক, ১২৯৫ সন
শীতলপুর বাগানবাটী শেরপুর, ময়মনসিংহ

প্রেম

কোথায় বসতি প্রেম, কোথা বাড়ি ঘর—
কোন্ বসন্তের দেশে, মৃদু মলয়ায়
কোথা যাও ফুলপথে মত্ত মধুকর
মধুগন্ধে অন্ধ হয়ে খুঁজিছে তোমায়!

জনম আমার গেল তব অন্বেষণে,
খুঁজিলাম রমণীর কত চন্দ্রানন,
ব্যথিত হইল ওষ্ঠ চুম্বনে চুম্বনে,
বিদীর্ণ হইল বক্ষ দিয়া আলিঙ্গন!

যৌবনের পুষ্পবন্যা প্রতি অঙ্গভরা,
ভাসাইয়া নিয়ে গেল শুধু প্রাণমন,
কে জানে আঁখির ঠারে হাহাকার করা
জাগাইয়া দিয়ে গেল চিরজাগরণ!

রমণীর কাছে প্রেম কে তোমারে পায়?
প্রাণ পোড়ে মন পোড়ে নারীর হাওয়ায়!

২৬শে মাঘ, ১২৯৫ সাল
ময়মনসিংহ

আলিঙ্গন

ও নহে গভীর ঘন মেঘে অন্ধকার,
ব্যাপিয়া গগন নীল আছে দিক্ ছেয়ে,
ও জানি প্রলয়পূর্ণ আলিঙ্গন কার,
কাহার উদ্দেশে জানি কোথা যায় ধেয়ে!

ভুলিয়া কখন চন্দ্র ধরে জড়াইয়া,
না পাইয়া সে অমৃত ছেড়ে দেয় তারে,
উঠিলে অরুণ রাঙা ধরে তারে গিয়ে,
গ্রাসিয়া প্লাবিয়া ফেলে শত তারকারে!

ও বজ্রবিদ্যুৎভরা ধ্বংসে-আলিঙ্গন,
উন্মত্ত ভৈরবমূর্তি মহাভয়ঙ্কর,
বিশ্বের অসহ্য প্রেম কার গো এমন,
ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলে পর্বত পাথর?

সেও কি আমারি মতো, বুঝিতে না পারি,
ত্রিদিববাসিনী কোন্ ভালোবাসে নারী?

১লা আশ্বিন, ১২৯৬ সন
শীতলপুর বাগানবাটী, শেরপুর
ময়মনসিংহ

চুম্বন

পড়েছে শারদসন্ধ্যা যেন ঝম্প দিয়া,
সিন্দুর-সিন্ধুর জলে সুদূর পশ্চিমে,
পূরব আকাশে ঢেউ লাগিয়াছে গিয়া,
উজলি বিশাল বিশ্ব অনন্ত অসীমে!

ধীরে ধীরে পূর্ণচন্দ্র হতেছে উদয়,
অমৃত কিরণে পূর্ণ করিয়া আকাশ,
কার গো জ্যোতির চুমা তারা সমুদয়,
বেড়েছে চাঁদেরে, দেখে সুধামাখা হাস?

সুন্দর শীতলপুর শ্যামল উদ্যান,—
বসিয়া বিদেশী একা একা এ সময়,

ফুলের বাতাসে তার খুলে গেছে প্রাণ,
ফুলে হাসে ফুলে কাঁদে ফুলে কথা কয়।

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে দেখিয়া বাঙুলি,
ফুটিয়া রয়েছে কার রাঙা চুমাগুলি!

৪ঠা আশ্বিন, ১২৯৬ সন
শীতলপুর বাগানবাটী, শেরপুর
ময়মনসিংহ

রুচি-ফোবিয়া

কল্পনা-কমলবনে মানসের সরে
কৌতুকে কবিতাবালা খেলিছে বসিয়া,
কখনো পুতুল গড়ে যতনে আদরে,
পরীর বসন্তবক্ষে পারিজাত দিয়া!

প্রেমের প্রথম মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষিয়া,
হাতে তার দেয় শর লের জ্বালগরা,
বিদায়ের শেষসিক্তচুমো খেতে দিয়া,
বিরহীর অশ্রুজলে গেঁথে দেয় মালা!

কুরুচি-আতঙ্কে লিপ্ত সুরুচির শ্বান্,
দংশিবারে সদা তারে করে আস্ফালন,
গর্জনে কাঁপায় বঙ্গকাব্যের উদ্যান,
সশঙ্কে কবিতাবালা সঙ্কুচিত মন।

কবি কহে কবিতা গো ভয় কর দূর,
রুচি-ফোবিয়ার আমি ফরাসি-পাস্তুর!

২৮শে ভাদ্র, ১৩০০ সন
কলিকাতা

আমরা হরিহর

১

আমরা হরিহর!
আমরা বঙ্গ আমরা আসাম,
হৌক না মোদের সহস্র নাম,
আমরাই সদিয়া সিন্ধু সেতু—রামেশ্বর,
আমরা নাগা আমরা গারো,
কেহই তো পর নাহি কারো,
খড়্গী বর্গী গুর্খা জাঠ আর পারশি সওদাগর,
পণ্ডিচেরি ফরাসডাঙা,
নামে কি যায় ভারত ভাঙা?
কেউ বা কালো কেউ বা রাঙা একই কলেবর,
কেউ বা চরণ কেউ বা হস্ত,
বক্ষ চক্ষু ললাট মস্ত,
একই দেহের রক্ত-মাংস আমরা পরস্পর!

২

আমরা হরিহর!
একই সলিল একই বায়ু,
একই মৃত্যু পরমায়ু,
একই মোদের শীত বসন্ত একই দিবাকর!
একই মোদের ক্ষুৎপিপাসা,
একই ভরসা একই আশা,
এক আকালে এক পেলেগে মরি নিরন্তর!
পিলা ফাটে একই বুটে,
একই পিশাচ নার লুঠে,
একই ঘৃণা একই লাজে সবাই জরজর!
একই মোদের দণ্ডবিধি,
একই মোদের গুণের নিধি,
এক চরণে তিরিশ কোটি লুঠি নারীনর!

একই ক্ষোভে একই রোষে,
সবার বুকের রক্ত শোষে,
গর্জে প্রাণে অপমানে বজ্র ভয়ঙ্কর!
এক মরণে আমরা মরি সবাই নারীনর!

৩

আমরা হরিহর!
পশুপক্ষী তরুলতা,
ভারতের যে আছে যথা,
অণু রেণু কীট পতঙ্গ জঙ্গম স্থাবর,
কামার কুমার জোলা তাঁতি,
হাড়ি মুচি সকল জাতি,
মুনি ঋষি গরিব দুঃখী বাজা রাজ্যেশ্বর,
নাইকো নীচ নাইক উচ্চ,
নাইকো প্রধান নাইক তুচ্ছ,
কোরান পুরাণ জেন্দাবেস্তা সবাই একত্তর,
ভাই ভগিনী তিবিশ কোটি,
আমরা যদি জেগে উঠি,
আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখ ডর?

৪

আমরা হরিহর!
আমাদের যে শক্তি মরা,
ছিল পড়ে ভারত ভরা,
ছিন্ন অঙ্গ পীঠে পীঠে ভিন্ন পরস্পর।
যুগযুগান্তর হল গত,
মরার চেয়ে মরার মতো,
রুদ্র হয়ে ক্ষুদ্র ছিলাম মরার অনুচর।
আমাদের যে লক্ষ্মীরানী,
কোন্ অভাগার পাপে জানি,
সাগর জলে ঝাঁপ দিয়েছে আজি ক'বছর,
কোন্ বিদেশী বণিক নেয়ে
নিল তারে পথে পেয়ে,
যত্ন করে রত্ন ঝাঁপি—নেই নি সে খবর!
আয় রে আমরা তিরিশ কোটি,
ভাইভগিনী সবাই জুটি,
লভি আজ সে নূতন শক্তি—নূতন কলেবর,

আয় রে আমরা আগাগোড়া,
ভাঙা ভারত লাগি জোড়া,
    আয় রে পূজি মায়ের চরণ, মায়ে দিবেন বর।
আয় রে অজগর দিয়া,
সপ্ত সিন্ধু মথি গিয়া,
    ইন্দিরা সে বন্দী কোথায়—ধবল বালুচর।
ভয় কি রে ভাই, চুমুক দিয়া,
উঠলে গরল ফেলব পিয়া,
    মাথায় যদি গর্জে ফণী ভালে বৈশ্বানর,—
ভর কি রে ভাই তিরিশ কোটি,
যম দেখিলে পলায় ছুটি,
    মৃত্যুঞ্জয়ী হবি যদি মায়ের পূজা কর্!
    আয় রে পূজি মায়ের চরণ, মায়ে দিবেন বর!

৫

আমরা হরিহর।

বাজা রে ভাই বিজয়-শিঙা,
ডুব্‌ল কোথায় সপ্ত ডিঙা,
    সাগর সেঁচে তুল্‌ব এবার 'চাঁদর' 'মধুকর'।
দেখ্‌ব মায়ের গজ গিলা,
দেখ্‌ব মায়ের শক্তিলীলা,
    সাগর সেঁচে তুল্‌ব এবার 'শ্রীমন্তের টোপর'!
    আয় রে পূজি মায়ের চরণ, মায়ে দিবেন বর!

৬

আমরা হরিহর।

একটা পদ্ম-আঁখি দিয়া,
রাম পূজিল লঙ্কা গিয়া,
    শঙ্কা কি রে, আমরা তো ভাই তারি বংশধর!
আয় রে আমরা সবাই জুটি,
পূজি মায়ের চরণ দুটি,
    উড়াইয়া ষষ্টি কোটি নেত্র মনোহর।
হৃৎপিণ্ড মুণ্ড হস্ত,
আর যা লাগে সে সমস্ত,
    আয় রে সবাই দেই রে মায়ের পদ্ম পায়ের 'পর,
অনেক দিন মা পায়নি পূজা
সাগর পরা শ্যামল ভুজা,
    নলিন চরণ মলিন মায়ের রক্তে রাঙা কর।
    আয় রে পূজি মায়ের চরণ, মায়ে দিবেন বর!

পূজা দেখা

১

কি দেখিতে এসেছিনু কি দেখিনু হায়,
এই কি সে মহাপূজা, মহাশক্তি দশ-ভুজা,
চরণে মহিষ সিংহ চাপিয়া বেড়ায়?
এ যেন পাহাড়ে মেয়ে, বনে ফিরে পশু চেয়ে,
কে জানে গারো কি নাগা চিনা নাহি যায়,
ছাড়ে না পাইলে কারে, যারে পায় তারে মারে,
মারিয়া মহিষ মেষ কাঁচা মাস খায়!
দেহে তাই বল অতি, পশুর হিংস্রক মতি,
পারে না থাকিতে স্থির তপ্ত তাড়নায়,
তাই সে পর্বতে বনে, অসুর দানবগণে,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া বুঝি যুঝিয়া বেড়ায়!
কি দেখিতে এসেছিনু—কি দেখিনু হায়।

২

কি দেখিতে এসেছিনু—কিসের আশায়?
এই কি সে মহামায়া, প্রেমের পুণ্যের ছায়া,
ভবরানী ভবজায়া? হায়, হায়, হায়!
এ হবে কিরাতরানী, কৈলাসে সে রাজধানী,
নিবসে নমেরুতলে গিরির গুহায়,
পরিধানে রক্তবস্ত্র, হাতভরা ভোঁতা অস্ত্র,
শিকার করিতে বুঝি গারো হিলে যায়?
সঙ্গে কটা ছোঁড়া ছুঁড়ি এসেছে পাখিতে উড়ি,
সিন্দূরে জন্তুটা অই ইন্দুরে বেড়ায়,
অর্ধনর অর্ধহাতি কে চিনে ও কোন্ জাতি,
বিজ্ঞান অজ্ঞান তার তত্ত্বজিজ্ঞাসায়!
খাইয়া 'পচুই মদ' ভাবে ভোলা গদ্‌গদ,
লেংটা—বলদে চড়ি ডম্বরু বাজায় ;
সঙ্গে তার দৈত্যদানা, পেত্নিনী পিশাচ নানা,
গাছে গাছে লাফাইয়া আগে আগে ধায়,
পাছে ভোলা বরবাদ্য ডম্বরু বাজায়!

এ মূর্তি ভারতে পূজা শোভে না এখন,
পূজে যদি খার্টুমে, কাবুলে কি ক্রীটে রুমে,
তীরায় যদি সে পূজে হাদা মোল্লাগণ,

অথবা জাপানে চীনে,   সেন্টিয়াগো মারকিনে,
ফাসোদায় যদি পূজে ফরাসি বৃটন,
পূজিলে রুষিয়া পারে,   আমীরের এক ধারে,
পামিরে—হীরক দুর্গে করিয়া বোধন ;
আপত্তি থাকে না কারো,   তুরায় পূজিলে গারো,
কোহিমায় যদি পূজে কুকীনাগাগণ!
এ মূর্তি ভারতে পূজা শোভে না এখন!

৪

তবে—
সে পারে পূজিতে যার মন্ত্রী জাম্বুবান,
যার স্ত্রী রাক্ষসে হরে,   অগ্নিতে পরীক্ষা করে,
অদ্ভুত ত্রেতার তত্ত্ব অদ্ভুত বিজ্ঞান!
শিল্পী যার নীল নল,   সৈন্য বন্য পশুদল,
দূত যার দগ্ধমুখ বীর হনুমান,—
সাগরে খাইয়ে ফেন   লুপ্তজ্ঞান গুপ্ত সেন!—
আপনি সুষেন যার ভিষক প্রধান,
বনের বানর মিত্র,   কি বিচিত্র! কি বিচিত্র!
সুগ্রীব গরিলা যার বন্ধু গরীয়ান্,
সে পারে সাগরপারে,   পশুশক্তি পূজিবারে,
যে অজকুলের গজ মহা কীর্তিমান!
সে পারে পূজিতে যার মন্ত্রী জাম্বুবান!

৫

এ নহে দ্বাপর ত্রেতা—আদি সত্য কাল,
এখন গাহে না ঋক্,   মাতাইয়া দশদিক,
আর্যাবর্তে ব্রহ্মাবর্তে বেদের রাখাল।
এখন সে যজ্ঞযূপে,   যজমান পশুরূপে,
নাহি বান্ধে কুশধ্বজে হইয়ে মাতাল!
এখন সে সোমযাগে,   মদমাংস নাহি লাগে,
রাজারানী যজ্ঞভূমে নাহি চষে হাল!
নাহি সে সুরথ* আর,   ব্যাধে নিল রাজ্য যার,
সে অসভ্য অশিক্ষিত বন্য নরপাল!

---

* স চ স্বারোচিষ মন্বন্তরে কোলাপুর্যাধিপতিঃ। শব্দকল্পদ্রুম। সুরথ স্বারোচিষ মন্বন্তরে কোলাপুরের অধিপতি ছিলেন। এই কোলাপুর পশ্চিমঘাট-সান্নিধ্য রাজ্য। মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে বিদ্রোহী প্রজা ও কিরাতকর্তৃক সুরথ রাজ্যচ্যুত হইয়া বনে বিতাড়িত হন এবং রাজ্যলাভের আশায় সরিত্তটে বাসন্তীপূজা করেন। সম্ভবত এই বন পশ্চিমঘাট গিরির পশ্চিমোপকূল হইবে ও এই সরিৎ আরব সাগর হইবে। রাম পূর্বোপকূলে সাগরবক্ষে সেতুবন্ধে ও সুরথ পশ্চিমোপকূলে সাগরতটে পূজা করেন। সুরথের পূজাও প্রায় ভারত ছাড়া।

সে নিষ্ঠুর বর্বরতা,   নাহি সে বলির প্রথা,
ভারতে নাহি সে আর অন্ধ মোহজাল,
এ নহে দ্বাপর ত্রেতা—আজি সত্য কাল!

৬

এ মূর্তি ভারতে কেহ পূজেনি কখন,
পঞ্চালে কি পঞ্চনদে,   ইন্দ্রপ্রস্থে কি মগধে,
বিদিশা কি বারাণসী গয়া বৃন্দাবন,
অবন্তী কি অযোধ্যায়,   মথুরা কি মিথিলায়,
আর্যাবর্তে ব্রহ্মাবর্তে কর অন্বেষণ,
দেখ সে দ্বাপর ত্রেতা   দেখ কত জিত জেতা,
বলি বেণু পৃথু রঘু পাণ্ডু দুর্যোধন,
এ হেন বর্বর বেশে,   কোন্ দিন কোন্ দেশে,
বিল্বমূলে বিশ্বশক্তি করি আবাহন,
কোন রাজা কোন ভক্তে,   পূজেনি পশুর রক্তে,
এ যে পিশাচের পূজা প্রেতের কীর্তন,
এ মূর্তি ভারতে কেহ পূজেনি কখন!

৭

যে দেশে উজ্জ্বল চির জ্ঞানের কিরণে,
যে দেশে জন্মেছে বুদ্ধ,   নিষ্কাম পুরুষ শুদ্ধ,
জীবন দিয়েছে জীব দুঃখ নিবারণে,
করুণা মমতা যার,   সীমাশূন্য পারাবার,
পৃথিবী প্লাবিয়া আছে অমৃত প্লাবনে,
যে দেশে শচীর সুতে,   আত্মবৎ সর্বভূতে
ধরণী করেছে ধন্য প্রেম বিতরণে,
অহিংসা পরম ধর্ম,   যে দেশের পুণ্যকর্ম,
যে দেশে সে কর্মফল অর্পে নারায়ণে,
যে দেশে সে বিশ্বরূপে,   পূজা করে বিশ্ব রূপে,
'একং এব অদ্বিতীয়ং, মন্ত্র উচ্চারণে,
স্ফটিকের স্তম্ভে হরি,   অটল বিশ্বাস করি,
যে দেশে দৈত্যশিশু ডরেনি মরণে,
সেই দেশে হায় হায়,   এ মূর্তি কি শোভা পায়,
এ যে রাক্ষসের পূজা রুধির তর্পণে,
ভারত উজ্জ্বল আজ জ্ঞানের কিরণে!

এ মূর্তি ভারতে পূজা শোভিবে না আর,
ভারত এ পশুবলে হবে না উদ্ধার!

গড় সে প্রতিমাখানি, মমতার মহারানী,
বিশ্ববিজয়িনী শক্তি স্নেহ করুণায়,
শান্তি পুষ্টি শ্রদ্ধাভক্তি, আত্মারূপা আদ্যাশক্তি,
স্নেহ দয়া দশ অস্ত্র দশ হাতে তার,
শঙ্কর তপস্যা সিদ্ধি, লক্ষ্মীরূপা মহাঋদ্ধি,
জ্ঞানের বিমল জ্যোতি হাসাও বিদ্যার,
কার্তিকেয় কর্মে কর, উদ্যমে সে বিঘ্নহর,
সেবা দিয়ে গড় মূর্তি জয়া বিজয়ার।
এক হবে সত্য ত্রেতা, এক হবে জিত জেতা,
দেখিবে ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব বিশ্বরূপ তার।
তারি শ্রদ্ধা দিয়ে তারে, পূজ আত্ম-উপহারে,
পাইবে অভয় বর তবে অম্বিকার,
ভারত এ পশুবলে হবে না উদ্ধার।

৮ই কার্তিক, ১৩০৫ সন
বাঁশাটি মুক্তাগাছা

ধ্বংসের পথে

সকলি ধ্বংসের পথে! সকলি ধ্বংসের পথে।
কেহ অশ্ব কেহ গজে,
কেহ যায় পদব্রজে,
কেহ স্বর্ণ চতুর্দোলে, কেহ যায় পুষ্পরথে ;
সকলি ধ্বংসের পথে। সকলি ধ্বংসের পথে।
কেহ সুখে কেহ দুখে,
কেহ ফুল্ল হাস্যমুখে,
কেহ যায় দগ্ধ বুকে জ্বলিয়া মরম ক্ষতে,
সকলি ধ্বংসের পথে। সকলি ধ্বংসের পথে।

ধৃতি ক্ষমা দয়া স্নেহ শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণং॥
ব্রহ্মচর্যেন সত্যেন তপসাচ প্রবর্ত্ততে।
দানেন নিয়মেনাপি ক্ষমাশৌচেন বল্লভ॥
অহিংসয়া সুশান্ত্যাচ অস্তেয়েনাপি বর্ত্ততে।
এতৈর্দশভিরঙ্গৈস্তু ধর্মমেব প্রসূচয়েৎ॥

কি বসন্ত কি বরষা,
সকলেরি এক দশা,
কেহ কোথা নহে বসা হেমন্তে শীতে শরতে,
গ্রহ উল্কা উপগ্রহ,
কত সূর্য শশী সহ,
চলেছে ব্রহ্মাণ্ড কত অনন্ত সৌরজগতে ;
কি অমর কি অপ্সর,
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
নন্দনে ক্রন্দন শুনো সুমেরু স্বর্ণ পর্বতে।
সকলি ধ্বংসের পথে। সকলি ধ্বংসের পথে!
যাগ যজ্ঞ পুণ্য পাপে,
আশীর্বাদ অভিশাপে,
অনিরুদ্ধ মহাগতি কি স্বরগে কি মরতে!
কি স্থাবর কি জঙ্গম,
নাহি কোন ব্যতিক্রম,
চলিয়াছে এ নিয়ম অনাদি অনন্ত হতে,
সকলি ধ্বংসের পথে। সকলি ধ্বংসের পথে!
এ ভীষণ ভীমাবর্তে,
যায় যে গহ্বরে—গর্তে,
তিলে তিলে এত যাত্রী অর্বুদে অযুতে শতে,
কে কবে দেখেছে উহা,
কে কন্দর অন্ধগুহা,
কত গেছে কত আছে কত যাবে ভবিষ্যতে!
কত সত্য কত ত্রেতা,
কত ঋষি ঊর্ধ্বরেতা,
করিল তপস্যা কত এ বিশ্বে—পুণ্য ভারতে,
কে কবে জেনেছে সত্য,
কে পেয়েছে ধ্রুব তথ্য,
কোথা সে গতির গতি মিলন অসতে সতে!
জননী ভগিনী জায়া,
যাদের মমতা মায়া
হৃদয়ে রয়েছে ভরা হীরা মণি মরকতে,
এমন প্রকাণ্ড ভুল,
সারাটা বিশ্বাস ভুল,
পারি না ভাবিতে ইহা কোন রূপে কোন মতে,
সকলি ধ্বংসের পথে। সকলি ধ্বংসের পথে!
আতঙ্কে কাঁপিছে হিয়া,
উঠে প্রাণ শিহরিয়া,

কি উদ্দেশ্যে কি সংকল্প এ অনন্ত মহাব্রতে,
এ রহস্য অতি গূঢ়
এখানে সকলি মূঢ়,
অভেদ বেদান্ত বেদ বৈশেষিক ভাগবতে,
সকলি ধ্বংসের পথে! সকলি ধ্বংসের পথে!
ওহে ভগবান হরি,
দেও হে করুণা করি,
তোমাতে বিশ্বাস ভক্তি অধম শরণাগতে,
দেও হে চরণ রাঙা,
ভীতচিত-ভয়-ভাঙা,
হে মুকুন্দ! হে মুরারে! হে কৃষ্ণ! কমলাপতে!
জীবনের নাহি বাকি,
কাতরে সভয়ে ডাকি,
দেখা দেও কমলাখি যমুনা শ্যাম-সৈকতে!
তোমাতে দিলাম ঝাঁপ,
লহ পুণ্য লহ পাপ,
নম নারায়ণ হরি নম কৃষ্ণ ভগবতে!

১লা আশ্বিন, ১৩০৯ সন
তারাটি, মুক্তাগাছা

শত্রু

১

রমণী আমার শত্রু, আমি শত্রু তার
পৃথিবীতে হেন শত্রু কেহ নহে কার।
শশাঙ্কের রাহু শত্রু সে তো গিলে ছাড়ে,
আমি করি চিরগ্রাস পাইলে তাহারে!
সে যদি সাগর হয় পৃথিবী প্লাবিয়া,
আমি সে অগস্ত্য ঋষি গিলি তারে গিয়া!
কঠিন পাষাণময় সে হলে পাহাড়,
আমি হয়ে মহাবজ্র শিরে পড়ি তার!
সে যদি জলদ হয় স্নিগ্ধ সুশীতল,
আমি হই বুকে তার অশনি অনল!
সে যদি পৃথিবী হয় লোকরক্ষা হেতু,
আমি তার মহারিষ্টি হই ধূমকেতু!

যদি কেহ দিয়ে থাকে চোখে চিরজল,
সে আমার মহাশত্রু রমণী কেবল!
যদি কেহ দিয়ে থাকে চির হাহাকার,
সে কেবল মহাশত্রু রমণী আমার!
যদি কেহ করে থাকে মম সর্বনাশ,
সে আমার মহাশত্রু রমণী নির্যাস!
মুহূর্ত তাহার কথা ভুলিতে না পারি,
সে আমার মহাশত্রু; আমি শত্রু তারি!

৩

পুরুষের তীক্ষ্ণ অসি, তীক্ষ্ণ তরবার,
অমৃত মরণে করে যাতনা উদ্ধার!
নারী করে গুপ্ত হত্যা আঁখির আঘাতে,
অনন্ত বিষাক্ত মৃত্যু ঢেলে দিয়া তাতে!
জীবনের দিন দণ্ড পল অনুপল,
মরণ মরণ মম মরণ কেবল,
মৃত্যুময় এ জীবন বহিতে না পারি,
রমণী আমার শত্রু, আমি শত্রু তারি!

১লা কার্তিক, ১৩০৩ সন
কলিকাতা

সে কেমন?

১

কেন গো তাহারে হায়, পরান জানিতে চায়,
কি হবে তাহারে দিয়ে কোন্ প্রয়োজন?
বুঝি না কি হবে লাভ, ঘুচাইবে কি অভাব,
করিবে প্রাণের কোন্ বাসনা পূরণ?
বুঝিতে নাহি যে পারি, সে চির অচেনা নারী,
সে যে কি করিবে হায় করুণা এমন,
কি হবে জানিয়া তারে, কোন্ প্রয়োজন?

২

যা খুশি সে হৌক তাই, কি হবে জানিয়া ছাই,
খামোখা প্রাণের এই আশা আকিঞ্চন,

কল্পনায় হরি হরি কতবার ভাঙি গড়ি,
মনে হয় একবারো হয় না তেমন!
শুধু কুমারের চাক, পরানে দিতেছি পাক,
দিবা রাতি এক তিল নহে নিবারণ,
পারি না গড়িতে তারে, হায় সে কেমন?

৩

এই পূর্ণিমার মতো, তাহারো কি শোভা ততো,
তাহারো এমনি নাকি চারুচন্দ্রানন?
সে ও যদি হেসে উঠে, তবে কি চকোর ছুটে,
উল্লাসে উছলে সিন্ধু করিতে চুম্বন?
তাহলে শশীরে দেখে, তার আলো প্রাণে মেখে,
তাহার পিপাসা যে গো হত নিবারণ ;
তাহা তো হয় না সই, তার সে অমৃত কই,
সে যেন আরেক শশী কেমন কেমন!

৪

শ্যামল বসন পরা, বিবিধ কুসুম ভরা,
সে কি গো এমনি এক বসন্তের বন?
তারো কি সুরভি শ্বাসে, এমনি ভ্রমর আসে
তাহারো অধরে হেন মধু নিমন্ত্রণ?
সে যদি হইবে তাই, তবে কি যাতনা পাই,
বনে বনে পাইতাম তার দরশন ;
দেখিতাম যথা তথা, সে কোমল বাহুলতা,
প্রসারিয়া রহিয়াছে পুষ্প-আলিঙ্গন!
কপোল কুসুম-কুম্ভ আতর অমৃত চুম্ব
পুরিয়া রাখিত তার বদান্য বদন,
শুনিতাম শাখে শাখে, কোকিলের কুহু ডাকে,
তাহি সোহাগের হায় শুভ সম্ভাষণ!
সে যদিও ফুল হয়, এ ফুল সে ফুল নয়,
এ মধু সে মধু নয় কভু কদাচন,
সে আরেক ফুলবধু, তাহারি আরেক মধু,
তাহারি আরেক শোভা কেমন কেমন!
না খাইয়া প্রাণে লাগে, না দেখিয়া প্রাণে জাগে,
না শুনিয়া অনুরাগে আগে মজে মন,
সে যেন গো কোথাকার আরেক নন্দন!

৫

সে কি ত্রিদিবের উষা, পরে পারিজাত ভূষা,
তরুণ অরুণ লেপে চরণে চন্দন?
তারি কি পায়ের দাগে, হেম আভা মেঘে লাগে,
গগনের নীল পথে করিতে ভ্রমণ?
প্রসন্ন প্রভাতে মরি, তাহারি কি ছায়া পড়ি,
নদী নদে হ্রদে বিলে ফোটে পদ্মবন?
তারি কি স্বর্গীয় গন্ধে, পরিমল মকরন্দে,
আনন্দে ভুবন ভরে সুধা সমীরণ?
এক পায় দুই পায়, সে যখন গেয়ে যায়,
তাহারি কি কুহুরবে শিহরে কানন?
হায় সে অমৃত স্পর্শে, কে জাগে আনন্দে হর্ষে,
কে পায় এ মরদেহে অমর জীবন?
কে জানে সে দেবউষা মধুর কেমন?

৬

কপাল শঙ্খের মতো, গোল শুভ্র সমুন্নত,
সে নাকি লাবণ্যশ্রীর রাজসিংহাসন?
সুনীল বঙ্কিম ভুরু, অমৃতের রাজ্য শুরু,
অনঙ্গ করেছে নাকি সীমা নিরূপণ?
লেখা নাকি দুই ছত্র, সুধাপূর্ণ প্রেমপত্র,
অপূর্ব অমরকাব্যে কমল নয়ন?
কার ভাগ্যে কেবা পড়ে, স্বর্গমর্ত একস্তরে,
কে জানে সুখের সেই বিশ্ব অধ্যয়ন,—
সে এক অমর কাব্য অপূর্ব কেমন।

৭

দয়া মায়া নাহি যারি, আমি জানি সেই নারী,
আমি জানি রমণীর ইহাই লক্ষণ,
শোণিতে অনল জ্বলে, ধমনীর লৌহ নলে,
অগ্নিগিরি হৃৎপিণ্ড ধাতু প্রস্রবণ।
মুখে মধু হাতে ছুরি, আঁখি ভরা প্রাণ চুরি,
ভুরুর অসিতে সে যে বলি দেয় মন,
আলোক দিবসে খালি, নিশিতে সে মহাকালী,
বিশাল গরাসে তার গ্রাসে ত্রিভুবন।
বরষি শীতল বারি, জানি সে জলদ নারী,
অনায়াসে হানে বুকে অশনি ভীষণ,

ভিতরে সে শের আলি, ডাকাতি দস্যুতা খালি,
বাহিরে সে শুদ্ধ বৃদ্ধ শুক সনাতন!
দিতে গেলে হাত পাতে, নিতে গেলে ধরে হাতে,
আপনার পাঁচ কড়া,—সরল কেমন!
বিধাতা নারীর বেশে, পাঠায়েছে নরদেশে,
দ্বেষ হিংসা কপটতা পাপ প্রলোভন,
মহাকুষ্ঠ মহারোগ, নরের নরক ভোগ,
পাঠায়েছে বুক ভরা সাধিয়া মরণ,
কামুক বোকারা খালি, সুখে দেয় করতালি,
ভাবি তারে ত্রিদিবের ইন্দ্রের নন্দন!
আমি দেখি রাঙা ঠোঁটে, আগুন জ্বলিয়া ওঠে
ফুঁ দিলে প্রাণের মাঝে,—ও নহে চুম্বন,
আমি দেখি নাগপাশে, রমণী জীবননাশে,
আনন্দে বর্বর ভাসে—বলে আলিঙ্গন!
আমি জানি রমণীর ইহাই লক্ষণ!

৮

সেও যদি নারী হবে, এমনি নিষ্ঠুর তবে,
নিশ্চয় তাহারো হেন পাষাণের মন,
আমি যে চিনিতে পারি, ধর্মের লেফাফা নারী,
আমি চিনি 'হলওয়ে'র মহাবিজ্ঞাপন!
হায় সে বিজয় বড়ি, কত খাইয়াছি হরি,
কত সে অমৃতরস করেছি সেবন,
কত কড়লিবার তেল, খাইয়া জীবন গেল,
কেপ্‌লার স্কট্ আর মলার্‌স্ ডিজন!
রুমাল পয়মালকারী, বিলক্ষণ চিনি নারী,
চিনি সে অটো ডি রোজ ইউডিকলন,
একটু শুঁকিতে হায়, হাওয়ায় উড়িয়া যায়,
পকেটে রাখিলে তবু করে পলায়ন!
জানি তার হিন্দু আখ্যা, জানি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা,
জানি সে বাসর ঘরে আসর গ্রহণ,
জানি তার ব্রহ্মা ভাষা, নাকে কাঁদা, চোখে হাসা,
বাছিতে বাছিতে খায় মাছিতে যৌবন!
প্রেমের আতর দান, সোহাগের সাচি পান,
চিনি সে সত্যের শূর্মা জ্ঞানের অঞ্জন,
'ভূতে'র সে 'মুক্তিসেনা', পেত্নীরে যায় চেনা,
অপাঙ্গে পাপের সঙ্গে সদা করে রণ!
সেও যদি নারী হবে, সেও তো এমনি তবে,

ক্ষুধিতা রাক্ষসী কিম্বা বাঘিনী ভীষণ,
বুক চিরে হায় হায়, সেও তো শোণিত খায়,
সেও সে নারীর বংশে নারী একজন।

২১শে ফাল্গুন, ১৩০১

শ্রাবণ

১

ঝুম্ ঝুম্ গুম্ গুম্ গুরু গরজন,
চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ।
নাহি পথ নাহি ঘাট,
ডুবিয়ে গিয়েছে মাঠ,
অবিরল নবজল ঘন বরষণ।
নদ-নদী খালে-বিলে
সকলে গিয়েছে মিলে,
দু-কূল ভাসায়ে হবে আকুল প্লাবন।
অথই অগাধ জল,
নাহি কূল নাই তল,
শশী রবি যত সবি তাহে নিমগন,
অতলে ডুবেছে আজ ভূতল গগন।

২

চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ,
কাঁপায়ে শালুক সুন্দী,
কোড়া সে ডাকিছে কুন্দি,
করিয়ে বঙ্কিম গ্রীবা গর্বে আস্ফালন ;
চরণে ভাঙিছে ধান,
পদ্মপাতা খান খান,
ঘূর্ণিত চূর্ণিত জলে গ্রহতারাগণ!
কুমুদ কাননে কুঁড়ি,
ভ্রূক্ষেপে চাহে না ছুঁড়ি,
সে যেন আরেক রাজ্যে খোঁজে অন্য জন!
চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ!

৩

চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ!
চিলাইর নীল চেলি,
তরঙ্গে তরঙ্গে ঠেলি,
ছুটিয়া যাইতে লয় লুঠিয়া পবন,
কলমি কোমল হাতে,
ধরে তাই কচি পাতে,
বাঁকাল কাকালে বালা করে সম্বরণ!
শৈবালে-শিঙারা পাতা,
চুলে সে চিরুনি গাঁথা,
উলটিয়া পালটিয়া খেলিছে কেমন!
এলো চুলে খোঁপা খুলে যেন পলায়ন!

৪

চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ!
শ্যামল গ্রামের গায়,
শ্যাম জলে বয়ে যায়,
ডুবাইয়া চুবাইয়া শ্যাম বীথাবন!
কয়ে যায় কত কথা,
লয়ে যায় কত ব্যথা,
ঘোমটার ঘামে মাখা কত আলাপন,
কদম কুসুম সহ,
ঝরে তাহে অহরহ,
কত আশা ভালোবাসা বাসি—পুরাতন!
কাননে কেতকী ফুল,
কণ্টকে ঢাকিয়ে কূল,
বিরলে বসিয়ে আছে বিধবা যেমন,
তরঙ্গে তরঙ্গে ঘাটে,
তারি যেন প্রাণ ফাটে ;
নিয়ে সে অঞ্চল ঢাকা হৃদি-বিদারণ
চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ!

৫

আসিতে বলিলে কেন—কি তোমার মন?
চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ!
আমার নাহি যে তরী,
তাই যদি ডুবে মরি,
না পারি হইতে পার করি সন্তরণ,
যদি গো কুমুদ দলে,

জড়াইয়া ধরে গলে,
তব করুণার হবে কোমল বন্ধন!
ম্রব মরকতে তবে
সলিল সমাধি হবে,
অতল স্নেহের ততো শীতল শয়ন
আদর মমতা মেখে,
আমারে রাখিবে ঢেকে,
চঞ্চল অঞ্চল তব শ্যাম ধান বন!
তোমার অমৃত হাসি,
উপরে রহিবে ভাসি,
অমল বিমল বাসে কমল কানন,
সরালী মরালী গাবে,
দিগন্ত ভাসিয়ে যাবে,
সে হবে তোমার প্রেম কল আলাপন!
বিশুভ্র মুকুতা দ্রব,
বরষিবে মেঘ সব,
তোমারি সে লাজনত প্রেমার্দ্র নয়ন,
বহিবে তোমারি শ্বাস,
কমল কদম্ব বাস,
অমিয় আশ্বাস দিয়া চল সমীরণ!
চুম্বিবে প্রভাত রবি,
তোমারি অধর ছবি,
নিশিতে জাগিবে শিরে তব চন্দ্রানন,
ব্যাপিয়া আকাশ ভূমি,
ব্যাপিয়া আমারে তুমি,
ব্যাপিয়া রহিবে মম অনন্ত মরণ।
আসিবে সাঁতার দিয়ে,
দেখো তুমি দাঁড়াইয়ে,
চিলাইর নীল বুকে সে নীল শয়ন,
দেখিয়ো কদম্বে হেলি,
পদ্মবনে প্রেম কেলি ;
হেলাইয়া দোলাইয়া নীল সুন্দীবন,
তরঙ্গ আসিয়া কূলে,
তোমার চরণ মূলে,
শেষ নমস্কার মম করিবে অর্পণ।
চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ!

১লা ভাদ্র ১৩১০ সন
দেবনিবাস, ময়মনসিংহ

তারা

অনন্ত বসন্তাকাশ রয়েছে ব্যাপিয়া,
নীলে নীলে মিলে মিলে জ্যোতি সমুদায়,
ও কি গো তার তারকাদাম এত মোহ দিয়া
মারাত্মক মমতায় মৃদু মৃদু চায়?
না না না, সে দেবরানী দেব দেশে গিয়া
আজিও সারদা বুঝি ভোলেনি আমায়,
শত চক্ষে শত স্নেহে দেখিছে চাহিয়া,
স্বর্গমর্ত্যব্যাপী তার দীর্ঘ পিপাসায়।
তাহারি মমতা মাখা মিঠা মিঠা চাওয়া,
নিশির শিশির ভরা তাহারি নয়ন
তাহারি সলাজ আঁখি 'দিনে নিবে যাওয়া'
তারি মান নবঘন চুরি করে মন!
এত প্রেম এত দয়া আছে আর কার,
সারা রাত জেগে থাকে শিয়রে আমার?

সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮, পৃ ১০৫

স্বদেশ

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে এ দেশ তোমার নয়;—
এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোমার ইহা হত যদি,
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্ম্ম ভরা চুনি মণি,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয়?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়!

২

এই যে ক্ষেতে শস্যভরা, তোমার এ নয় একটি ছড়া,
তোমার হলে তাদের দেশে চালান কেন হয়?
তুমি পাও না একটি মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্তগোষ্ঠী,
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি—জগৎ ভরা জয়।
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয়!

৩

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়,
এই যে জাহাজ, এই যে গাড়ি, এই যে পেলেস—এই যে বাড়ি,
এই যে থানা জেহেলখানা—এই বিচারালয়,
লাট ছোটলাট তারাই সবে, জজ ম্যাজিস্টর তারাই হবে
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়—
বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয়।

৪

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে এ দেশ তোমার নয়।
আইন কানুনের কর্তা তারা, তাদের স্বার্থ সকল ধারা,
বিজ্ঞার্ড ভরা সুখ-সুবিধা তাদের ভাবতময়,
তোমার বুকে মেরে ছুরি, ভরছে তাদের তেরজুড়ি,
তাদের চার্চে তাদের নাচে তাদের বলে ব্যয়;
একশো রকম ট্যাক্স দিবা, ব্যয়ের বেলা তোমার কিবা
গাধার কাছে বাধার বল বাঘের কবে ভয়?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়!

৫

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়!
যে দেশ যাদের অধিকারে, তারাই তাদের বলতে পারে,
কুকুর মেকুর ছাড়াল কবে দেশের মালিক হয়?
যে সব বাবু বিলাত গিয়ে, বাবুনীদের সঙ্গে নিয়ে,
প্রসবিয়ে আন্‌ছে তাদের শাবক সমুদয়,
'বৃটিশ বরণ' বলে দাবি কর্লে নাকি বিলাত পাবি?
লজ্জাহীনের গোষ্ঠী তোরা নাইকো লজ্জা ভয়!
এই যদি রে 'বৃটিশ বরণ' লজ্জা কারে কয়?

৬

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়,
কার স্বদেশে কাদের মেয়ে, এমনতর পথে পেয়ে,
জোর জবরে গাড়ির ভিতর কাপড় কেড়ে লয়?
নপুংসকের গোষ্ঠী তোরা, জন্ম-অন্ধ কানা খোঁড়া,

ভিজিয়াক্লা পাক্ষাকুলি—পিলা ফাটার ভয়!
কার স্বদেশে সর্বনেশে এমন অভিনয়?

৭

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়।
'যাহার লাঠি তাহার মাটি' চিরদিনের কথা খাঁটি,
এ তো নহে চা-র পেয়ালা চুমুক দিয়ে জয়!
দেখতে যারা কাঁপে ডরে, মারবার আগে আপনি মরে,
ধুবির বদল খুশি করে—'সেলাম মহাশয়!'
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়!

৮

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়!
সোনার বাঙলা সোনার ভূমি হীরার ভারত বল্লে তুমি,
ভারত তোমার আসবে কোলে, এই কি মনে লয়?
'সোনা' 'যাদু' মিষ্টিভাষে, ছেলে-মেয়ে কোলে আসে,
স্বরাজ তাহে নারাজ, চাহে কাজের পরিচয়।
কবির কথায় তুষ্ট নহে 'ভবি' মহাশয়!

৯

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়!
তাদের বাড়ো তোদের থাকা, তাদের ব্যাঙ্কে তোদের টাকা,
তাদের নোটে ভারত ঢাকা—বিশাল হিমালয়।
তাদের কলে তোরাই কুলি, তারাই নিচ্ছে টাকাগুলি,
তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুলি—ক্ষুধায় মৃত্যু হয়!
তারাই রাজা, তারাই বণিক, তারাই সমুদয়!

১০

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়।
কিসের বা তোর নেপাল ভুটান, সবই তাদের পায়ে লুটান,
কুত্তার মতো পুচ্ছ গুটান—শিয়াল দেখে ভয়!
অই যে ওদের 'কাটামুণ্ড' সতাই ও কাটা মুণ্ড,
বাঙ্গর যেমন মরা তুণ্ড হা করিয়ে রয়!
কেতুর মতো পুচ্ছ লুটান ভুটান মহাশয়!

১১

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়,
করদ মিত্র—নবাব রাজা, সবাই দেখি দক্ষ সাজা,
একটাও নয় মানুষ তাজা—অজার মাথা বয়,
ওগুলো সব মানুষ হলে, কোন্ দিকে কে যেত চলে,
ডেনিস পেনিস টেনিস খেলে ভারতভূমি লয়?
মরুদেশের গরু কাটা ভারত করে জয়!

১২

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়
যখন বাদ্‌শা মুসলমান, তখন তাদের 'হিন্দুস্থান',
ইংরেজ 'ইণ্ডিয়া' বলে এখন কেড়ে লয়।
অযোধ্যা কই—'আউধ' এ যে, দাক্ষিণাত্য ডেকান সে যে,
'সিলনে' গিলেছে লঙ্কা—মুক্তা মণিময়!
ডমাউন আর ডিউ গোয়া, চুনিপান্না সোনার মোয়া,
যায় না তাদের ধরা ছোঁয়া—কে দেয় পরিচয়?
বারণাবত—ইন্দ্রপ্রস্থ, কই সে তোদের সে সমস্ত,
'দিল্লি'র 'ডিল্লি' হল, আরো বা কি হয়।
স্বদেশ বলে করলে দাবি, আর কি তোরা এ দেশ পাবি?
এ নয় তোদের ভারতবর্ষ চির হর্ষময়!

১৩

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোদের নয়!
কই সে শিল্প, কই সে কৃষি, কই সে যজ্ঞ—কই সে ঋষি,
কই সে পুণ্য তপোবনে ব্রহ্ম বিদ্যালয়?
কোথায় বা ব্রহ্মচর্য, অসীম স্থৈর্য, অসীম ধৈর্য,
কই বা উগ্র সে তপস্যা—ইন্দ্রে লাগে ভয়?
কোথায় অসীম শৌর্যে-বীর্যে অসুর পরাজয়?
স্বপ্নে দেখে গোলাগুলি, চম্‌কে উঠিস্ ভেড়াগুলি,
উইয়ের ঢিবি দেখে তোদের শিবির বলে ভয়।
প্রতিজনের প্রতি বক্ষে, কোটি কোটি, লক্ষে লক্ষে,
কই সে তাদের দেশভক্তির দুর্গ সমুদয়,
বিশ্বগ্রাসী অগ্নিসিন্ধু, কই সে বুকের রক্তবিন্দু,
পর্শ থাকুক দর্শনে তার শত্রুকুলক্ষয়!
লোহার চেয়ে মহাশক্ত, ভক্ত-বীরের মাংস রক্ত,
তাদের বুকের অস্থি দিয়া বজ্র তৈয়ার হয়,
ব্রহ্মাবর্তে প্রথম আসি, তাইতে তারা দৈত্য নাশি,
পুণ্যভূমি ভারতভূমি প্রথম করে জয়।
তাদের 'স্বদেশ' ভারত ছিল, তোদের স্বদেশ নয়।

নব্যভারত, পৌষ, ১৩১৪

তাড়কার বন

১

আবার ভারত হইয়াছে তাড়কার বন!
আবারি দারুণ রাক্ষসেরা, সারা ভারত কর্লে ঘেরা,—
জলে স্থলে দিগ্‌দিগন্ত সকল আচ্ছাদন!
ছিল রাজ্য যত কটি, সকল হল পঞ্চবটী,
শঙ্কা নাইকো ডঙ্কা মেরে, বেড়ায় খর দূষণ!
আবার ভারত হইয়াছে তাড়কার বন!

২

আবার ভারত হইয়াছে তাড়কার বন!
নাইকো দেশে দুগ্ধ-হবি, গরু বাছুর খাচ্ছে সবি—
উজাড় কর্লে রাক্ষসেরা পশুপক্ষীগণ,—
নাইকো মাংস, নাইকো মৎস্য, নিত্য লুঠে ফুল শস্য,
উপবাসী ভারতবাসী—নিত্য অনশন।
পশুর চর্ম পশুর হাড়, তাও দেশে রয় না আর,
শূন্য ভাগাড় পাশে কাঁদে শিয়াল শকুনগণ।
পাখির পালক-তৃণগুচ্ছ, কিবা উচ্চ কিবা তুচ্ছ,
উর্দ্ধ পুচ্ছে কর্ছে তারা কেবল বিলুণ্ঠন।
আবার ভারত হইয়াছে তাড়কার বন!

৩

আবার ভারত হইয়াছে তাড়কার বন!
আবার পুণ্য মাতৃযাগে, রাক্ষসেরা মত্ত রাগে,
অধীর হয়ে রুধির ধারা করছে বরষণ।
আবার দারুণ অত্যাচারে, কাঁদছে প্রজা হাহাকারে,
অবিচারে কারাগারে আবার নির্বাসন।
আবার বন্দুক—আবার লাঠি, আবার মাথা ফাটাফাটি,
রক্তে রাঙা আবার মাটি—আবার বাজল রণ।
একটা কি নাই বিশ্বামিত্র, দেশের মিত্র—বিশ্বমিত্র,
অনুরাগে মাতৃযাগে জীবন করে পণ?
নাই সুমন্ত্র, নাই বশিষ্ঠ, কেউ দেখে না দেশের ইষ্ট,
আত্মনিষ্ঠ পাপিষ্ঠেরা—অন্ধ দু-নয়ন?
কেবল কি নাই করুষ—মলদ, সারাটা দেশ সবি বলদ,
একটা কি নাই কেউ দশরথ দিতে রামলক্ষ্মণ?
হিন্দুর বংশ কোটি কোটি, দেনা ছেলে সবাই দুটি,
দেখব কেমন রক্ষে করে যজ্ঞ নিবারণ!
হিন্দুর বালক ডরায় কারে? বধবে তারা তাড়কারে,
করবে আবার বাহুবলে যজ্ঞ উদ্‌যাপন!

সর্বজয়ী হিন্দুর ছেলে, শিবের ধনুক ভেঙে ফেলে,
লাভ করিবে ভারতলক্ষ্মী কীর্ত্তি অতুলন,
জনকপুরে কনক-সীতার নূতন নিমন্ত্রণ।

৪

এবার ভারত বেড়িয়াছে লঙ্কার রাবণ,
হারে মূর্খ, হারে অন্ধ, এবাব নয় সে সেতুবন্ধ,
আগেই এসে নাগপাশে সে করেছে বন্ধন!
আগেই এসে গাড়ছে থানা, আগেই তাবা দিচ্ছে হানা,
বন্দুক আর তীর-ধনুকে দিতে হবে রণ!
বিশ্ববাসী কোটিভুজে, রাক্ষসেরা এবার যুঝে,
দশমুণ্ড কুড়িহস্ত নয় সে দশানন ;
এ রাবণের নাই সে সংখ্যা, নূতন লঙ্কা নূতন ডঙ্কা,
নূতন বলে নূতন কলে নূতন প্রহরণ!
পরে জটা বল্কল চীর, আয় না হিন্দুর বালক বীব,
বক্ষে ভক্তি পৃষ্ঠে তূণীর কক্ষে শরাসন,
ভাইয়ের পাছে আয় না ভাই, মায়েব কাজে বিপদ নাই,
ভক্তিবলে শক্তিশেলের হবে নিবারণ!
এবাব ভাবত বেড়িয়াছে লঙ্কার রাবণ।

৫

এবার ভারত বেড়িয়াছে লঙ্কার রাবণ!
ধরিয়া রাক্ষসী মায়া, শূর্পনখা পাপের ছায়া,
সাগরী নাগরী মাগে প্রেমের আলিঙ্গন ,
ভীষণ উহার 'মিশন' লীলা, সারা ভারত গরাসিলা,
নাক কেটে দে—দূর করে দে—করুক পলায়ন।
চুলের কাঁটা, কাচের চুড়ি, সোডা-সাবান রঙের গুঁড়ি,
ব্রাণ্ডি হুইস্কি বিয়ার, শেরি ক্লারেট শাম্পিয়ান,
কতই বসন কতই ব্যসন, টেবিল চেয়ার কতই আসন,
চা চকোলেট চুরট কফি,—কতই প্রলোভন—
চীনের পুতুল টিনের গাড়ি, ছেলেখেলার কাঠের বাড়ি,
শিয়াল কুকুর ছাগলভেড়া অপার অগণন,
এবার কেবল নয় কুরঙ্গ, অনন্ত মারীচের রঙ্গ,
গরাসিছে সিন্ধু বঙ্গ—শিক্ষা-দীক্ষা-মান!
ভুলাইয়া ঘোর কুহকে, মায়াবীও দারুণ ঠকে,
ভারত-লক্ষ্মী সীতা চুরির কর্ছে আয়োজন।
সাবধানে থাক্ রে সবে, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে রবে,
আবার পাবি আপন রাজ্য আপন সিংহাসন।

নব্যভারত, বৈশাখ, ১৩১৫ পৃঃ ৫০-৫১

স্বাধীনতা*

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি?
ছিলি নাকি ট্রান্সভালে, কোনদিন কোন কালে,
কিম্বার্লী জোহান্সবার্গে হীরা সোনা ঢালি?
নীরক্ত বুয়ার বুক, নাহি তেজ একটুক,
ক্রুগার আগার আজ প্রিটোরিয়া খালি!
সে দেশ ছাড়িলি তাই, সেখানে আদর নাই,
তোর কি আদর জানি আমরা বাঙালি।
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি?

২

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি?
সেদিন লক্ষ্মণ সেন, মুখে উঠে রক্ত-ফেন,
সতেরো সিপাই হাতে তোরে দিল ডালি।
খিলজি দাসের দাস, সে দিল গলায় ফাঁস,
আজিও জগৎ জুড়ে দেয় গালাগালি।
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি।

৩

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি?
জুটে কটা বনমেষ, বিসর্জিল অবশেষ,
পশুর ঘৃণিত হেয় করে চতুরালী,
হায় সে পাপীর লোভে, নরকে বাঙলা ডোবে,
বাঙলার ইতিহাসে মাখিয়াছে কালি!
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি?

৪

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি?
নূতন আলোকমুখে, নূতন আনন্দ বুকে,
নূতন নূতন ভাবে কুটির ভাসালি
নূতন নূতন আশা, নূতন নূতন ভাষা,
নূতন এ কাঁদা হাসা কোথা ইহা পালি?
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি?

৫

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি?
যুগযুগান্তের পারে, আলি বাঙালির ঘরে,
চঞ্চল পতাকাখানি অঞ্চলে উড়ালি!

---

* বয়স ৪ বৎসর, ইহার ডাকনাম 'মাকী', সোহাগের নাম 'সোনার কুচি', পোশাকী নাম 'স্বাধীনতা'।

কোথা আমেরিকা দেশ, সাগরের সীমা শেষ,
আনন্দে ব্রেজিল দেয় ব্রেভো—করতালি।
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি?

৬

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি?
কোথা ছিল এতদিন তুরস্ক পারস্য চীন,
সবারি ফিরিছে দিন দেখি আজিকালি।
যে দেশে আসিলি নেচে, সকলি উঠিল বেঁচে,
ফিলিপাইন কিউবা সে কত ভাগ্যশালী।
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি!

৭

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি?
আমরা নেশায় ভোর, কি বুঝি সম্মান তোর,
দারোগা ডেপুটি মোরা পেদা আবদালি।
ক—রে সে দেশের কথা, সে আদর সে মমতা,
কেমন জার্মেন ফ্রেঞ্চ বৃটন ইটালি।
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি?

৮

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি?
ও মোর 'সোনার কুচি', পবিত্র সবল শুচি,
ও মোর মানিক 'মাঙ্কী' মায়ের দুলালী,
কোথা কোন্ রণভুঁই, মাড়ায়ে আসিলি তুই,
কোথা রুধির রাঙা চরণে মাখালি!
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি?

৯

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি?
তুই ছুঁলে তৃণকুটা, সে যে হয় সোনামুঠা,
দেখিনি রে তোর মতো হেন ইন্দ্রজালী!
তুই দিলে ভস্ম-ছাই, কোহিনুর হাতে পাই,
কাঞ্চন-কৌস্তভ হয় মাটি ধুলা বালি!
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি?

১০

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি?
আবার নাচ্‌রে ছুটে, রঙ্গিনী সঙ্গিনী জুটে,
নীলগিরি হিমকূটে কর্ ফালাফালি!
চরণের তলে শব, ভুলি মৃত্যু পরাভব,
জাগুক দীনের দীন অধীন বাঙালি,
রুণ রুণ ঝন ঝন ঘন করতালি।

কবে মানুষ মরে গেছে

মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে শিউরে উঠে কায়।
এইখানে সে শুইত খাটে,
পদ্মমুখী পালীন খাটে,
শুভ্র কোমল পদ্ম সম ধবল বিছানায়।
আজো দেখি নিদুপুরে,
তেমনি শুয়ে ভঙ্গিভরে,
রাঙা মুখে রাঙা চোখে ভাঙা সুখে চায়।
মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক যায়।

২

মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে চমকে উঠে কায়।
এইখানে সে শুইত ভুঁয়ে,
আমার হাতে মাথা থুয়ে
অমল বেশে হাস্‌ছে যেন কমল শেহালায়
আজো দেখি দুপুর বেলা,
ভুঁয়ে শুয়ে ফুলের খেলা,
আকুল প্রাণে দু-কূল পেতে বকুল শোভা পায়।
মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক যায়!

৩

মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তার ঘরে যেতে উছট্ লাগে পায়।
এইখানে সে বেড়ার কাছে,
হেলান দিয়া বসিয়াছে,
হরিণ-খেলা শশী যেন হাস্‌ছে বারান্দায়।
এইখানে দরজার থামে,
দাঁড়াত হেলিয়ে বামে,
আজো দেখি তেম্‌নি তারে মধুর ভঙ্গিমায়,
হরিণ-খেলা শশী যেন আকাশ-নীলিমায়!

৪

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে জ্বর আসিছে গায়!
ওইখানে সে দাঁড়াইয়া,
মুখ দেখিত আয়না দিয়া,

অমল জলে কমল যেন শরৎ-সুষমায়।
আজো আমি দিনদুপুরে,
আয়নাতে আর চাই না ডরে,
কি জানি কি পাছে তাহার মুখ বা দেখা যায়।
কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়।

৫

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার নাম লইতে চাহে ডাইনে বাঁয়।
আজো দেখি বাড়ি গেলে,
শত কার্য কর্ম ফেলে,
চুপি দিয়ে চেয়ে থাকে পুবের জানালায়।
কখন দেখি এলোচুলে,
দাঁড়ায়ে থাকে কপাট খুলে,
সবল আঁখি গলে তাহার তরল মমতায়,
কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক যায়।

৬

মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তারে ঘরে গেলে দেখতে পাওয়া যায়।
এই দেখি সে সামনে খাড়া,
এই দেখি সে পাছে দাঁড়া,
এই দেখি সে পাছে পাছে হাঁটে পায় পায়।
এই দেখি সে দূরে হাসে,
এই দেখি সে কাছে আসে,
এই দেখি সে হাত বাড়ায়ে—আবার মিলে যায়।
কি জানি সে কোথায় ঢুকে,
কেমন করে কাহার বুকে,
খুঁজতে গেলে হেসে মরে বুঝতে পারা দায়।
কেন সে বিজলি-রেখা,
এমন করে দেয় গো দেখা,
জানি না যে কেমন বা তার আশা অভিপ্রায়!
সে যে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়,

৭

মরে গেছে কবে সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার বাড়ি গেলে কথা শুনা যায়!
কখন বা করুণ প্রাণে,
মুগ্ধ করে করুণ গানে,
মধুর সুরে মধুর তানে মধুর বেদনায়।

কখন বা সে অভিমানে,
মর্ম্ম হতে চর্ম টানে,
কলজে খুলে 'রায়বাঘিনী' রক্ত খেতে চায়,
বজ্র-সম ভয়ঙ্করী গর্জ্জে গরিমায়।

৮

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তারে যখন-তখন দেখতে পাওয়া যায়!
আজো দেখি আমতলাতে,
দিন-দুপুরে সন্ধ্যা প্রাতে,
আঁচল উড়ায় মলয় বাতে কনক-প্রতিমায়।
কারে বা সে ভালোবাসে,
কারে বা সে দেখতে আসে,
কার আশাতে ঘুরে বা সে বিভল বাসনায়!
কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়।

৯

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়।
শত্রু মিত্র তাহার কথা কেউ ভুলেনি হায়।
তাহার হিংসা, তাহার দ্বেষে,
শত্রু মরে মনের ক্লেশে,
পরাজয়ে তাহার কাছে প্রবল প্রতিভায়।
দীন ভিখারি দ্বারে এসে,
দাঁড়ায় অশ্রুজলে ভেসে,
কোথায় গো মা লক্ষ্মীরানী হায়! হায়!
হায়! হায়!
কবে মানুষ মরে গেছে—কেউ ভুলেনি হায়!

নব্যভারত, চৈত্র, ১৩১৭, পৃ ৭০৪-৭০৫

আমায় চিতায় দিবে মঠ

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ।
আজ যে আমি উপোস করি,
না খেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকারে দিবানিশি
ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট।

সেদিকেতে নাইকো দৃষ্টি,
কেবল তোমাদের কথা মিষ্টি,
নির্জলা এ স্নেহবৃষ্টি
শিল পড়িছে পট্‌পট।
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ।

২

দুধটুকু নাই নারীর বুকে,
মাড়টুকু নাই দিতে মুখে,
ক্ষুধায় কাতর শিশু ছেলে
ধুলায় লুটে চট্‌পট্।
শুষ্ক চোখ কণ্ঠতল,
এক বিন্দু নাইকো জল,
লোল বসনা, ভীম-লোচনা
চাহিছে নারী কট্‌মট্।
শত ছিন্ন বসন গায়,
শত চক্ষে লজ্জা চায়,
এমনি দৈন্য এমনি দুঃখ,
জোটে না মোটে ছালার চট।
নীলগিরি নাহি সে খোঁপা
শুক্‌না মরা বিন্না ছোপা,
তৈল বিনা রুক্ষ কেশ
অযতনে শিবের জট্।
শুষ্ক জীর্ণ শ্মশানকালী
সারিন্দার খোল পেটটি-খালি,
আকাল ভারে বাঁচান দেহ
কাঁকাল ভাঙা কটিতট!
আমি মর্লে
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ,
ও ভাই বঙ্গবাসী!

৩

পাখিও তো গাছের ডালে,
আপন বাসায় শাবক পালে,
আমার নাই সে আশা, নাই সে বাসা,
কেমন বিপদ, কি সঙ্কট!
আমি থাকি পরের বাড়ি,

নিয়ে ছেলেপুলে নারী,
নাই যে ডালা কুলা হাঁড়ি,
বাপদাদার সে ভাঙা ঘট।
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ।

৪

আমি আজ
স্বদেশ-চ্যুত বিদেশবাসী
পরদেশে পর-প্রত্যাশী,
না জানিয়া মর্লেম আমি,
ব্যাস কাশী—এ পদ্মার তট!
দেখিনি এমন দারুণ জা'গা,
লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা,
তিন পয়সা এক বেতের আগা,—
কি মহার্ঘ, কি দুর্ঘট!
আমি মর্লে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ।

৫

হেথা ছলনা বঞ্চনা খালি,
কে কার ভোগে দিবে বালি।
এ কিষ্কিন্ধ্যায় সবাই 'বালী'
আত্মস্তবী মর্কট।
জানে না এরা সত্য বাক্য,
ব্যবসা এদের মিথ্যা সাক্ষ্য,
চোর গিরস্থ দু-জনারি পক্ষ
উভচর সব কর্কট!
এরা শিকড়ে শিকড়ে বাঁশি বাঁধা,
সকল কলার একছড়া—কাঁধা,
এদের অসাধ্য নাই,—স্বার্থে আঁধা,
আকাশে 'ব' নামায় বট,
কুক্ষণে হেথা আসিয়াছি,
এখন, পলাতে পার্লে প্রাণে বাঁচি।
এরা জন্তুর চেয়ে অধম পশু
আত্মগুপ্ত কূর্ম কমঠ।
আমি মর্লে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ!

৬

কথার বন্ধু অনেক আছে,
কথায় তুলে দিবে গাছে,

বিপদকালে পাই না কাছে,
কেমন স্নেহ অকপট,
অভাব দুঃখ শুনলে পরে,
পাছে কিছু চাইব ডরে,
স্বভাবদোষে সবে পড়ে
চোরের মতো দেয় চম্পট।
কত বন্ধু দেশের নেতা।
মুখবন্ধ স্বাধীনচেতা,
কাজের বেলায় আরেক কেতা
হৃদয়ভরা ঘোর কপট,
লেখক মেরে অনাহারে,
লুঠবে টাকা উপহারে,
সাহিত্যের যে কসাই বন্ধু
বিষম ধূর্ত, বিষম শঠ।
আমি মর্লে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ,
ও ভাই বঙ্গবাসী।

৭

যা হোক, আমি শত ধন্য,
কৃতজ্ঞ কৃতার্থম্মন্য
তোমাদের এ স্নেহের জন্য
আজ তোমাদের সন্নিকট।
চিতায় মঠ বা দিবে কেহ,
গড়বে 'স্ট্যাচু' অর্ধ-দেহ,
ছায়া-চিত্র রাখবে কেহ
কেউবা তৈল-চিত্রপট!
করবে তোমরা শোক-সভা,
চোখে চশ্‌মা শ্বেতজবা,
ওষ্ঠে চুরুট ধূম্রপ্রভা,
করতালি চট্‌চট্‌।
স্বর্গ কিম্বা নরক হতে,
আস্‌ব তখন আকাশপথে,
দেখতে আমার শোকসভা
সঙ্গে নিয়ে অলকট্‌!
সত্যাই কি লজ্জা শরম
বাঙালিরে করেছে বয়কট্‌?

নব্যভারত, শ্রাবণ ১৩০৮ পৃ ২১৮-২২০

কেন বাঁচালে আমায়

কেন, বাঁচালে আমায়?
আমি ভেবেছিনু হরি, এবার করুণা করি,
ঘুচাইবে অভাগার এ ভবের দায়,
যত দুঃখ যত ক্লেশ, সকল হইবে শেষ,
· কাঁদিতে হবে না আর ব্যথা বেদনায়!
আমি তো ভাবিনি বোগ, ভেবেছি মাহেন্দ্র যোগ
তিলে তিলে পলে পলে আশায় আশায়,
ভেবেছি মরণমাঝি, লইতে আসিবে আজি
অচিরে ভেটিব গিয়ে তব রাঙা পায়।

২

কেন, বাঁচালে আমায়?
চাল ডাল তেল নুন, আবার ভাবিয়া খুন,
জ্বালালে আগুন ফিরে হৃদি কলিজায়,
ক্ষুধিত সন্তান বুকে, গৃহিণী বিষণ্ণ মুখে,
সম্মুখে আসিয়া সে যে আবার দাঁড়ায়!
মুখে নাহি ফোটে ভাষা, মূর্তিমতী ক্ষুৎপিপাসা,
গরাসে গরাসে পেলে গ্রহতারা খায়,
ভয়ে ভীত চিত্ত মম, অচেতন শব সম,
আতঙ্কে তরাসে তার চরণে লুটায়!

৩

কেন বাঁচালে আমায়?
মহাজন খাতা হাতে, কিবা সন্ধ্যা কিবা প্রভাতে
আবার দিবসে রাতে আসে তাগাদায়!
গেলেও যমের বাড়ি, করিবে নীলাম জারি,
শমনের বাড়ি এরা 'শমন' লট্‌কায়।
দোকানী বাঘের মতো, রাগে কটু কহে কত,
ভয়ে হয়ে থতমত ধরি তার পায়,
নরক ভোগের বাকি, আর কিছু আছে নাকি,
বাঁচালে করুণাময় এই করুণায়?

৪

কেন, বাঁচালে আমায়?
ছেলের বইয়ের কড়ি, জোগাইতে প্রাণে মরি,
কোথা পাব ছাতি জুতা ছেঁড়া তেনা গায়!
অবোধ বুঝে না আহা, জেদ করে চায় তাহা,
সে জানে—বাবাব কাছে চেলে পাওয়া যায়!

কিন্তু সে মনের দুঃখে,　　কাঁদ কাঁদ চাঁদমুখে,
　　অভিমানে সে সময় ফিরে নিরাশায় ;
তোমার 'বাবার প্রাণ', ,　　থাকিলে হে ভগবান,
　　দিতে না এমন প্রাণ দেখিতে আমায়!

৫

　　কেন, বাঁচালে আমায়?
গৃহিণীর ছিল যাহা,　　বন্ধক রাখিয়া তাহা,
　　সেদিন আনিয়া আহা দিল চিকিৎসায়,
আজ সেই খালি হাতে,　　শাক ভাত দিতে পাতে
　　হঠাৎ পড়িল মনে ক্ষতি-লাভ তায়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখি,　　মরণে বাঁচনে এক-ই,
　　দুয়েতেই খালি হাত—নাহিকো উপায়,
মরিলে থাকিত মূল,　　বেঁচে যেত জাতিকুল,
　　বিধাতা তোমাব ভুল—দুই কুল যায়!

৬

　　কেন, বাঁচালে আমায়?
কত করি 'বাড়ি' 'বাড়ি',　　ফিরিলাম বাড়ি বাড়ি,
　　চাহেনি পুরুষ-নারী স্নেহ-করুণায়,
শেষে করিলাম বল,　　আছে তো গাছের তল,
　　না হয় শুইব তাহে ভূমি-বিছানায়!
ইহাতেও হলে বাদী,　　জানি না কি অপরাধী,—
　　কি দোষে হয়েছি বল দোষী তব পায় ;
পদ্মায় লইল চাটি,　　না রাখিবে ভিটামাটি,
　　না রহিল তৃণটুকু শেষের সহায়!
কি বিকট অট্টহাসে,　　গর্জিয়া ফোঁপায়ে আসে,
　　আকাশ-পাতাল যেন গ্রাসে সমুদায়,
সহস্র তরঙ্গ বাহু,　　মেলিয়া আসিছে রাহু,
　　কত জনমের যেন ক্ষুধা-পিপাসায়!

৭

　　কেন, বাঁচালে আমায়?
এখন কোথায় যাই,　　আপনার কেহ নাই,
　　কে দিবে চরণে ঠাই স্নেহ করুণায়,
কে লইবে বুকে তুলি,　　অনাথ সন্তানগুলি,
　　কে দিবে আশ্রয়, দেখি দীন অসহায়।
দৈত্যরাজ বলি সম,　　ত্রিদিব ভূতল মম,
　　হরিয়া লইলে হরি যদি ছলনায়,

তবে সে বামন বেশে, পতিত অধমে এসে,
জীবনের অবশেষে রাখ রাঙা পায়!

সৌরভ, কার্তিক, ১৩২২ পৃ ২৬-২৭

বাঙলায় পূজা

বাঙলা দেশে জঙলা মেয়ে পাহাড়ে পার্বতী
আসবে না আর পূজা খেতে দুর্গা ভগবতী।
জগৎভরা এবার তাহার আদর আমন্ত্রণ,
জেপেলিনে সবমেরিনে দেবীর আগমন!
দেশে দেশে লেগে গেছে মহাপূজার ধুম,
দিকে দিকে শঙ্খ বাজে গুড়ুম গুড়ুম গুম্!
আত্মবলি দেয় সকলি রক্তে ডাকে বান,
জয়ের উপর জয়ের কেবল বিজয় অভিযান।
আকাশ রাঙা পাতাল রাঙা রাঙা সাগরজল,
রাঙায় রাঙায় হাসছে মায়ের রাঙা চরণতল।
বুকের রক্ত দেওয়ার ভক্ত বঙ্গবাসী নয়,
চালকলা কি ছাগল ভেড়া অধিক যদি হয়!
দিবে হদ্দ বিলের পদ্ম বনের দূর্বাঘাস,
আর কি,—দুটা বেলের পাতা—এই তো অভিলাষ।
শরৎকালের শেফালিকা ঝুপ্‌রি ভরা ঝরে,
সস্তা পেয়ে কিস্তি দিবে পদ্মপায়ের 'পরে!
ধূপ পোড়ায়ে গন্ধ দিবে, প্রাণ পোড়ায়ে নয়,
কোমল বুকে কেমন করে কামান গোলা সয়?
ছিঁড়ে দিছে বেল্‌জিয়ম তার হৃদয়-শতদল,
বৃটন দিয়াছে তার অর্থ বাহু-বল।
রুমেনিয়া সার্ভিয়া সে শেফালিকার মতো,
উজাড় কর্লে পূজার ধুমে বীরের জীবন কত!
উৎসর্গ সে দূর্বাদল 'শ্যাম' অর্ঘ্যভার
লাক্সেমবর্গ মন্টিনিগ্রো সাইবেরিয়া আর!
রুষিয়া পেষিয়া দিছে উষীর বিলেপন,
চূর্ণ করি জীর্ণ জারের মুকুট সিংহাসন!
সেলনিকা দীপ্তশিখা দগ্ধহৃদয়তল
পূজার ঘরে উজল করে প্রদীপ সমুজ্জল!
ভার্দুনের সে ধুনার ধূমে জগৎ অন্ধকার,

পলে পলে গর্জ্জে কামান লক্ষ হাউটজার!
ইটালি দেয় লাল পিটালির গড়িয়ে স্বস্তিক,
আলপ্‌সের সে কল্পচূড়ায় হাসছে দশদিক্।
'জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি' বলি
আকুল অধীর দিতেছে বীর রুধিরের অঞ্জলি।
রঘুর ভিটায় ঘুঘু চরে! এই সুরথের দেশ?
অরথ বিরথ নীরথ ভারত জড়ভরত বেশ!
কোথায় বা সে মেধস মুনির পুণ্য তপোবন,
লণ্ড ভণ্ড কমণ্ডলু দণ্ড কুশাসন!
বিশ্বখ্যাত শিষ্যকেই সে শক্তি-উপাসক,
কে দিবে আজ হৃদয়-পদ্ম রক্ত-গঙ্গোদক।
আসবে না আর এদেশে তাই শক্তিদশভুজা,
কোনায় করে সোনাবাবু কলাবৌয়ের পূজা।

সৌরভ, কার্ত্তিক, ১৩২৪ পৃ ১

অসুর পূজা*

তুমি, সাবাশ্ বাহাদুর।
তুমি, সাবাশ্ বাহাদুর।
তোমায়—মহাশক্তির চেয়ে ভক্তি
করি হে অসুর।
হও না তুমি অত্যাচারী,
হয়ো না পরের পীড়নকারী,
হয়ো না তুমি মহাপাপী—হয়ো না তুমি ক্রুর,
বিশ্ববাসীর আধিপত্য,
লুঠছ বটে স্বর্গ মর্ত্য,
কার থাকিলে সে সামর্থ্য নেয় না কোহিনুর?
ময়ূর-সিংহাসন ফেলে,
নাদিরশা কি অমনি গেলে?

* "অগ্রে অসুর শব্দ বিদ্যমান ছিল, পরে সুর শব্দের সৃষ্টি হয়, অসুর শব্দের অর্থ বুদ্ধিদাতা। অসু শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা। সায়নাচার্যের ব্যাখ্যানুসারে বেদ সংহিতার প্রাচীনতর ভাগে বহুস্থানে অসুর শব্দ সর্বজীবের প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বেদ সংহিতায় সুর শব্দ বিদ্যমান নাই। পরবর্তীগণ স্বীয় দেবতাদিগকে অসুরবিরোধী সুর আখ্যা প্রদান করিয়া প্রতিপক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছে। বাস্তবিক অসুর শব্দের মান্য ও পূজ্য অর্থই দেখা যায়। অসুর-বিদ্বেষীরাই অসুর শব্দের কদর্থ করিয়াছে।"—ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়।

সোমনাথের মন্দিরটি ভেঙে কর্লে নাকি চুর?
দিগ্বিজয়ে দেখ্‌ছি নিত্য
কেউ কোথায় করেনি তীর্থ,
সবাই লুঠছে পরের বিত্ত,—
তোমাব কি কসুর?
সাবাশ্‌ বাহাদুব তুমি হে,
সাবাশ্‌ বাহাদুর!

২

সাবাশ্‌ বাহাদুর তুমি হে, সাবাশ্‌ বাহাদুর,
প্রতিশোধের প্রতিমূর্ত্তি শত্রু-জয়ী শূর!
তোমার জাতি—তোমার জাতি,
অমরাগণের খেয়ে লাথি,
পলাইয়া থাক্‌ত গিয়া লুপ্ত পাতালপুর।
তুমি জিনে তাদের স্বর্গ,
পেলে বিশ্বের পূজা অর্ঘ্য,
স্বর্গ হতে অমরবর্গ কর্লে তুমি দূর!
প্রতিশোধেব প্রতিমূর্ত্তি শত্রু-জয়ী শূর।

৩

দেবাসুরে সাগর মথি;
গজাশ্ব নেয় সুরপতি,
লক্ষ্মী নিলেন লক্ষ্মীপতি—চালাক সুচতুর,
আসর সবে ফাঁকি দিয়ে,
দেবতারা সব সুধা পিয়ে
মরণ হতে উঠল জীয়ে—এম্‌নি ধূর্ত্ত ক্রূর
এমনি প্রবঞ্চনাকারী,
রাজ্য ধন সব নিল কাড়ি,
দৈত্যেরা শেষ স্বর্গ ছাড়ি সকল হল দূর।
দেব্‌তারা হায় এম্‌নি শঠ—
আর এম্‌নি ধূর্ত্ত ক্রূর।

৪

স্বজাতির সে অপমানে ক্ষিপ্ত তোমার প্রাণ
জ্বলন্ত আগ্নেয় গিরি গর্জে অভিমান!
স্বজাতির সে লজ্জা-ঘৃণা,
চায় কি বুকের রক্ত বিনা?
বীরের বুকে শিরার মুখে
বিষের বিঁধে বাণ।
প্রতিহিংসা প্রতিশোধে

বিশ্ব দগ্ধ তোমার ক্রোধে,
সাধ্য কি যে অমর রোধে
তোমার অভিযান!
দাসত্বে বাঁধিলে দেবে,
ইন্দ্র চন্দ্র চরণ সেবে,
বজ্র হতে বীর্য তোমার
হাজার গরীয়ান্‌।
তোমার গর্ব—তোমার দম্ভ,
বিশ্ব-দৃশ্য জয়স্তম্ভ,
স্বর্গরাজ্যের দুর্গে উড়ে
তোমার জয়-নিশান!
অনন্ত অতীতে হয়নি
পতিত পরিম্লান!
অসুরের কলঙ্ক-কালি,
সে তিরস্কার গালাগালি,
শত্রুরক্তে কর্লে তুমি
ধৌত-অবসান,
দেখিনি আর তোমার মতো,
স্বদেশ প্রেমিক বীর-ব্রত,
জাতির হিতে এমন রত—
জীবন দিতে দান!
জাতি তোমার হৃদয়-মর্ম—
জাতি তোমার ধর্ম-কর্ম,
জাতি তোমার যোগ-তপস্যা—
জাতি তোমার ধ্যান,
জাতি তোমার পিতামাতা,
জাতি তোমার ভগ্নীভ্রাতা,
জাতি তোমার পুত্রকন্যা
জাতি তোমার প্রাণ,
একলা তুমি অসুর জাতির
সকল মূর্তিমান!
কেউ পূজে না দশভুজা,
সবাই করে তোমার পূজা,
সবাই করে তোমার 'পরে
প্রেমাঞ্জলি দান,
জাতির তুমি মুকুটমণি
গৌরব গরীয়ান্‌!

৫

হে বীরেন্দ্র! দিগ্বিজয়ী অসুর দুর্বিজয়!
তোমায় বিনাশ কর্তে আজ,
কেমন কাপুরুষের কাজ –
মিলছে জগতের যত সব শক্তি সমুদয়––
ধনশক্তি লক্ষ্মীরানী
জ্ঞানশক্তি বীণাপাণি,
রণশক্তি ষড়ানন সে সভায় জনাছয়!
গণশক্তি গণপতি
কর্ণবৃহৎ চক্ষুরতি!
দূর হতে শুঁড় বাড়ায়ে সাগর শুষে লয়!
সংহারশক্তি মহেশ্বর, আর
পশুশক্তি সিংহ ও ষাঁড়,
ময়ূর ইন্দুর সাপ জানোয়ার কেউ তো বাকি নয়।
উদ্ভিদশক্তি নবপত্রী,
সর্বশক্তি একছত্রী––
মহাশক্তির দশভুজেতে সকল সমন্বয়।
সর্বশক্তি মিলে মিশে,
মারতে তোমায় পদে পিষে,
বঞ্চনার সে নাগপাশে বাঁধছে বিষময়,
ধিক্ দেবতা তাহার কথা ভাবতে লজ্জা হয়!

৬

ধন্য তুমি হে বীরেন্দ্র অসুর দুর্বিজয়!
শৌর্য তোমার বীর্য তোমার অনন্ত অক্ষয়!
ধন্য তোমার স্বদেশ-প্রীতি,
ধন্য তোমার অসুর-নীতি,
ধন্য তোমার পুণ্য-স্মৃতি বিনাশ করে ভয়!
তোমার ভীষণ রুদ্রমূর্তি,
স্বাধীনতার অগ্নিস্ফূর্তি!
মরণ-কাঁপা দিগ্বিজয় কি চরণচাপা রয়?
তোমার আঁখির সতেজ ভাষা,
বিশ্বজয়ের বিপুল আশা,
এক নিমেষে করে যে সে জগৎ জ্যোতির্ময়!
তোমার প্রবল স্বদেশ-ভক্তি,
ঠেলে উঠ্ছে সকল শক্তি,
ধবলগিরির চেয়ে সে যে প্রবল অতিশয়।

রক্ষিতে স্বজাতির স্বত্ব,
দেখি নাই আর এমন মত্ত,
বীরত্বের মহত্বের আর তো এমন অভ্যুদয়!
গুলির মতো পণ-প্রতিজ্ঞা ধূলির মতো নয়।
মহৎ হতে মহৎ তুমি—মহান্—মহীয়ান্।
তোমার যারা রাজ্যহারী,
জাতির যারা ধ্বংসকারী,
অবিচারী ব্যভিচারী নারীর লুঠে মান,
যারা প্রবঞ্চকের জাতি,
অবিশ্বাসী গুপ্তঘাতী,
বকের বেশে দেশে দেশে বিলায় পরিত্রাণ ,
আততায়ী দস্যু যারা,
অসুর-দ্বেষী দেবতারা—
পশুর মতো করে যারা বলির রক্তপান,
তাদের স্পর্ধা তাদের গর্ব
প্রতাপ ও প্রভুত্ব সর্ব
পদাঘাতে কর্লে তাদের চূর্ণ অভিমান।
যদিও নাগপাশে বন্দী,
তবু নাই কেউ তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী,
বিরাট তুমি বিশাল তুমি বিপুল তোমার প্রাণ।
অনন্ত আকাশের মতো,
বক্ষে সে বাঁধে ছায়াপথ
বিধাতা করেছেন যেন বিজয়-মাল্য দান!
শরৎ স্বচ্ছ নীলাম্বরে
তোমার বিজয় শোভা করে,
রথ করে ছিন্ন-ছিলা ইন্দ্রধনুখান্।
শরদের জলদের মাঝে,
তোমার জয়দুন্দুভি বাজে,
মরালকণ্ঠে দিগঙ্গনা বিজয় করে গান!
শরৎ গড়ায় কমলহার—
বিজয় শতদল তোমার।
আদরে তাই গলায় পরেন স্বয়ং ভগবান্।
তুমি অভিনন্দনীয়
তুমি বিশ্ববন্দনীয়
তুমি সর্বজাতির প্রিয় আনন্দকল্যাণ,
তাই তোমারে জগৎ করে প্রেমাঞ্জলি দান।

নব্যভারত, আশ্বিন, ১৩২৫ পৃ ২৫১-২৫৩

জীবনীপঞ্জি

জন্ম	বর্তমান বাংলাদেশের ভাওয়ালের জয়দেবপুরে ১৬ জানুয়ারি ১৮৫৫, (৪ মাঘ ১২৬১ বঙ্গাব্দ) গোবিন্দচন্দ্র দাসের জন্ম। পিতা রামনাথ দাস।
শিক্ষা	পাঁচ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু। পরিবারে পিতাই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায় নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। আট বছর বয়সে তাঁর শিক্ষারম্ভ। লেখাপড়ায় তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছিল না। খেলাধূলার প্রতি ছিল প্রবল আসক্তি। গভীর অরণ্য, স্বল্পতোয়া চোলাই নদী, ছোটো টিলা, সমৃদ্ধ ভাওয়াল প্রদেশের অতুলনীয় সৌন্দর্যের মধ্যে তাঁর শৈশব কাটে। কৈশোরে কলকাতায় বিদ্যালাভের পর ভাওয়াল রাজ-পরিবারের বাড়িতে থেকে তাঁদেরই প্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুলে ভর্তি হন। পরে ঢাকা নর্মাল স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী (বর্তমানের ক্লাস নাইন) পর্যন্ত পাঠ, কিছু সংস্কৃত শিক্ষাও লাভ করেন। অতঃপর ঢাকায় সদ্য-প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে অল্পদিন পাঠ করেন।
কর্মজীবন ·	স্বল্পকালের পণ্ডিতী, রাজসরকারে চাকুরি ও পদত্যাগ, সাপ্তাহিক পত্র 'চারুবার্তা'র কার্যাধ্যক্ষতা, (রাজবিরোধিতার কারণে জন্মভূমি থেকে নির্বাসন); শেরপুরে চাকরি; মুক্তাগাছা জমিদারিতে নায়েবগিরি-প্রভৃতি।
বিবাহ :	প্রথম বিবাহ পনেরো বছর বয়সে জন্মভূমিতে সারদাসুন্দরীর সঙ্গে। প্রথম পত্নীর মৃত্যু: ২৬.১১.১৮৮৫। দ্বিতীয় বিবাহ সাত বছর পরে বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ গ্রামের প্রেমদাসুন্দরীর সঙ্গে (১৩ ১ ১৮৯৩)।
কাব্যগ্রন্থ :	প্রসূন ১৮৭০; প্রেম ও ফুল (১৮৮৮), কুঙ্কুম (১৮৯২); মগের মুলুক (১৮৯৩); কস্তুরী (১৮৯৫); চন্দন (১৮৯৬); ফুলরেণু (১৮৯৬); বৈজয়ন্তী (১৯০৫), শোক ও সান্ত্বনা (১৯০৯); শোকোচ্ছ্বাস (১৮৯০)। এছাড়া তাঁর বহু রচনা নব্যভারত, নবজীবন, সৌরভ, প্রতিভা, বঙ্গদর্শন, মানসী, নারায়ণ, সাহিত্য-আলোচনা, আর্য-কায়স্থ-প্রতিভা প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত রয়েছে। ১৯১৫ সালে তিনি শ্রীমদ্ভগবদগীতা কবিতায় অনুবাদ করেন।
মৃত্যু :	১ অক্টোবর ১৯১৮ (১৩ আশ্বিন ১৩২৫ বঙ্গাব্দ) তাঁর মৃত্যু।